



কুরআন ও সলাত অনুধাবন

এই কোর্সের পর আপনি কুরআন মাজিদের ৮০% শব্দ
সুজাতে পারবেন যদি সূরা আল-বাকারাহ এবং এর
পরের সূরাতুলোর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন

মূল: ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম
পরিচালক, আন্তর্জাতিক কুরআন একাডেমি

অনুবাদ: ড. এম. হাবিবুল্লাহ খান

সহজ পদ্ধতিতে

কুরআন ও সলাত অনুধাবন

কোর্স-৩

মূল:

ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম

অনুবাদ:

ড. এম হাবিবুল্লাহ খান

সম্পাদনা:

ড. শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান

Copyright ©

Academy of Quran Studies

E-mail: info.aqsbd@gmail.com

Web:www.aqsbd.com

প্রকাশনায়

Academy of Quran Studies

হেড অফিস: ১৪৯, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা- ১২১৫

বারিধারা অফিস: ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা ঢাকা-১২১২

মোবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর- ২০২০

মুদ্রণঃ

মাহির প্রিন্টিং প্রেস

ফকিরাপুল, ঢাকা।

সহযোগিতায়:

তানজিল আহমেদ

প্রাপ্তিস্থান:

Academy of Quran Studies

হেড অফিস: ১৪৯, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা- ১২১৫

বারিধারা অফিস: ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা ঢাকা-১২১২

মোবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩

বিনিময় : ৩৫০/- টাকা

ISBN: 978-984-33-6935-2

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

গ্রন্থস্বত্ব:

আন্ডারস্ট্যান্ড আল কুরআন একাডেমি (UQA)

হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান কিংবা টাইপ করে ইন্টারনেটে আপলোড করা; ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ্য এবং আইনত দণ্ডনীয়।

গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধীয় ইসলামি বিধান

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজের মেধার শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তই তার। অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'য়াতে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, “তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করোনা”। [সূরা বাক্বারা ২: ১৮৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশি মনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না”। [সহীহ আল জামি আস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

প্রকাশক

একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ

বাড়ি ৩৮, রোড ১/এ, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা।

টেলি: ৮৮০২৮১২২৫১১ মোবাইল: +৮৮০১৯৭৭-২৬২৯২৩

E-mail: info.aqsbd@gmail.com,

Web: www.aqsbd.com

In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful

To whomever it may concern

This is to state that MAJOR MD. QUAMRUL HASSAN (RETD), Director, ACADEMY OF QURAN STUDIES (AQS) is the authorized representative of Understand Al-Qur'an Academy (www.understandquran.com) in Bangladesh.

May Allah help him to take necessary steps such as arrangement of classes, training of teachers, and printing the educational materials, for promotion of reading and understanding of the Qur'an among students as well as general public.

Jazakumullahu khairan



Abdulazeez Abdulraheem
Director,
Understand Al-Qur'an Academy
www.understandquran.com

অনুবাদকের উপস্থাপনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং অগণিত দরুদ ও সালাম নাযিল হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর।

পবিত্র কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ যা আমাদেরকে পরম সুখের স্থান জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং চরম দুর্ভোগ ও কষ্টের স্থান জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে। যে কুরআনকে তার পথপ্রদর্শক করে নেয় সে বিপথে যেতে পারে না। তাই কুরআনকে আমাদের পথপ্রদর্শক এবং রাহবার বানাতে হবে। এটা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে। কোনো ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে যা জানা প্রয়োজন তা হলো ঐ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্করণ, বাগবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানার্জন করা। আমাদের দেশের বাংলা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী-পুরুষদের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শেখার উপযুক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। কাজেই কুরআন বুঝে পড়তে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ প্রায়শই সফলকাম হতে পারেন না। কুরআনের ভাষা শেখার জন্য মাদ্রাসায় যে সব ব্যাকরণ শেখানো হয় সেগুলি ঐ সব বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়, ফলে তাঁরা আরবী শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

এই প্রেক্ষাপটে আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা ড. আব্দুল আজিজ আব্দুর রাহিম সাহেব কতৃক প্রণীত Understand Quran The Easy Way শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ৫টি গ্রন্থ উপমহাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে তার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান একাডেমী অব কুরআন স্ট্যাডিজ এ পর্যন্ত তার মোট ৩টি বই বঙ্গানুবাদ করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ এই বইগুলি প্রকাশ হওয়ার পর হতেই দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বহু বাংলা ভাষাভাষি পাঠকবৃন্দ সাধুবাদ জানিয়েছেন। এবং এরই ধারাবাহিকতায় 'কুরআন অনুধাবন - সূরা আল-বাকারাহ ৩৮-৭৬' বইটি বঙ্গানুবাদ করা হলো।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনে করিমের বিষয়বস্তুকে বোঝা এবং স্মরণ রাখার সুবিধার্থে এর একেকটি পাঠকে বিভিন্ন পয়েন্টারের সাহায্যে বিভক্ত করা হয়েছে। নতুন শব্দের অর্থ মনে রাখার জন্য বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি পাঠে একটি করে হাদিস সংযোজন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের অস্তিত্বের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা গড়ে উঠে। কুরআনের আয়াতের অনুবাদ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে শাব্দিক অর্থও ঠিক থাকে, পাশাপাশি আয়াতের প্রয়োজনীয় অনুবাদও প্রদান করে। নতুন বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলির তালিকা করা হয়েছে যাতে পাঠের শেষে আরবি ব্যাকরণ অনুশীলন করা যায়। পূর্ববের বইটিতে তিন অক্ষরের অটুট ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বইয়ের ব্যাকরণ অংশে দুর্বল অক্ষরযুক্ত (معتل) তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া দেওয়া হবে। এখানে একটি ওয়ার্ক বুক সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং ক্লাশের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সবমিলিয়ে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই যা একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে অতি সহজে কুরআন বুঝতে এবং আরবী শিখতে সাহায্য করবে। এতে মূলত আরবীকে নয় বরং কুরআনের ভাষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সেভাবেই ক্রিয়া এবং নাম পদের তালিকা বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে একজন সাধারণ মানুষ সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝতে পারে। সালাতে তিলাওয়াত শুনে মন দিতে পারে। আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

সবশেষে একটি নিবেদন, এটি আমাদের প্রথম সংস্করণ, আপ্রাণ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ত্রুটি যদি কারো সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞতা থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনে যত্নবান হবো।

এই বইটি অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে যাদের বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের এবং এই বইটি অনুসরণ করে যে সব মুসলিম নারী-পুরুষ উপকৃত হবেন তাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন। আমীন।

- ড. এম হাবিবুল্লাহ খান

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুসলিমদেরকে কুরআনের দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে একটি কুরআনিক প্রজন্ম তৈরি করতে সাহায্য করা, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, বুঝবে, নিজ জীবনে প্রয়োগ করবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাবে। Understand Al-Quran Academy, Hyderabad, India-এর পরিচালক ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম Understand Quran & Salah, The easy way, course-1, course-2 ও course-3 নামে ৩টি বই এবং Read Al-Quran নামে একটি তাজউইদে বই রচনা করেছেন।

Understand Quran & Salah, The easy way, course-1 এবং course-2 2010 সাল হতে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে আমরা পরিচালনা করে আসছি। এবছর আরও একটি বই course-3 সংযোজন হয়েছে। ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম এ কোর্সগুলো বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে পরিচালনার জন্য আমাদেরকে মনোনীত করেছেন।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলায়ই প্রাপ্য। সলাত ও সালাম নাযিল হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর, রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের উপর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। পৃথিবীতে মানুষের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য 'হুদা' অর্থাৎ পথনির্দেশ দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন পথনির্দেশ তথা 'জীবন বিধান' আল কুরআন যা মানব জাতির জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। কিন্তু কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ায় আমাদের বাংলা ভাষাভাষি মুসলিমদের জন্য কুরআন বুঝতে অসুবিধা হয়। ফলে এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হতে আমরা বিমুখ থাকি; এর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না।

কুরআন সমগ্র মানব জাতির জীবন বিধান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা থেকে আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন, এজন্য কুরআনের ভাষায় কুরআন বুঝতে হলে আরবি ভাষার শব্দপ্রকরণ/শব্দগঠন প্রণালী জানতে হবে।

আল কুরআনের বাণীকে আমাদের মাতৃভাষায় বোঝার জন্যে 'একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ' প্রকাশ করছে সহজ পদ্ধতিতে 'কুরআন ও সলাত অনুধাবন' কোর্স-৩।

ড. আব্দুল আযীয আব্দুর রহীম প্রণীত 'Understand Quran & Salah, The easy way, course 3' এ কোর্সটি কুরআনের প্রাথমিক অর্থ বোঝার জন্য একটি আধুনিক, সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি। আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল কুরআনে প্রায় ৭৮০০০ শব্দ আছে। এ কোর্সে পড়ানো হবে সূরা আল-বাকারার সামনের ৫পৃষ্ঠা (আয়াত: ৩৮-৭৬)। এই বইটি সম্পন্ন করার পর কুরআনের ৯০% শব্দ জানা যাবে। উদাহরণস্বরূপ: এখানে প্রতি লাইনে পাওয়া যাবে গড়ে (৯টি শব্দের মধ্যে) মাত্র ১টি নতুন শব্দ, যার অর্থ আপনি ৯০% শব্দ জেনে গেছেন। একই সঙ্গে আপনি শিখবেন আরবি ব্যাকরণ (দুর্বল অক্ষরযুক্ত (معقل) তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া)-এর কিছু নিয়ম-কানুন যা আপনাকে কুরআন বুঝতে সাহায্য করবে।

সবশেষে এই প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ তা'আলা যেন কুরআন তিলাওয়াত করা, বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করার যথাযথ জ্ঞান দান করেন, আমীন!

বিনীত

মেজর মোঃ কামরুল হাসান (অবঃ)

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ

বিষয়সূচি

পাঠ	কুরআন ও হাদীস হতে	ব্যাकरण	পৃষ্ঠা নং
২০			
২১			
২২			
২৩			
২৪			
২৫			
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			
৩৫			
৩৬			
৩৭			
৩৮			
৩৯			

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

এই কোর্স ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের জন্য কিছু নির্দেশিকা:

- এটি জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে এই কোর্সের পূর্বে আপনি কোর্স -১ (কুরআন ও সালাত অনুধাবন ৫০%) এবং কোর্স -২ (কুরআন অনুধাবন - সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১-৩৭) সমাপ্ত করবেন।
- ইহা সর্বোত্তমভাবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার কোর্স, অতএব যা কিছু আপনি শুনেন/ পাঠ করেন তা অনুশীলন করুন।
- কোনো সমস্যা নাই যদিও আপনি ভুল করে ফেলেন। প্রথম দিকে ভুল না করে কেউই শিখতে পারে না।
- যে বেশি বেশি অনুশীলন করবে সে বেশি শিখতে পারবে যদিও সে ভুল করে।
- গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটি মনে রাখবেন:

আমি শুনি, আমি ভুলে যাই
আমি দেখি, আমি মনে রাখি
আমি অনুশীলন করি, আমি শিখি
আমি শিখাই, আমি চৌকস হয়ে উঠি

প্রতিটি পাঠের পর ব্যাকরণ দেয়া আছে। ব্যাকরণের বিষয়টি পাঠের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়; করতে গেলে কোর্সটি জটিল হত এবং সূরা অধ্যয়নের আগেই আলাদাভাবে ব্যাকরণ শিখতে হত। তবে মূল পাঠে আপনি যে শব্দ শিখবেন, তার পাশাপাশি ব্যাকরণ, বিশেষত আপনার আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান বাড়াবে। কয়েকটি পাঠের পর, সূরা বা যিকিরে পড়ার সময় আপনি ব্যাকরণ পাঠের উপকারিতা বুঝতে পাবেন।

অবসর সময়ে নিচের ৭টি অনুশীলন করতে ভুলবেন না:

২টি তিলাওয়াতে :

- ১। মুসহাফ (কুরআন) থেকে কম পক্ষে ৫ মিনিট তিলাওয়াত করুন।
- ২। অবসর বা কাজের ফাঁকে মুখস্থ হতে কমপক্ষে ৫ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত করুন।

২টি পড়াশুনায়:

- ৩। নবীন পাঠকগণ কমপক্ষে ১০ মিনিট এ বইটি পড়বেন।
- ৪। শব্দকোষ বা বুকলেট হতে ৩০ সেকেন্ড পড়া, সালাতের আগে, পরে বা অন্য কোনো সুবিধামত সময়ে। আল্লাহর সাথে ওয়াদা করুন যে আপনি কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত শব্দকোষটি সব সময় সাথে রাখবেন।

২টি শোনা ও অপরের সাথে আলোচনায়:

- ৫। অর্থসহ বয়ানগুলো অডিও থেকে শুনবেন। এ কোর্সের বিষয়বস্তু নিজে রেকর্ড করে গাড়িতে বা বাসার টুকিটাকি কাজের সময়ও আপনি এটা শুনতে পারেন।
- ৬। যে কোর্সের যেটুকু আপনি শিখেছেন তা প্রতিদিন অন্তত ১ মিনিট আপনি আপনার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

সবশেষটি ব্যবহারিক প্রয়োগে:

- ৭। প্রতিদিনের সুন্নত ও নফল সালাতে কুরআনুল করীমের শেষের ১০টি সূরা পালাক্রমে তিলাওয়াত করুন। এতে সালাতে একই সূরা বারবার তিলাওয়াত করার অভ্যাসটি বন্ধ হয়ে যাবে।

আরো দু'টি অতিরিক্ত বাড়ির কাজ, প্রার্থনার মধ্যে:

- (১) আপনার নিজের জন্য: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا এবং
- (২) আপনার বন্ধুদের জন্য, “আমাদেরকে এবং তাদেরকে কুরআন শিখতে আল্লাহ যেন সাহায্য করেন।”

ভালভাবে শেখা যায়, কাউকে শেখালে; কাজেই শিখতে চাইলে শিক্ষক হোন।

একাডেমির উদ্দেশ্য:

(১) মুসলিম সমাজকে কুরআনের পথে ফেরত নিয়ে আসা এবং একটি কুরআনিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে সহায়তা করা, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, এটি বুঝবে, অনুশীলন করবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাবে। (২) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই হৃদয়গ্রাহী, সহজ, সরল, কার্যকর, প্রাসঙ্গিক বই হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপন করা এবং একই সঙ্গে এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে সফলতার জন্য কুরআন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। (৩) হাদিসের প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা যাতে নাবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। (৪) তাজবীদসহ কিভাবে কুরআন পড়তে হয় তা শিক্ষা দেওয়া এবং ইহা বুঝতে পারা। (৫) ইসলামিক বিদ্বানগণের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা (বই, ভিডিও, পোস্টার, শব্দসম্বলিত কার্ড, বুকলেট, ইত্যাদি) এবং পাঠ্যসূচি ডিজাইন করা যা স্কুল মাদরাসার চাহিদা নিরূপণ করবে। (৬) ব্যস্ত মানুষ ও ব্যবসায়ীদের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা করা। (৭) সহজ, আধুনিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রদানের কৌশল ব্যবহার করে কুরআন শিক্ষাকে সহজ করা।

আমাদের উদ্দেশ্য কুরআনের পন্ডিত তৈরি করা নয়। আলহামদুলিল্লাহ, বহু প্রতিষ্ঠান এই কাজ করছে। এই একাডেমির আসল কাজ হচ্ছে সাধারণ মুসলিম এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে (বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজ) কুরআনের প্রাথমিক বার্তা প্রদান করা।

কেন এই কাজ?

অনারব মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশই কুরআন বুঝে না। বর্তমানের দৃশ্যকল্পে, কুরআন শিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে, কারণ একদিকে দিকে টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রয়েছে তীব্র অশ্লীলতা ও বস্তুবাদ এবং অপরপক্ষে রয়েছে ইসলাম, কুরআন এবং রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ যাতে করে কুরআন ও ইসলামের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়। অতএব, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইহা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে যে তাদেরকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা বুঝে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা/মোকাবেলা করতে হবে এবং আল্লাহর সত্য বার্তা বিশ্বজগতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে জীবনের সফলতা আনতে হবে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

আল্লাহর মেহেরবানীতে www.understandquran.com গত ১৯৯৮ সালে চালু করা হয়েছিল। এরপর থেকে কুরআনের শিক্ষাকে সরল, সহজ ও কার্যকর করার চেষ্টা অবিরতভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোর্স এবং আনুসঙ্গিক বই-পত্র তৈরি করে চলেছি। কুরআন বুঝার ব্যাপারে আমাদের প্রথম স্ফূর্তির কোর্স (৫০% কুরআনের শব্দ) বইটির মাধ্যমে প্রায় ২৫টি দেশে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং ২০টি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পাঁচটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হচ্ছে। Read Al-Qur'an এবং Understand Al-Qur'an -এর পাঠ্যসূচি এখন ২০০০ এর অধিক স্কুলে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের বার্তা

আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন: يَلْعَوُوا عَلَيَّ وَلَوْ آيَةً “আমার নিকট হতে পৌঁছে দাও যদিও একটি আয়াত হয়”। অতএব, এই মহৎ কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আসুন এবং আমাদের সঙ্গে মিলিত হন; যেখানেই আপনি থাকেন না কেন, এই কোর্সটি শিক্ষা করার চেষ্টা করুন এবং প্রবর্তন করুন আপনার নিকটস্থ মসজিদ, স্কুল, মাদরাসা এবং কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি। শিশুদের এবং বয়স্কদেরকে এই কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করুন এবং একটি শক্তিশালী কর্মীদল গঠন করুন যাতে এই মহৎ কাজটি চালিয়ে নেওয়া যায়।

সবশেষে আমরা আল্লাহর নিকট দুআ করি যেন আমরা এই চমকপ্রদ বইটির সেবা করা লক্ষ্যে তিনি আমাদের এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন; আমাদেরকে লোক দেখানো কাজ করা হতে দূরে রাখেন, পাপ হতে এবং ভুল করা হতে রক্ষা করেন, আমীন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاعْفِرْ لَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির পথনির্দেশ হিসেবে। ইহা হতে পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ইহা বুঝে বুঝে পড়তে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের অধিকাংশই কুরআন বুঝি না, কারণ সেইভাবে কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এমন কি আজকালও অধিকাংশ স্কুলে কুরআন বুঝিয়ে পড়ানো হয় না। এই পরিস্থিতির জন্য একটি প্রধান কারণ হচ্ছে উপযুক্ত বই এর অভাব।

এই পরিস্থিতির কথা মনে রেখে, **Understand Al-Qur'an Academy**-এর স্কলার ও শিক্ষাবিদদের একটি দল একটি কুরআনিক সিলেবাস তৈরি করেছেন, যার দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক সবাই একসাথে উপকৃত হতে পারবে। এই সিরিজের প্রথম বই **Understand Al-Qur'an - the Easy Way** যেখানে কুরআনের ৫০% শব্দের অর্থ শেখানো হয়।

এর পূর্বে "**Understand Quran The Easy Way (Course-2)**" এই সিরিজের দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হয়েছে। এই কোর্সটি আপনাকে কুরআনের ৮০% পর্যন্ত শব্দ শেখাবে (যদি আপনি সূরা আল-বাকারার উপর অধ্যয়ন চালিয়ে যান)।

এই সিরিজের তৃতীয় বই "**Understand Al-Qur'an - the Easy Way (Course-3)**", যা এখন আপনার হাতে হাতের মধ্যে। এই বইটি সম্পন্ন করার পর আপনি কুরআনের ৯০% শব্দ জানতে পারবেন (যদি আপনি সূরা বাকারার উপর অধ্যয়ন চালিয়ে যান) অর্থাৎ আপনি পাবেন প্রতি লাইনে গড়ে (৯টি শব্দের মধ্যে) মাত্র ১টি নতুন শব্দ, যার অর্থ আপনি ৯০% শব্দ জেনে গেছেন। সুবহানাল্লাহ! আসলেই কুরআন বুঝা খুবই সহজ।

বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- চারটি পয়েন্টার ব্যবহার করে প্রতি পাতায় কুরআনের পাঠকে (text) বিভক্ত করা হয়েছে যাতে সহজে বুঝা যায় এবং পাঠটিও মনে রাখতে সুবিধা হয়।
- নতুন শব্দের অর্থ মনে রাখার সুবিধার্থে বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা একটি নতুন এবং কার্যকর ধারণা যাতে নতুন ভাষা শিখতে সুবিধা হয়।
- যে সকল পাঠ (text) একটি বিশেষ পয়েন্টারের অধিনে আছে ঐ সকল পাঠকে এক পাঠে (lesson) শিক্ষা দেওয়া হয়। অতিরিক্ত হিসেবে, প্রতি পাঠে একটি করে হাদিস সংযোজন করা হয়েছে যাতে রসূল (সা.)-এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা গড়ে উঠে।
- কুরআনের আয়াতের অনুবাদ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে করে শব্দের অর্থের প্রয়োজনের পাশাপাশি আয়াতের অনুবাদ প্রদান করা হয়েছে। এই কাজে প্রামাণিক অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে।
- নতুন বিশেষ্য এবং ক্রিয়াগুলির তালিকা করা হয়েছে পাঠংশের শেষে যাতে আরবি ব্যাকরণ অনুশীলন করা যায়। শিক্ষক এটি দায়িত্ব নিয়ে নিশ্চিত করবেন যে শিক্ষার্থীগণ যথাযথভাবে বিশেষ্য ও ক্রিয়াগুলি Total Physical Interaction (TPI) পদ্ধতি ব্যবহার করে অনুশীলন করছে যা তাদেরকে ক্রিয়ার রূপান্তর শিক্ষা করতে সক্ষম করবে।
- আরবি ক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হয়। পূর্ববর্তী বইয়ে অটুট অক্ষরের তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ের ব্যাকরণ অংশে দুর্বল অক্ষরযুক্ত (معتل) তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া দেওয়া হবে। মাজিদ-ফিহ (مزيد فيه) ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হবে আমাদের পরবর্তী বইয়ে, ইনশায়া আল্লাহ।
- এখানে একটি ওয়ার্ক বুক (workbook) সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং ক্লাশের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ যেন আমাদেরগুলিকে ক্ষমা করে দেন। কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল যাতে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করতে পারি।

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম

info@understandquran.com

নভেম্বর, ২০২০

কোর্সটির উদ্দেশ্য:

- ১। সূরা আল-বাকারাহ এর পরবর্তী ৫টি পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করা (আয়াত ৩৮-৭৬)
- ২। কোর্সটির শেষে কুরআনের ৯০% শব্দ জানা। অর্থাৎ যখন কুরআনের ১১তম পেইজটি আরম্ভ করবেন তখন প্রতি লাইন মাত্র একটি করে নতুন শব্দ পাওয়া যাবে।
- ৩। পয়েন্টার এবং বাক্যাংশের সাহায্যে নতুন শব্দ এবং এর অর্থ শেখা।
- ৪। কুরআনকে ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করার পদ্ধতি শেখা।
- ৫। ক্রিয়ার উদ্ভাবিত ফর্মগুলি TPI পদ্ধতিতে শেখা, যা কুরআনে কারীমে প্রতি লাইনে প্রায় একবার করে আসে।
- ৬। কুরআন সম্পর্কিত দুই শতাধিক স্পকেন আরবী (Spoken Arabic) বাক্য শেখা।

কুরআন বুঝার জন্য দুইটি চ্যালেঞ্জ (Challenge):

- ১। শব্দভান্ডার (শব্দ এবং অর্থ): এটি পয়েন্টার এবং বাক্যাংশের মাধ্যমে জেনে নিন।
- ২। ব্যাকরণ: এটি জেনে নিন TPI এবং আরবী কথোপকথনের (Spoken Arabic) এর মাধ্যমে।

পয়েন্টারের উপকারিতা:

কুরআন ৩০টি পারায় ভিত্তি। অধিকাংশ মুসহাফের প্রতিটি পারায় ২০টি পৃষ্ঠা আছে। প্রতিটি পারা আবার চার ভাগে বিভক্ত। এই এক চতুর্থাংশে ৫টি পৃষ্ঠা আছে। এই কোর্সের মধ্যে, প্রতিটি পৃষ্ঠা চার অংশে বিভক্ত, এই অংশগুলি এক একটি পয়েন্টারের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি পয়েন্টারে একাধিক আলোচ্য বিষয় থাকতে পারে। পয়েন্টারের অনেক উপকারিতা থাকতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ:

- এগুলো আপনাকে সেই প্রসঙ্গ এনে দেয় যেখানে নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়।
- এগুলো আপনার অর্থ মনে রাখার ব্যাপারে এবং স্মরণ করতে নঙ্গর হিসেবে কাজ করে।
- এগুলো আপনাকে ঐ পাতার আলোচ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে।
- এগুলো কুরআন মুখস্থ রাখতে যথেষ্ট ব্যবহার্য।

পাঠ্যশ্লোকের উপকারিতা:

আলাদা আলাদা শব্দের অর্থ মনে রাখার তুলনায় পাঠ্যশ্লোকের অর্থ মনে রাখা বেশি ভালো। একটি পাঠ্যশ্লোক:

- ব্রেইনের জন্য নঙ্গর প্রদান করে যাতে করে নতুন শব্দের অর্থ মনে করা যায়।
- বার্তা মনে রাখার জন্য আপনাকে সাহায্য করে।
- কেবলমাত্র একটি শব্দের তুলনায় অনেক বেশি অনুভূতি সৃষ্টি করে। (উদাহরণ: صَمَدٌ স্বয়ংসম্পূর্ণ; اللَّهُ الصَّمَدُ: আল্লাহ হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ)।
- শব্দ এবং এর অর্থ মুখস্থ করার তুলনায় পাঠ্যশ্লোক এবং এর অর্থ মুখস্থ করা অনেক বেশি কার্যকর, শক্তিশালী, মর্মস্পর্শী এবং ব্যবহার্য।

বাক্যাংশের অর্থ মুখস্থ করার ফরমুলা: R-5s-10-Loud

ফরমুলাটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

- R: শিথিল
- 5s: পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যবহার করুন। শ্রবণ, দৃষ্টি, ঘ্রান, স্পর্শ, এবং অনুভূতি। ক্রিয়ার কাজ প্রত্যক্ষ করুন এবং বিশেষ্যের রূপ।
- 10: পাঠটি কমপক্ষে ১০ সেকেন্ড অনুশীলন করুন।
- Loud: বাক্যাংশটি এবং এর অর্থ উচ্চস্বরে বলুন।

আরবী কথোপকথন:

প্রত্যেকটি ব্যাকরণ পাঠে আমরা আরবী ভাষা অনুশীলন করব।

- বাক্যগুলি গঠন করা হবে কুরআনের বিষয়বস্তুর উপর।
- ইহা বিভিন্ন ফরমের ক্রিয়া অনুশীলন করার সুযোগ দিবে।
- অনুশীলন তৈরি করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সক্রিয় পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।
- ইহা সাহায্য করে ব্যাকরণ পাঠকে আকর্ষণীয় করতে।

قُلْنَا	اَهْبِطُوا مِنْهَا	جَمِيعًا	فَلَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
আমরা বললাম	এখান থেকে তোমরা নামো	সবাই	অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আসবে অবশ্যই
مِّنِّي	هُدًى	فَمَنْ تَبَعَ	هُدًى
আমার পক্ষ হতে	পথ নির্দেশনা	তখন যে অনুসরণ করবে	আমার পথনির্দেশনা
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا	وَكَذَّبُوا
অতঃপর নেই কোনো ভয় তাদের জন্য	এবং না তারা দুঃখিত হবে	এবং যারা অবিশ্বাস করেছে	ও মিথ্যা মনে করবে
بِأَيِّتِنَا	أُولَئِكَ	أَصْحَابُ النَّارِ	هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)
আমার নিদর্শনসমূহকে	তারা	(জাহান্নামের) আগুনের অধিবাসী (হবে)	তারা তার মধ্যে চিরস্থায়ী হবে

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

- এখানে দ্বিতীয় বার আল্লাহ তাদের কে বলছেন যে “নীচে নেমে যাও”। প্রথমবার ছিল বিচ্যুতির কারণে। আদম (আ.)-এর অনুতপ্ত হওয়ার পরে আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগের মূল পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নিচে নামতে বলেছিলেন।
- আল্লাহ বলেন هُدًى হেদায়াত আমার পক্ষ থেকে, এবং هُدًى আমার হেদায়াত। কেবল এমন লোক, যারা আল্লাহর হেদায়াত অনুসারে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা (কোন কারণে) চিন্তিতও হবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সুন্নাহ বোঝা ও অনুসরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কুরআন ও হাদিস দ্বারা যা প্রমাণিত নয় তার উপর কোনো ভাবেই আমল করা উচিত হবে না।
- জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির জায়গা। সেখানে জান্নাতীদের তখন বা ভবিষ্যতের কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকবে না, এবং না অতীতের কোনও ক্ষতি নিয়েও কোনও কষ্ট ও দুঃখ থাকবে, অর্থাৎ তারা পরম সুখী হবে।

হাদীস :

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্য স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে জবাই করে দেয়া হবে, অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীরা! তোমাদের (আর) মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা! তোমাদের (আর) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ। আর জাহান্নামীদের বাড়বে দুঃখের উপর দুঃখ।” (বুখারী ৬৫৪৮)

أَيُّ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়:

- এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন চিহ্নসমূহ যেমনঃ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, ইত্যাদি।
- নবীদের (আঃ) অলৌকিক ঘটনাবলি (আল্লাহর অনুমতিক্রমে)।
- কুরআনের আয়াত সমূহ।

আয়াত শব্দের যে অর্থই করা হোক, প্রত্যেকটি অর্থ থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোনো একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন, যিনি এই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

পাঠ: দু’আ ও পরিকল্পনা

এই আয়াত থেকে অনেক শিক্ষা, দু’আ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল:

- আদম (আ.) পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন।
- হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে।
- যারা হেদায়াত অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- যারা ইহা প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

দু’আঃ হে আল্লাহ! আমাকে কুরআন ও হাদীস নিয়মিত পড়ার তৌফিক দান করুন, যাতে আমি হেদায়াত পাই।

পরিকল্পণাঃ আমি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি আয়াত মুখস্থ করব, যাতে পথনির্দেশ আমার হৃদয়ে সতেজ থাকে।

বিশেষ্য ও ক্রিয়া সমূহ :

অনুশীলনে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আয়াতগুলিতে কেবল ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করণ এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করণ। আবার এই আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালাশ করে ৩ অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করণ এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করণ।

ক্রিয়া: (৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি প্রথমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; তারপরে ৩-বর্ণের দুর্বল ক্রিয়াগুলি, এবং এরপরে মাযিদ ফিহ ক্রিয়াগুলি)									বিশেষ্য		
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.	অর্থ	বহুবচন	একবচন
নিচে নামা	هَبُوطٌ	مَهْبُوطٌ	هَابِطٌ	إِهْبِطْ	يَهْبِطُ	هَبَطَ	ه ب ط	৮	আয়াত, নিদর্শন	آيَات	آيَةٌ
						ضد					
অনুসরণ করা	تَبَعَ	مَتَّبِعٌ	تَابِعٌ	اتَّبِعْ	يَتَّبِعُ	تَبَعَ	ت ب ع	৯			
						سد					
চিন্তা করা	حَزَنٌ	مَحْزُونٌ	حَازِنٌ	إِحْزَنْ	يَحْزَنُ	حَزَنَ	ح ز ن	৩৯			
						سد					
অস্বীকার করা	كُفَرٌ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر	৪৬১			
						ن					
অনন্তকাল	خُلُودٌ	-	خَالِدٌ	اُخْلُدْ	يَخْلُدُ	خَلَدَ	خ ل د	৮৩			
						ن					
আসা	إِثْيَانٌ	مَأْتِيٌّ	آتٍ	إِيتِ	يَأْتِي	أَتَى	أ ت ي	২৬৪			
						هد					
পথ প্রদর্শন করা	هُدًى	مَهْدِيٌّ	هَادٍ	إِهْدِ	يَهْدِي	هُدًى	ه د ي	১৬১			
						هد					
ভয় করা	خَوْفٌ	مَخُوفٌ	خَائِفٌ	خَفْ	يَخَافُ	خَافَ	خ و ف	৮১			
						خا					

কুরআন পাঠ : ৬খ

বানী ইসরাঈলকে দাওয়াত (আল-বাকারাহঃ ৪০-৪২)

পরিচিতি:

প্রথম হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি (হযরত আদম [আ.]) সম্পর্কে আলোচনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যাদেরকে আমাদের পূর্বে হিদায়াত দিয়েছিলেন। এই আয়াতগুলি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছে ছিল যেখানে ইহুদীরা কয়েকটি গোত্র বসবাস করতো। আল্লাহ তাদেরকে মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াত গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যার আগমনের বিষয়ে তাদের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই আয়াতগুলি সর্বিস্তরে দেখায় যে, যখন কোন সম্প্রদায় সত্য থেকে দূরে চলে যায় তখন কীভাবে তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার অবক্ষয় ঘটে এবং উত্তরণের উপায় কি। এভাবে আমরা আজকের মুসলিম সমাজের সমস্যার কারণগুলি সনাক্ত করতে পারি। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই হিদায়াত যা কোনো দুর্বশ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজকে সংশোধন করার জন্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিশেষ করে এমন সমাজ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখে। যেমন, আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা। আমরা সমাজ পরিবর্তনের জন্য এই হিদায়াতের উপর আমল করতে পারি।

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا

এবং তোমরা পূর্ণকরো	যা আমি নিয়ামত দিয়েছি তোমাদের উপর	তোমরা স্মরণ করো আমার নিয়ামতের	হে সন্তান ইসরাঈলের
--------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------

بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّایْ فَارْهَبُوْنَ (40) وَامْنُوْا بِمَا

এবং তোমরা ঈমান আনো ঐ বিষয়ে যা	এবং শুধু আমাকেই তোমরা ভয় করো	আমি পূর্ণ করবো তোমাদের (কাছে কৃত) প্রতিশ্রুতি	আমার (কাছে কৃত) প্রতিশ্রুতি
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------

اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا

এবং তোমরা বিক্রয় করো না	তাঁর প্রতি প্রথম অস্বীকারকারী	এবং তোমরা হয়ো না	তার যা তোমাদের সাথে আছে	সমর্থনকারী	আমি অবতীর্ণ করেছি
--------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------	------------	-------------------

بِآیَّتِیْ ثَمَّنًا قَلِیْلًا وَّاِیَّایْ فَاتَّقُوْنَ (41) وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

এবং তোমরা মিশ্রণ করো সত্য না কে অসত্যের সাথে	এবং অতএব তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো	সামান্য মূল্য	আমার আয়াতের বিনিময়ে
----------------------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------

وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (42)

এমতাবস্থায় যে তোমরা জান।	এবং তোমরা সত্যকে লুকাবে (না)
---------------------------	------------------------------

বিস্তারিত আলোচনা:

➤ يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا এই আয়াতে ৩টি করণীয়বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে:

আল্লাহর অনুগ্রাহের কথা স্মরণ কর যাতে তোমাদের হৃদয় নরম হয় এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমাদের অস্ত্রের ইবাদাত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাঁর দয়ার কথা স্মরণ করো যে তিনি তোমাদের বংশে নবী-রসূল সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদেরকে আসমানী কিতাব দান করেছেন এবং এখন মুহাম্মাদ (সা.) সেই সত্যের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

১) অঙ্গীকার পূরণ কর, এবং

২) এক আল্লাহকে ভয় কর।

➤ وَامْنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ এই আয়াতে চারটি জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. কুরআনের উপর বিশ্বাস কর।

২. সবার আগে এর প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না। তোমরা নবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী জান, সুতরাং তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তোমাদের সবার আগে ঈমান আনা উচিত।

৩. পার্থিব সুবিধার জন্য আপোস করবে না।

৪. এক আল্লাহকে ভয়কর।

➤ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ এই আয়াতে ২টি বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে :

- বনী ইসরাঈলের আলিমরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে দূরে রাখতে দুটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন:
- কেউ যদি তাওরাত সম্পর্কে কিছুটাও জানত এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাঝে কিছু লক্ষণ দেখতে পেত, তখন তারা তাকে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিভ্রান্ত করতো।
- আর যারা তাওরাত সম্পর্কে কিছু জানত না, তারা তাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি গোপন করত এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তাদের কিছুই বলতো না।

হাদীস :

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সা.) বলেনঃ কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে। (তিরমিজি: ২৪১৬)

পাঠ: দু'আ ও পরিকল্পনা

এই আয়াত থেকে অনেক শিক্ষা, দু'আ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল:

যদিও এই আয়াত সমূহে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে, তবুও এতে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে যেমনঃ

- আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর আল্লাহর যেই অগণিত অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করুন, বিশেষ করে পবিত্র কুরআন এবং নবী (সা.)-এর মতো নিয়ামত।
- আল্লাহর প্রতিশ্রুতিগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করুন, অর্থাৎ শুধু তাঁরই ইবাদাত করা, তাঁর রাসুলের অনুসরণ করা এবং তাঁর দ্বীনকে প্রচার করা।
- সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষকে ভয় করবেন না, কেবল এক আল্লাহকেই ভয় করুন।
- কুরআনের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং এর হুক আদায় করুন।
- আল্লাহর আদেশের সামনে কারো সাথে কোনো প্রকার আপোস করবেন না।
- সর্বদা মুত্তাকী হয়ে জীবন যাপন করুন।
- সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করবেন না এবং সত্যকে গোপন করবেন না।

দু'আঃ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনার যিকির, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় এবং সুন্দর করে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: আমি প্রতি মাসে দাওয়াহ সম্পর্কিত একটি ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ দেখব বা এ প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ পড়ব, যাতে আমি অন্যের কাছে ইসলামের আসল চিত্র তুলে ধরতে পারি।

বিশেষ্য ও ক্রিয়া:

অনুশীলনে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আয়াতগুলিতে কেবল ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করুন এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করুন। আবার এই আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালিশা করে ৩ অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করুন এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করুন।

ক্রিয়া: (৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি প্রথমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; তারপরে ৩-বর্ণের দুর্বল ক্রিয়াগুলি, এবং এরপরে মাযিদ ফিহ ক্রিয়াগুলি)									বিশেষ্য		
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	পূর্ণবৃত্ত	অর্থ	বহুবচন	একবচন
স্মরণ রাখা	ذَكَرَ	يَذْكُرُ	أَذْكُرُ	ذَكَرَ	يَذْكُرُ	أَذْكُرُ	ذ	১৬	অনুগ্রহ	نِعْمَةٌ	نَعَم
							ن	৮			
ভয় করা	رَهَبَ	يَرْهَبُ	ارْهَبْ	رَهَبَ	يَرْهَبُ	ارْهَبْ	ر	৩	অল্প × বেশী	قَلِيلٌ × كَثِيرٌ	بِئْسَ
							ه				
মেশানো, মিশ্রিত করা	لَبَسَ	يَلْبَسُ	الْبَسَ	لَبَسَ	يَلْبَسُ	الْبَسَ	ل	১১			
							س				
							ض				
গোপন	كَتَمَ	يَكْتُمُ	اَكْتَمَ	كَتَمَ	يَكْتُمُ	اَكْتَمَ	ك	২১			
							ت				

করা	ن	
জ্ঞাত	ع ل م	
হওয়া, জানা	عِلْمَ يَعْلَمُ اَعْلَمُ عَالِم مَعْلُوم عِلْم	৫১ ৮
হওয়া	كَانَ يَكُونُ كُنْ كَانِ كُنْ - كُون	১৩ ৫৮

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ও তোমরা যাকাত দাও

এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) وَأَتِمُّوا زَكَاتَكُمْ إِلَىٰ مَوْضِعِهَا ذَاتَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَارْكَعُوا سَجْدًا تَلْوَا الرُّكُوعَ لَهَا وَتَلْوَا السُّجُودَ لَهَا وَالْأَسْفَلَ سَاقِطًا بِهَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (44) وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْحِلْمِ وَالْكَفِّ وَالْإِصْبَاحِ وَالْجَنَابِ وَالْحُلَّةِ وَالْجَبَابِ وَالْجَبَابِ وَالْجَبَابِ (45) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (46)

আর তোমরা ভুলে যাচ্ছ

তোমরা নির্দেশ দিচ্ছ কি মানুষদের সং কাজের

এবং তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে

أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْحِلْمِ وَالْكَفِّ وَالْإِصْبَاحِ وَالْجَنَابِ وَالْحُلَّةِ وَالْجَبَابِ وَالْجَبَابِ وَالْجَبَابِ (45) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (46)

ধৈর্যের
মাধ্যমে

এবং তোমরা
সাহায্য চাও

তবে কি তোমরা বুঝ না?

অথচ তোমরা তিলাওয়াত করো
কিতাব

তোমাদের
নিজেদেরকে

وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ (45) وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ (46)

যারা ধারণা করে

তবে, বিনীতদের উপর (কঠিন নয়)

এবং নিশ্চয় তা অবশ্যই বড় (কঠিন)

ও সালাতের (মাধ্যমে)

أَنَّهُمْ مُّلقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مُّلقُوا رَبِّهِمْ (46)

তঁরাই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী

এবং তারা নিশ্চয়

তারা নিশ্চয় সাক্ষাতকারী তাদের রবের সাথে

Brief Explanation

- নামায আমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করতে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- জামাতে নামাজ আমাদের অনেক ভাবে সহায়তা করে, যেমন নিয়মানুবর্তী হতে, অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে, সমমনা লোকদের সাথে দেখা করতে, অন্যের কাছ থেকে অনুস্মারক গ্রহণ করতে ইত্যাদি।

Hadith

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরযের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায়, তবে মহান প্রভু বলবেনঃ লক্ষ্য কর, আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ঘাটতি আছে তা পূরণ করে দাও। এতদনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলের অবস্থা। - (তিরমিজীঃ ৪১৩)

- এক অন্য একটি হাদীসে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন: মুমিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা। (মুসলিমঃ ৮২)
- যাকাত পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসাকে কমিয়ে দেয়, কেননা এর কারণেই মানুষ আল্লাহর বিধি লঙ্ঘন করে। বনী ইসরাঈল যাকাত দেয়ার পরিবর্তে সুদ গ্রহণ করত।
- وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ: জামাতে নামায আদায় কর, ধনী-গরীব, শ্রমিক বা অফিসার সবার সাথে একত্রে, একই সারিতে। ইহা অহংকার দূর করে এবং আচরণে নম্রতা সৃষ্টি করে।
- بِ: আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নেক আমল করা, যেমন- আল্লাহর ইবাদত করা, পিতামাতার সেবা করা, নীতি-নৈতিকতার সাথে চলা, আদর্শবান হওয়া, মানবতার সেবা করা ইত্যাদি।
- মানুষকে সং কাজের আদেশ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া আমরা যা বলি বা প্রচার করি তদনুযায়ী আমল করা আরেকটি কর্তব্য। দুটিই সম্পাদন করা দরকার।

- আপনি যা বলেন বা প্রচার করেন তদনুযায়ী আমল করুন। তবে একইসঙ্গে, এটা বলা যাবে না যে আমি যেহেতু আমল করতে পারছি না, তাই আমি তা অন্যের কাছে প্রচার করবো না।
- আপনি যদি আমল বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন তাহলে صَبْرٌ এবং صِلَاةٌ এর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করুন। কেননা, নামায আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে।
- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে সবার করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সবারের তাওফীক দান করবেন। মানুষকে যা কিছু দান করা হয়েছে, তন্মধ্যে সবারের চাইতে বড় ও উত্তম আর কিছু নেই। (বুখারী: ১৪৬৯)
- নামাযের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে মনের মধ্যে খুশ-খুজু তৈরি করুন। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভের কথা ভেবে।

Lessons, a sample Du'aa & a sample Plan

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ,

এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- সালাত প্রতিষ্ঠা করুন, যাকাত দিন, এবং বিনয়ী হন।
- আপনি যা প্রচার করেন তা অনুশীলন করুন।
- ধৈর্য ও সালাতের মধ্য দিয়ে সাহায্য কামনা করুন।
- মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে মনের মধ্যে খুশুর বিকাশ ঘটে, খুশু-খুজু তৈরি করুন, আর এভাবে নামায পড়া সহজ হয়ে যাবে।

দু'আঃ হে আল্লাহ! আমি যা প্রচার করি তা অনুশীলন করতে আমাকে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনাঃ আমি কবরস্থানগুলি (পুরুষদের) পরিদর্শন করব ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করব এবং কখনও কখনও নিজেকে সমাধিতে সমাধিস্থ করার কথা কল্পনা করব।

Nouns and Verbs

অনুশীলনে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আয়াতগুলিতে কেবল ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করুন এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করুন। আবার এই আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালাশ করে ৩ অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করুন এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করুন।

ক্রিয়া: (৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি প্রথমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; তারপরে ৩-বর্ণের দুর্বল ক্রিয়াগুলি, এবং এরপরে মাযিদ ফিহ ক্রিয়াগুলি)								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
মাথা নত করা	رُكِعَ	-	رَاكِعٌ	ارْكَعْ	يَرْكَعُ	رَكَعَ	ر ك ع ف	১৩
নির্দেশ দেয়া	أَمَرَ	مَأْمُورٌ	أَمْرٌ	أَمُرْ	يَأْمُرُ	أَمَرَ	أ م ر ن	১৯৯
বুদ্ধি	عَقِلَ	مَعْقُولٌ	عَاقِلٌ	اعْقِلْ	يَعْقِلُ	عَقِلَ	ع ق ل ض	৪৯
বিনয়ী হওয়া	خُشِعَ	-	خَاشِعٌ	اخْشَعْ	يَخْشَعُ	خَشِعَ	خ ش ع ف	১৭
প্রত্যাবর্তন করা	رُجِعَ	-	رَاجِعٌ	ارْجِعْ	يَرْجِعُ	رَجِعَ	ر ج ع ض	৮৬
ভুলে যাওয়া	نَسِيَانٌ	مَنْسِيٌّ	نَاسٍ	انْسِ	يَنْسِي	نَسِيَ	ن س ي ض	৩৬
তীলাওয়াত করা	تَلَاوَةٌ	مَتْلُوٌّ	تَالٍ	اتْلُ	يَتْلُو	تَلَا	ت ل و د	৬২
বিশ্বাস করা	ظَنَّ	مَظْنُونٌ	ظَانٌ	ظَنْ	يَظُنُّ	ظَنَّ	ظ ن ن ظ	৬৯

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
আত্মা	أَنْفُسٌ	نَفْسٌ
বই	كُتُبٌ	كِتَابٌ
বড়	كَبِيرَةٌ	كَبِيرَةٌ
ছোট	صَغِيرَةٌ	صَغِيرَةٌ

يَبْنِيْ اِسْرَءِیْلَ

হে বানি ইসরাঈল!

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَّ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتِيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ (47)

বিশ্ববাসীর উপর।	এবং আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি	যা আমি নেয়ামত দিয়েছি তোমাদের উপর	তোমরা স্মরণ করো আমার নেয়ামতকে
وَلَا يُقْبَلُ	شَيْئًا	لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ	وَاتَّقُوا يَوْمًا
এবং গ্রহণ করা হবে না	কিছুই (মাত্রাও)	(যখন) কাজে আসবে না কোনো ব্যক্তি (অন্যকোনো) ব্যক্তির জন্য	এবং তোমরা ভয় করো সে দিনকে
مِنْهَا	شَفَاعَةٌ	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا	عَذْلٌ
এবং তাদের সাহায্য করা হবে না	কোনো বিনিময়	আর নেওয়া হবে না তার থেকে	কোনো সুপারিশ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (47)			তার থেকে

Brief Explanation

- তোমাদের প্রতি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপণ করা উচিত। তিনি তোমাদের পূর্বেও নবী-রসূল ও কিতাব প্রেরণ করেছিলেন এবং এখন আল-কুরআন নাযিল করেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা.)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।
- فَضَّلْتُكُمْ: তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, অর্থাৎ তোমাদেরকে হেদায়েতের ধারক-বাহক বানিয়েছেন, সমাজের অধিপতি বানিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তোমাদের কে শাসক বানিয়েছেন।
- আমাদের জন্য বার্তা: আল্লাহ তা'য়ালার এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদিয়া)-কেও অগণিত নিয়ামত দান করেছেন: আমাদেরকে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত বানিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআন দিয়েছেন। কম বেশি ১০০০ বছর পর্যন্ত সারা বিশ্বে নেতৃত্ব ও রাজত্ব করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমরা পিছিয়ে পড়েছি, এবং সবচেয়ে পিছনে, এর কারণ হলো আমরা এই পবিত্র গ্রন্থ এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়েছি।
- শেষ দিবস (আখিরাত)-কে ভয় করুন। শেষ দিবস সম্পর্কে বানি ইসরাঈলের ভুল ধারণা ছিল, যে তারা কোনো শর্ট কাট রাস্তা পেয়ে যাবে, এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। এই জন্য আল্লাহ তা'য়ালার এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে সেদিন:

- ১। কেউ অন্যের উপকারে আসবে না
- ২। কারো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না
- ৩। কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না (সেদিন কারও কাছে কিছুই থাকবে না; প্রত্যেকেই সেদিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে) এবং
- ৪। তাদেরকে কোনভাবেই সাহায্য করা হবে না।

Hadith

রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশ গোত্রের সাধারণ-বিশেষ সকলকে ডেকে একত্র করে বললেনঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তোমাদের উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা আমার নাই। হে আবদে মানাফ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার করার ক্ষমতা আমার নাই। হে কুসাই বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার করার ক্ষমতা আমার নাই। হে আব্দুল মুত্তালিব বংশের ব্যক্তিরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা কর। আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নাই। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! নিজেকে আগুন হতে রক্ষা কর। কেননা তোমার কোন উপকার

বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য তোমার সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমি এই সম্পর্কের অধিকার সজীব রাখার চেষ্টা করব। (তিরমিজিঃ ৩১৮৫)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াত থেকে অনেক শিক্ষা, দু'আ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল:

- আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন।
- আখিরাতকে ভয় কর, যেদিন কেউ অন্যের উপকার করতে পারবে না, কোনো শাফা'আত কবুল করা হবে না, কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং অন্যায়কারীদের সাহায্য করা হবে না।

দু'আঃ হে আল্লাহ! আমাকে শেষ দিন তথা কিয়ামতকে স্মরণ রাখতে সাহায্য করুন এবং আখিরাতের কল্যাণের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে সহায়তা করুন।

পরিকল্পনাঃ আমি একটি সময়সূচি প্রস্তুত করব এবং আখিরাতে সাফল্য অর্জনের জন্য আমার দিন ও সপ্তাহগুলিকে কাজে লাগাবো।

Nouns and Verbs

অনুশীলনে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আয়াতগুলিতে কেবল ৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করুন এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করুন। আবার এই আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালাশ করে ৩ অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াগুলি খুঁজে বের করুন এবং এর ৬টি মূলরূপ অনুশীলন করুন।

ক্রিয়া: (৩-বর্ণের অটুট ক্রিয়াগুলি প্রথমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; তারপরে ৩-বর্ণের দুর্বল ক্রিয়াগুলি, এবং এরপরে মাযিদ ফিহ ক্রিয়াগুলি)							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	Rep.
মনে রাখা	ذَكَرَ	يَذْكُرُ	أَذْكُرُ	ذَكَرَ	يَذْكُرُ	أَذْكُرُ	১৬৪
গ্রহণ করা	قَبِلَ	يَقْبَلُ	أَقْبَلُ	قَبِلَ	يَقْبَلُ	أَقْبَلُ	১০
সাহায্য করা	نَصَرَ	يُنْصِرُ	أَنْصِرُ	نَصَرَ	يُنْصِرُ	أَنْصِرُ	৯৪
প্রতিদান দেয়া	جَزَى	يَجْزِي	أَجْزِي	جَزَى	يَجْزِي	أَجْزِي	১১৬
ধরা	أَخَذَ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	أَخَذَ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	১৪২
পুরস্কার দেয়া	أَنْعَمَ	يُنْعِمُ	أَنْعِمُ	أَنْعَمَ	يُنْعِمُ	أَنْعِمُ	১৭
অগ্রাধিকা র দেয়া	فَضَّلَ	يُفَضِّلُ	أَفْضِلُ	فَضَّلَ	يُفَضِّلُ	أَفْضِلُ	১৯

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
দিন	أَيَّام	يَوْم

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ	مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ	يَسُوْمُوْنَكُمْ	سُوْءَ الْعَذَابِ
এবং (স্মরণ করো) যখন তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম	ফিরাউনের সম্প্রদায় হতে	তোমাদের তারা যন্ত্রণা দিত	নিকৃষ্ট যন্ত্রণা
يُذَبِّحُوْنَ اِبْنَاءَكُمْ	وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ	وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ	
তারা জবাই করত তোমাদের ছেলে সন্তানদের	এবং জীবিত রাখতো তোমাদের কন্যা সন্তানদের	এবং এর মধ্যে (ছিল) পরীক্ষা	
مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (49)	وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ	الْبَحْرَ	فَاَنْجَيْنٰكُمْ
কঠিন ।	এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা বিভক্ত করেছিলাম তোমাদের জন্য	সাগরকে	এরপর আমরা উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের কে
তোমাদের রবের পক্ষ হতে			এবং আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম সম্প্রদায় কে
فِرْعَوْنَ	وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (50)		
ফেরাউনের	এমতাবস্থায় তোমরা দেখছিলে ।		

Brief Explanation

- পূর্বের আয়াতে, আল্লাহ তা'য়ালা বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি সেই অনুগ্রহের কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর আনুগত্য করে।
- وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ: আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করেছিলেন।
- يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ: জাতি হিসাবে বনী ইসরাঈল সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ছিল। ফিরাউন থেকে উদ্ধার হওয়া ছিল এক বিশাল অলৌকিক ঘটনা। বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোনো জাতি সম্মিলিত ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এতো বড় সাহায্য কখনো দেখেনি।
- يَسْتَحْيُوْنَ: মেয়েদের জীবিত ছেড়ে দিতো, এই শব্দটি একজনকে হত্যা করা এবং অপরজনকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- যখন আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের বেঁচে থাকতে দেন এবং অবাধ্যতা সত্ত্বেও আমাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করেন, তখন আমাদের আনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং তাঁর কৃপার জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে (আমাদের অবাধ্যতার জন্য) শাস্তি দেননি বরং তাঁর দিকে ফিরে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।
- بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ: 'বাল্লা' মানে 'পরীক্ষা'। এখানে তাদের পরীক্ষা কষ্ট এবং দুর্দশা আকৃতিতে ছিল, যে ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায় তাদেরকে মানুষিক এবং শারীরিক অত্যাচার করতো।
- আল্লাহ বলেন যে, কষ্ট ও দুর্ভোগ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। সুতরাং যেকোনো দুর্দশা ও কষ্টের সময় নিপীড়ককে অভিশাপ দেয়ার পূর্বে প্রথমে আল্লাহর দিকে রুজু হতে হবে।
- وَ اِذْ فَرَقْنَا: আল্লাহ সমুদ্রকে বিভক্ত করে দুইদিকে পানির প্রাচীর এবং মাঝখানে শুকনো রাস্তা তৈরি করলেন। মুসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফিরাউন তার সেনাবাহিনী সহ তাদের অনুসরণ করল। বনী ইসরাঈল যখন ওপর দিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তখন আল্লাহ ফিরাউন এবং তার সেনাবাহিনীকে ডুবিয়ে দিলেন।
- وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ: তাদের চোখের সামনে আল্লাহ তাদের ডুবিয়ে দিলেন, যা নিপীড়িত বনী ইসরাঈলের জন্য ছিলো সান্ত্বনা ও প্রশান্তি এবং শত্রুর জন্য ছিলো অপমানজনক।
- যখন কোনো বান্দা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে থাকে তখন আল্লাহর সাহায্যও খুব কাছে থাকে। এটি এই জিনিসের আলামত যে,

আল্লাহ প্রত্যেকের খবর রাখেন যে, কে জুলুম করছে এবং কার উপর জুলুম হচ্ছে।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা

যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- আল্লাহ বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন। যাতে তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি হয়।
- বনী ইসরাঈল ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে ছিল।
- আল্লাহ এক বড় অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তাদের উদ্ধার করেন এবং ফিরাউন ও তাঁর বাহিনীকে তাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে মারেন।

দু'আ : হে আল্লাহ! যেকোনো ধরনের পরীক্ষা এবং মসিবত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, আমীন।

পরিকল্পনা: আমি সবসময় আমার এবং আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করব এবং অসৎ লোকদেরকে অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
পার্থক্য করা	فَرَّقَ	مَفْرُوقٌ	فَارَقَ	أَفْرُقْ	يَفْرُقُ	فَرَّقَ	ف ر ق	৭
তাকানো, +দখা	نَظَرَ	مَنْظُورٌ	نَاطِرٌ	انْظُرْ	يَنْظُرُ	نَظَرَ	ن ظ ر	৯৫
কষ্ট দেয়া	سَوَّمَ	مَسْئُومٌ	سَائِمٌ	سُمْ	يَسُومُ	سَامَ	س و م	৪
জবাই করা	تَذَبَّحَ	مُذَبَّحٌ	مُذَبِّحٌ	ذَبِّحْ	يُذَبِّحُ	ذَبَّحَ	ذ ب ح	৩
ডুবানো	اغْرَقَ	مُغْرَقٌ	مُغْرِقٌ	اغْرُقْ	يُغْرِقُ	اغْرَقَ	غ ر ق	২১

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
পুত্র, ছেলে	أَبْنَاءٌ	إِبْنٌ
মহিলা	نِسَاءٌ	إِمْرَأَةٌ
সমুদ্র	بِحَارٌ	بَحْرٌ

وَإِذْ وَاعِدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

চল্লিশ রাত		এবং যখন নির্ধারিত করেছিলাম মুসার জন্য	
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী (ছিলে)	
مِّنْ بَعْدِهِ		তার পরে (হতে)	
এরপর তোমরা গ্রহণ করেছিলে গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)			
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ		وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)	
অতঃপর আমরা ক্ষমা করেছিলাম তোমাদের প্রতি		এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী	

Brief Explanation

- যখন হযরত মুসা (আ.) বিশেষ ইবাদাতের জন্যে ৪০ রাতের জন্য তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, তখন বনী ইসরাঈল তাদের সহগামী জাদুকর দ্বারা প্রতারিত হয় এবং তারা একটি বাছুরের পূজা শুরু করে। তারা আল্লাহর সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ও অনুগ্রহ এবং মুসা (আ.) এর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাদের বড় অপরাধ তথা শিরক করা সত্ত্বেও তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

Hadith

- হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে, নবী (সা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাকো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেয়া, সাধ্বী বিশ্বাসী সরলমনা নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া। (বুখারিঃ ৬৮৫৭)
- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ: পাপ করা সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বিভিন্ন নিয়ামত দান করেন, তখন আমাদের দ্রুত তাওবা করা উচিত, তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত, এবং তার আনুগত্যে লেগে যাওয়া উচিত।
- وَإِذْ آتَيْنَا: কিতাব (কুরআন) দেয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে এটি শুধু তিলাওয়াত করা হবে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ এ থেকে হিদায়াত এবং দিকনির্দেশনা নিবে। আর এই জন্য আমাদেরকে কুরআনে কারীম পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে।
- وَالْفُرْقَانِ: আল্লাহর কিতাব আমাদের হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মানদণ্ড সরবরাহ করে। হিদায়াত ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য করা বা মানুষের সাথে চলাফেরা ও লেনদেন করা সম্ভব নয়। এই জন্য এই গ্রন্থের প্রতিটি লাইন জানা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, আমরা জানি না যে কখন এবং কোন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান এবং পথনির্দেশের প্রয়োজন হবে।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা

যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- আল্লাহ তায়ালায় ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে হযরত মুসা (আঃ) ৪০ রাতের জন্য গিয়েছিলেন।
- হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈল বাছুরের উপাসনা শুরু করে দিয়েছিলেন।
- তাদের গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।
- আল্লাহ তাদের তাওরাত দিয়েছেন যাতে তারা হিদায়াতের উপর থাকে।

দু'আ: হে আল্লাহ! সব ধরনের শীরক থেকে বেঁচে থাকতে আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

পরিকল্পনা: আমি কুরআনের অর্থ, ব্যাকরণ, তাফসীর এবং নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নাত, হাদীস এবং সীরাতে (যা কুরআনের উপর আমল করার উত্তম নমুনা) অধ্যয়ন করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া- বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূলবর্ণ	Rep.
নিপীড়ন করা	ظَلَمَ	مَظْلُوم	ظَالِم	اِظْلَمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	ظ ل م	২৬
শুকরিয়া আদায় করা	شَكَرَ	مَشْكُور	شَاكِر	اَشْكُرْ	يَشْكُرُ	شَكَرَ	ش ك ر	৬৩
ক্ষমা করা	عَفَا	مَعْفُو	عَافٍ	أَعْفُ	يَعْفُو	عَفَا	ع ف و	৩০
সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা	وَاعَدَ	مُوعَدَ	مُوعِد	وَاعِدْ	يُوعِدُ	وَاعَدَ	و ع د	8

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
রাত	لَيَالِي	لَيْلَةٌ
বই	كُتُب	كِتَاب

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

এবং (স্মরণ করো) যখন মুসা
বলেছিল তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে

يَقُومُ	إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ	بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ	فَتُوبُوا
হে আমার জাতি	তোমরা নিশ্চয় (তোমরা) অত্যাচার করেছ তোমাদের নিজেদের (উপর)	গো বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করার মাধ্যমে	সুতরাং তোমরা ফিরে এস
إِلَىٰ بَارِئِكُمْ	فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ	ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ	عِنْدَ
তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে	এরপর তোমরা প্রাণ সংহার করো তোমাদের (অপরাধী) লোকদেরকে	এটাই উত্তম তোমাদের জন্যে	কাছে
بَارِئِكُمْ	فَتَابَ عَلَيْكُمْ	إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ	الرَّحِيمُ (৫৪)
তোমাদের স্রষ্টার	তিনি তখন ক্ষমা করলেন তোমাদেরকে	তিনি নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল	পরম দয়ালু

Brief Explanation

- يَقُومُ: হযরত মুসা (আঃ) এর ধৈর্য্য এবং শিষ্টতা দেখুন। শিরকের মত বড় অপরাধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে “হে আমার সম্প্রদায়!” বলে সম্বোধন করেছেন। এখানে দ্বায়ী ও মুবাঞ্জিগদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে যে, সাধারণ মানুষের সাথে তাদের আচরণটা কেমন হয় উচিত।
- إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ: আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টির সেরা (আশরাফুল মাখলুকাত) বানিয়েছেন, অথচ তোমরা জানোয়ারের উপাসনা করছো, যার কোনো ক্ষমতা নেই। এমনকি জানুয়ারের মূর্তির পূজা করছো। কার্যত এটি ছিল মারাত্মক জুলুম যা তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধেই করেছো।
- فَتُوبُوا: হযরত মুসা (আঃ) শিরক সম্পাদনকারী অপরাধীদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন তারা আল্লাহর কাছে অনুতাপ করে এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।
- إِلَىٰ بَارِئِكُمْ: আল্লাহ হলেন, ‘আল-বারী’, অর্থাৎ যিনি সব কিছু অনসিদ্ধ থেকে অসিদ্ধ হয়ে নিয়ে আসেন এবং সেগুলোকে নিজ হিকমত, পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী তৈরী করেন।
- অনুশোচনা হিসাবে, যারা সুস্পষ্ট অলৌকিকত্ব, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং মুসা ও হারুন (আঃ)-এর পরামর্শ সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ করেছিল তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছিল।
- بَارِئِكُمْ...بَارِئِكُمْ: একই শব্দ দুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের বোঝা উচিত ছিল যে, একটি বাছুর আল্লাহর ছোট একটি সৃষ্টি মাত্র। আর আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, আল-বারী। তাহলে তারা কীভাবে নিছক একটি বাছুরের উপাসনা করতে পারে?
- فَتَابَ عَلَيْكُمْ: আল্লাহ শিরকের অপরাধ কখনো ক্ষমা করেন না এবং শিরকের শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর এখানে আল্লাহ বলেছেন যে শাস্তি কার্যকর করার পরে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, আল্লাহর আরোপিত সাজার উপর আমল করার কারণে।
- إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: যখনই আমরা আল্লাহর এ জাতীয় গুণাবলী শুনি, তখনই আমাদের তাঁর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ: হে আল্লাহ! আপনি বনী ইসরাঈলকে শিরকের মতো বড় ও মারাত্মক অপরাধ করার পরেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, দয়া করে আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিন।

Hadith

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন- রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা‘য়ালা বলেছেনঃ হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে (আথেরাতে) সাক্ষাত কর, তাহলে আমি পৃথিবীসম ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করব। (তিরমিযী:-৩৫৪০)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে তোমরা তাওবা কর, আর তার পদ্ধতি ছিল, যারা শিরক করেছে তাদের হত্যা কর।
- শিরকের মত মারাত্মক অপরাধের পরও আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছিলেন।
- আল্লাহ বার বার তওবা কবুল করেন এবং তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ও অসীম দয়ালু।

দু'আঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرَكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমার অজানা অবস্থায় কোনো শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আল-আদাব আল-মুফরাদ: ৭১৬)

পরিকল্পনাঃ ইনশাআল্লাহ! আমি প্রতিদিন ইস্তিগফার এবং তাওবা করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	Rep.
জুলুম করা	ظَلَمَ	مَظْلُومٌ	ظَالِمٌ	اِظْلَمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	২৬৬
হত্যা করা	قَتَلَ	مَقْتُولٌ	قَاتِلٌ	اُقْتُلْ	يَقْتُلُ	قَتَلَ	৯৩
বলা	قَالَ	مَقُولٌ	قَائِلٌ	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	১৭১৫
তাওবা করা	تَابَ	تَوْبَةٌ	تَائِبٌ	تُبْ	يَتُوبُ	تَابَ	৭২

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
জাতি	أَقْوَامٌ	قَوْمٌ
আত্মা, নিজ	أَنْفُسٌ	نَفْسٌ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ

ফলে তোমাদেরকে ধরেছিল	প্রকাশ্যে	যতক্ষণ না আমরা দেখবো আল্লাহ্‌র ক	আমরা কখনও আনবো না তোমার উপর ঈমান	এবং (স্মরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে হে মুসা!
----------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (৫৫) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ

তোমাদের মৃত্যুর পরে (থেকে)	এরপর তোমাদের আমরা আবার জীবিত করলাম	এ অবস্থায় যে তোমরা দেখছিলে	বজ্রপাত
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (৫৬) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰ

এবং আমরা পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে	এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম	যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো
------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

যা তোমাদেরকে আমরা জীবিকা দিয়েছি	(বলেছিলাম) তোমরা খাও পবিত্র (খাদ্য) হতে	মান্না ও সালওয়া
----------------------------------	-----------------------------------------	------------------

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (৫৭)

বরং তারা তাদের নিজেদের (উপর) অবিচার করছিল।	এবং আমাদের (উপর) তারা অবিচার করেনি
--------------------------------------------	------------------------------------

Brief Explanation

- نَرَى اللَّهَ: বনী ইসরাঈলরা দাবি, আমরা আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করব না।
- جَهْرَةً: খুল্লাম খুল্লা, প্রকাশ্যে, অর্থাৎ স্বপ্নে নয়, আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখতে চাই।
- فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ: আল্লাহ তাদেরকে বজ্রপাতের শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তারা সবাই মারা গিয়েছিল।
- وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ: তোমরা একে অপরকে তোমাদের সামনে মরতে দেখেছিলে। এটি ছিল একটি কঠোর শাস্তি।
- ثُمَّ بَعَثْنَاكُم: অতঃপর আল্লাহ মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ...: তাদের বারবার পাপাচরণ সত্ত্বেও, আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন নি। তিনি তাদেরকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে মেঘ দ্বারা ছায়া দান করেছিলেন এবং তাদের জন্য মান্না ও সালওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।
- كُلُوا: যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদেরকে দান করেছি সেগুলো থেকে তোমরা ভক্ষণ কর।
- وَمَا ظَلَمُونَا...: বনী ইসরাঈলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন, বিশাল অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী অবলোকন করেও বিদ্রোহ ও অনাস্থা পোষণ করেছিল। এসব করে কার্যত তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করেছিল।
- وَمَا ظَلَمُونَا...: এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে (তোমরা বলে) সম্বোধন করে কথা বলেছিলেন। এখন তিনি কথার ধরণ পরিবর্তন করে: তারা..., বলে সম্বোধন করছেন। (ভাষার) এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, অবাধ্যতা ও অপরাধের কারণে আল্লাহ তাদের সাথে এখন আর কথাও বলতে চান না, যেন তিনি আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দূর করে দিচ্ছেন।

Hadith

হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) সরাসরি আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ এবং জ্বীন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোনো কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বীন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মতো হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোনো কিছুই কমাতে পারবে না। (মুসলিম: ২৫৭৭)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা

যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- এতো বিস্ময়কর ঘটনাবলী দেখার পরেও (তারা আস্থা রাখতে পারছিলো না এবং) আল্লাহকে দেখার দাবি জানিয়েছিল, ফলে আল্লাহ তাদের শাসিড় দিয়েছিলেন।
- তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে বজ্রপাতে মৃত্যু দিয়েছিলেন অতঃপর অনুগ্রহ করে পুনরায় জীবিত করেছিলেন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।
- আল্লাহ তাদের জন্য মরুভূমিতে অলৌকিক ভাবে ছায়া এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।
- আল্লাহর পক্ষ থেকে এতো অনুগ্রহ পাওয়ার পরও বনী ইসরাঈলরা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।

দু'আ: হে আল্লাহ! আপনার অগণিত নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে আমাকে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: ইনশাআল্লাহ! যখনই আমি আল্লাহর নিয়ামাত প্রাপ্ত হই, আলহামদুলিল্লাহ বলব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
দেখা, তাকানো	نَظَرَ	مَنْظُور	نَاطِر	اَنْظُرْ	يَنْظُرُ	نَظَرَ	ن ظ ر	৯৫
পাঠানো	بَعَثَ	مَبْعُوث	بَاعِث	اِبْعَثْ	يَبْعَثُ	بَعَثَ	ب ع ث	৬৫
শুকরিয়া আদায় করা	شَكَرَ	مَشْكُور	شَاكِر	اَشْكُرْ	يَشْكُرُ	شَكَرَ	ش ك ر	৬৩
রিযিক দেয়া	رَزَقَ	مَرْزُوق	رَازِق	ارْزُقْ	يَرْزُقُ	رَزَقَ	ر ز ق	১২২
জুলুম করা, অন্যায় করা	ظَلَمَ	مَظْلُوم	ظَالِم	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	ظ ل م	২৬৬
বলা	قَالَ	مَقُول	قَائِل	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل	১৭১
দেখা	رَأَى	مَرِيٍّ	رَاءٍ	رَ	يَرَى	رَأَى	ر ع ي	২৭৩
গ্রহণ করা, ধরা	أَخَذَ	مَأْخُوذ	اِخَذَ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	أ خ ذ	১৪২
বিশ্বাস করা, ঈমান আনা	أَمَنَ	مُؤْمِن	مُؤْمِن	أَمِنْ	يُؤْمِنُ	أَمَنَ	أ م ن	৮১৮
ছায়াবৃত করা	ظَلَّلَ	مُظَلَّل	مُظِلِّل	ظِلِّلْ	يُظِلِّلُ	ظَلَّلَ	ظ ل ل	২
অবতীর্ণ করা, নাযিল করা,	أَنْزَلَ	مُنْزَل	مُنْزِل	أَنْزِلْ	يُنْزِلُ	أَنْزَلَ	ن ز ل	১৯০

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
বজ্র ও অশনি	صَوَاعِقُ	صَاعِقَةٌ
ভাল জিনিস	طَيِّبَات	طَيِّبَةٌ

وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

যেভাবে তোমরা চাও	অতঃপর তোমরা খাও তা হতে	তোমরা প্রবেশ করো এই নগরীতে	এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা বলেছিলাম
------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------------

رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَفُؤُلُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ

ক্ষমা করবো আমরা তোমাদের প্রতি	এবং তোমরা বলো ক্ষমার কথা	সিজদা অবনত হয়ে	এবং তোমরা প্রবেশ করো (নগর) দরজায়	সানন্দে
-------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------

خَطِيئَتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

কথা	কিছু পরিবর্তন করলো যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল	সৎকর্মশীলদেরকে	এবং অচিরেই (আনুগ্রহ) বাড়িয়ে দিব	তোমাদের ত্রুটিগুলোকে
-----	------------------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------------

غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا

শাস্তি	(তাদের) উপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল	আমরা তাই অবতীর্ণ করলাম	অন্য কিছু (তা হতে) যা বলা হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে
--------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59)

এ কারণে যা তারা ছিল তারা সত্য ত্যাগ করে।

আকাশ থেকে

Brief Explanation

- পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা বিনা মেহানতে পেয়ে গেছি, এর মধ্যে একটি হলো শহর ও গ্রামে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করা। আল্লাহ তায়ালা শহর ও গ্রামে আমাদের জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সমাজে আমরা একে ওপরের বিভিন্ন পেশা ও কর্ম দ্বারা উপকৃত হই, যেমন: শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার লোক। এভাবে আমাদের সকল প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ হয়।
- বড় বড় শহরগুলির দিকে তাকান এবং চিন্তা করুন যে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা এই লক্ষ কোটি মানুষ প্রত্যেকেরই খাবার ও পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন। এই বিষয়েও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং তাঁর প্রতি অবনমিত হয়ে মানবতার সেবা করা উচিত।
- আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের পছন্দের খাবার ও পানীয় উপভোগ করার জন্য একটি শহরে প্রবেশ করতে বলেছিলেন তবে দুটি শর্তের ভিত্তিতে:
 - اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا: বিনীতভাবে প্রবেশ করা; আল্লাহকে সিজদা করা অবস্থায়।
 - وَفُؤُلُوا حِطَّةً: এর অর্থ কম করা, কিছু নামিয়ে দেওয়া; অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের উপর থেকে গুনাহের বোঝা নামিয়ে দিন, আমাদের থেকে গুনাহকে দূরে সরিয়ে দিন; আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি দিন।

Hadith

- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীগণই উত্তম।" (ইবনে মাজাহ: ৪২৫১)
- وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ: আল্লাহ তাদের পুরস্কার বৃদ্ধি করে দেন, যারা ইবাদাত-বন্দেগীতে, নিজ দায়িত্বে, বা অন্য লোকের সাথে চলাফেরা ও আচার-আচরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে। তিনি তাদের অতিরিক্ত নিয়ামাতও দান করেন।
- ভাবুন যাতে আপনার পরবর্তী আমল পূর্বের আমল থেকে ভালো ও সুন্দর হয়; হোক সেটি ইবাদাত, তিলাওয়াত, লেখা-পড়া, পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে সেরা হওয়ার চেষ্টা করুন।
- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا: তারা শুধু শব্দই পরিবর্তন করেনি, বরং তাদেরকে যেভাবে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল তারও উল্লঙ্ঘন করেছে।

- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا: আল্লাহ তায়ালাও কথোপকথনের ধরণ পরিবর্তন করেছেন, তাদেরকে 'তোমাদের' থেকে 'তাদের' বলে সম্বোধন করেছেন, এবং তাদের কে الَّذِينَ ظَلَمُوا বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
- رَجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ: (কঠোর শাস্তি) আল্লাহ তায়ালা এই জালেমদেরকে আগেই এই পৃথিবীতেই শাস্তি দিয়েছিলেন।
- আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দেওয়ার নিজস্ব ধরণ করেছে। তিনি এই পৃথিবীতেও জালেমদের বিভিন্ন ভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন, যেমনঃ স্ট্রেস, মনস্তাপ, টেনশন, বিভিন্ন রোগ-ব্যাদি, দাম্পত্য জীবনে কলহ-বিবাদ, চাকরী ও ব্যবসায়িক ক্ষতি ইত্যাদির মাধ্যমে।
- আল্লাহর বিধি-বিধান ও দীন-ইসলাম নিয়ে বিদ্রূপকারী এবং এই বিষয়ে অবহেলাকারীদের পরিনাম নিশ্চিত ধ্বংস।
- এখানে আরেকটি শিক্ষা হলো, আকিদা ও ইবাদত সম্পর্কিত যে কোনো কাজ আমাদের কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী করতে হবে এবং এর পরিপন্থী কোনো কিছু করা উচিত হবে না। সবচে ভালো হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পথ অনুযায়ী চলা অন্যথায় আমরা বিদ'আতের ফাঁদে পড়ে যেতে পারি।
- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"। "যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা গ্রহণযোগ্য হবে না" (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে)। (মুসলিম: ৪০)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- পুরস্কার স্বরূপ বনী ইসরাঈলকে শহরে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল তবে দুটি শর্তের সাথে।
- তারা উভয় শর্ত লঙ্ঘন করেছিল, যেকারণে তারা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

দু'আ: যে আল্লাহ! আমার কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে আপনার আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন।

পরিকল্পনা: আমি মুহসিন (সৎকর্মশীল) হওয়ার চেষ্টা করব, অর্থাৎ ইবাদত এবং লেনদেন উত্তমরূপে করার চেষ্টা করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন						
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض
প্রবেশ করা	دَخَلَ	يَدْخُلُ	أَدْخَلَ	دَاخَلَ	مَدْخُولٌ	دُخُولٌ
ক্ষমা করা	عَفَرَ	يَعْفِرُ	إِعْفَرُ	غَافِرٌ	مَغْفُورٌ	مَغْفِرَةٌ
অবিচার করা	ظَلَمَ	يَظْلِمُ	إِظْلِمُ	ظَالِمٌ	مَظْلُومٌ	ظَلْمٌ
অমান্য করা	فَسَقَ	يَفْسُقُ	أَفْسُقُ	فَاسِقٌ	-	فِسْقٌ
আহার করা	أَكَلَ	يَأْكُلُ	كُلْ	أَكِلْ	مَأْكُولٌ	أَكْلٌ
ইচ্ছা করা	شَاءَ	يَشَاءُ	شَأْ	شَاءٌ	مَشِئَةٌ	مَشِئَةٌ
বর্ধিত করা	زَادَ	يَزِيدُ	زِدْ	زَائِدٌ	مَزِيدٌ	زِيَادَةٌ
থাকা	كَانَ	يَكُونُ	كُنْ	كَانِ	-	كَوْنٌ
উপকার করা	أَحْسَنَ	يُحْسِنُ	أَحْسِنْ	مُحْسِنٌ	مُحْسَنٌ	إِحْسَانٌ
পরিবর্তন	بَدَّلَ	يُبَدِّلُ	بَدِّلْ	مُبَدِّلٌ	مُبَدَّلٌ	تَبْدِيلٌ

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
শহর	قُرَى	قَرْيَةٌ
গেট	أَبْوَاب	بَاب
সেজদা করা	سَجَّدَ	سَاجِدٌ
গুনাহ	خَطَايَا	خَطِيئَةٌ

করা		
প্রেরণ	نَزَلَ	১৯০
করা	أُنْزِلَ	أُنْزِلَ
	مُنْزِلَ	
	مُنْزِلَ	
	إِنْزَالِ	

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

তাঁর জাতির জন্য	এবং (স্মরণ করো) যখন পানি চাইল মুসা
-----------------	------------------------------------

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

বারটি	ফলে ফেটে বের হল তা থেকে	আঘাত করো তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে	তখন আমরা বলেছিলাম
-------	-------------------------	---------------------------------	-------------------

عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ

আল্লাহর (দেয়া) জীবিকা থেকে	(বলা হল) তোমরা খাও ও তোমরা পান করো	তাদের পানি পানের স্থান	নিশ্চয় চিনে নিল প্রত্যেক (গোত্রের) মানুষ	ঝর্ণা
-----------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------	-------

مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে	এবং না তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো পৃথিবীর মধ্যে
--------------------------	------------------------------------------------

Brief Explanation

- وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ: হযরত মুসা (আ.)-এর মনের সহজাত প্রবৃত্তি ও কোমলতা দেখুন, বনী ইসরাঈলরা যখন নির্জল মরুভূমিতে বিচরণ করছিল যেখানে পানির নাম ও নিশান ছিল না, তখন মুসা (আ.) জাতির প্রয়োজন অনুভব করেন এবং পানির জন্য আল্লাহর প্রার্থনা করেছিলেন।
- فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ: এটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা যা হযরত মুসা (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল। এমন মরুভূমি যেখানে দূর দূরাল্গ পর্যন্ত কোনো পানির নাম-নিশান ছিল না সেখানে হটাৎ করে পানির ফোয়ারা ফুটতে শুরু করল, এমনকি পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগলো! যেহেতু বনী ইসরাঈলরা ১২টি গোত্রের ছিল তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ১২টি ঝর্ণা দান করেছিলেন।
- قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ: যখন প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত অংশ থাকে এবং তারা তাদের অংশ সম্পর্কে জানতে পারে, তখন স্বাভাবিকই বিরোধ কম হয়। সঠিক ইলম এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যক্রম সঠিক ভাবে সম্পাদন হয়ে থাকে। আসুন আমরা এই নিয়তে কুরআন শিখি এবং শেখায় যাতে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ ও কলহ করা যায়।
- كُلُوا وَاشْرَبُوا: ইসলাম জীবন উপভোগ করতে কখনোই নিষেধ করে না, তবে শর্ত হলো সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না এবং বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণ হওয়া যাবে না।

Hadith

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ এমন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খেয়ে এর (খাবারের) জন্য তাঁর প্রশংসা করে অথবা পান করে এর (পানীয় বস্তুর) জন্য তাঁর প্রশংসা করে।” (মুসলিম ২৭৩৪)

- আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) মাটিতে আঘাত করার পর একটি পাথর থেকে যমযমের পানি বেরিয়ে আসে। এই অলৌকিক ঘটনাটি আজও বিদ্যমান এবং যোগাযোগ ধরে কোটি কোটি মানুষ এই পানি পান করে আসছে!
- আল্লাহ আমাদেরকে পানি, খাদ্য ও সকল প্রকার রিযিক দান করেছেন। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে-গঞ্জে আবাদ করেছেন। আসুন আল্লাহ তায়ালা এই সকল নিয়ামতের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।
- যদি মু'জেযা (Miracles) প্রসঙ্গ আসে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী আল কুরআনের মতো একটি অলৌকিক গ্রন্থ রয়েছে।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- পানির জন্য হযরত মুসা (আ.)-এর প্রার্থনা প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর উম্মত নিয়ে কতটা চিন্তিত ছিলেন।
- আল্লাহ অলৌকিকভাবে তাদেরকে পানি দান করেছিলেন।
- (আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে) খাও-দাও ও পানাহার কর, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না।

দু'আ: হে আল্লাহ! আপনার নিদর্শন এবং অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখতে ও বুঝতে আমাদের সহায়তা করুন, যাতে আমাদের যাতে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়।

পরিকল্পনা: আমি আমার দায়িত্ব পালন করার জন্য সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করবো এবং মানুষের সেবা করবো ইনশাআল্লাহ।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
এারা, আঘা ত করা	ضَرَبَ ب	مَضْرُوبٌ ب	ضَارٍ ب	اِضْرِبْ بُ	يَضْرِبُ بُ	ضَرَبَ بُ	ض ر ب ض	৫৮
জানা, জ্ঞাত হওয়া	عَلِمَ ع	مَعْلُومٌ م	عَالِمٌ ع	اَعْلَمْ ع	يَعْلَمُ ع	عَلِمَ ع	ع ل م س	১০ ০
পান করা	شَرِبَ ش	مَشْرُوبٌ ش	شَارِبٌ ش	اشْرَبْ ش	يَشْرَبُ ش	شَرِبَ ش	ش ر ب س	২৪
রিযিক দেয়া	رَزَقَ ر	مَرْزُوقٌ ر	رَازِقٌ ر	ارْزُقْ ر	يَرْزُقُ ر	رَزَقَ ر	ر ز ق ن	১২২
খাওয়া	أَكَلَ أ	مَأْكُولٌ أ	أَكِلٌ أ	كُلْ أ	يَأْكُلُ أ	أَكَلَ أ	أ ك ل ن	১০১
গালি দেওয়া	عَثِيَ ع	-	عَاثٍ ع	اعْثِ ع	يَعْثِي ع	عَثِيَ ع	ع ث و ر ض -	৫
ফাসাদ সৃষ্টি করা, দুর্নীতি ছড়ানো	أَفْسَدَ أ	مُفْسَدٌ أ	مُفْسِدٌ أ	أَفْسِدْ أ	يُفْسِدُ أ	أَفْسَدَ أ	ف س د أ	৩৬

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
বার্ণ	عُيُونٌ	عَيْنٌ
ঘাট	مَشَارِبٌ	مَشْرَبٌ

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ

এবং (স্মরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে হে মুসা!

لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا

তা হতে যা	(যেন) বের করেন তিনি আমাদের জন্য	তাই দু'আ করো, আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে	একই (ধরণের) খানার উপর	কখনও না আমরা ধৈর্য ধরতে পারব
-----------	---------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------

تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا

ও তাঁর মণ্ডুর ডাল	ও তাঁর গম (বা রসুন)	ও তাঁর শশা কাঁকুড়	অর্থাৎ, তাঁর শাকসবজি	উৎপাদন করে মাটি
-------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----------------

وَبَصَلِهَا الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ أَتَسْتَبْدِلُونَ قَالَ

সেটার পরিবর্তে যা	তাই যা নগণ্য জিনিষ	তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাও	তিনি বললেন	ও তাঁর পিঁয়াজ (ইত্যাদি)
-------------------	--------------------	----------------------------	------------	--------------------------

خَيْرٌ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴿٦٠﴾

অতঃপর নিশ্চয় তোমাদের জন্য (পাবে) যা তোমরা চেয়েছ ।	(তাহলে) তোমরা নামো (কোনো) শহরে	উত্তম
-----------------------------------------------------	--------------------------------	-------

Brief Explanation

- لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ: আল্লাহ তায়ালা মরুভূমিতে বনী ইসরাঈলের জন্য মাল্লা ও সালওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেখানে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈলকে মরুভূমিতে রাখার অন্যতম একটি কারণ ছিল যাতে তারা সেখানে অবস্থান করে মিশরে (ফেরাউনের) দাসত্বের সময় গ্রহণ করা ভ্রাস্‌ড আকিদা ও খারাপ অভ্যাস থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারে। তারা আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে যেত কিন্তু তারা অধৈর্যের কারণে ছোট বিষয় এমনকি তারা খাবারের স্বাদও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না।
- হযরত মুসা (আ.) এর প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তাদের কথার ধরণ দেখুন: “আমরা কখনই ধৈর্য ধারণ করবো না!”
- أَتَسْتَبْدِلُونَ: আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছিলেন তা নিশ্চিত উৎকৃষ্ট ছিল ঐ জিনিস থেকে যা তারা চাচ্ছিল, তাদের এটা বুঝা উচিত ছিল, বিশেষত যখন তারা হযরত মুসা (আ.) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছিল।

Hadith

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুখী দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা তাকে তুষ্ট করেছে। (মুসলিম: ১০৫৪)
- اِهْبِطُوا مِصْرًا: তোমরা যদি কেবল খাওয়া-দানা ও পান করার জন্য বেঁচে থাকতে চাও তবে কোনো শহরে চলে যাও, তোমরা সেখানে যা চাও তা পাবে।
 - এই জীবনে যদি আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চাই বা আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে পালন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কিছু জিনিস বিসর্জন দিতে হবে। ফজরের নামাজ পড়তে হলে আমাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে, রোজা রাখতে হলে আমাদের খাদ্য ও বিশ্রাম ত্যাগ করতে হবে, ওমরাহ ও হজ করতে হলে আমাদের অর্থ ও আরাম ত্যাগ করতে হবে, কুরআন শিখতে হলে আমাদেরকে সময়ের কুরবানি দিতে হবে, সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের অহংকার ত্যাগ করতে হবে, হালাল উপার্জন করতে হলে আমাদের (অসৎ পন্থা) অন্যান্য জিনিস ত্যাগ করতে হবে। উচ্চতর লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের ধৈর্য ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

- আল্লাহ আমাদের বিভিন্ন ধরনের খাবার দান করেছেন: যেমন ফলমূল, শাকসব্জি, শস্য, বাদাম এবং মাংস ইত্যাদি, আসুন আমরা এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেরা ব্যক্তি হয়ে তাঁর সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি, এবং সে জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারি।

Hadith

হযরত আবু ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং সুখ এলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।” (মুসলিম : ২৯৯৯)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- বনী ইসরাঈল মান্না ও সালওয়ার প্রতি সমৃদ্ধি থাকার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে আগ্রহী ছিল।
- তারা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি এই বলে অসম্মান প্রদর্শন করেছিল যে, 'আমরা কখনোই ধৈর্য ধারণ করবো না।'

দু'আ: হে আল্লাহ! আমাকে আরাম বিসর্জন দিয়ে দ্বীনের কাজের করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

পরিকল্পনা: যখনই আমি ধৈর্য্যাহারা হবো তখনই আল্লাহর ইচ্ছা এবং ছাওয়াবকে সামনে রাখার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ!

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ
ধৈর্য ধারণ করা	صَبَرَ	-	صَابِرٍ	اصْبِرْ	يَصْبِرُ	صَبَرَ	ص ب ر ض
খাওয়া	طَعِمَ	مَطْعُومٌ	طَاعِمٌ	اطْعَمْ	يَطْعَمُ	طَعِمَ	ط ع م س
নীচে অবতরণ করা	هَبَطَ	مَهْبُوطٌ	هَابِطٌ	اهْبِطْ	يَهْبِطُ	هَبَطَ	ه ب ط ض
ডাকা	دَعَا	مَدْعُوٌّ	دَاعٍ	ادْعُ	يَدْعُو	دَعَا	د ع و د
জিজ্ঞাসা করা	سَأَلَ	مَسْئُولٌ	سَائِلٌ	سَلْ	يَسْأَلُ	سَأَلَ	س أ ل ف
বের করা	أَخْرَجَ	مُخْرَجٌ	مُخْرَجٌ	اُخْرِجْ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	أ خ ر ج أ س
উৎপাদন করা, বৃদ্ধি পান্ডা	أَنْبَتَ	مُنْبَتٌ	مُنْبَتٌ	انْبِثْ	يُنْبِثُ	أَنْبَتَ	أ ن ب ت أ س
প্রতিস্থাপন করা, অদলবদল করা	اسْتَبَدَلَ	مُسْتَبَدَلٌ	مُسْتَبَدَلٌ	اسْتَبْدِلْ	يَسْتَبْدِلُ	اسْتَبَدَلَ	ا س ت ب د ل أ س

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
খাদ্য	طَعَامٌ	أُطْعِمَ
	م	ة

Qur'an Lesson

শান্তি প্রদান
(আল-বাকারাহ: ৬১)

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

এবং আপত্তি হলো তাদের উপর

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

وَبَاءُؤُوبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

এটা এ কারণে যে নিশ্চয় তারা

এবং তারা আল্লাহর পক্ষ হতে ক্রোধভাজন হয়ে গেল

অপমান ও অনটন

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ

بِآيَاتِ اللَّهِ

كَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ

এবং তারা হত্যা করত নবীদেরকে

আল্লাহর আয়াত গুলির প্রতি

তারা অস্বীকার করতো

وَكَأَنَّهُمْ يَعْتَدُونَ (61)

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا

بِغَيْرِ الْحَقِّ

এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল

এটা এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করেছিল

ন্যায় ভাবে ব্যতীত

Brief Explanation

- وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ: বনী ইসরাঈল হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে অসদাচরণ করেছে, এবং তারা শুধু আল্লাহর আদেশের উলঙ্ঘনই করেনি বরং অবমূল্যায়ন ও হেয় প্রতিপন্ন করেছে, আর যে কারণে আল্লাহ তাদের লাঞ্চিত করেন এবং তাদের উপর দরিদ্রতা ও মুখাপেক্ষীতা চাপিয়ে দেন।
- এ দ্বারা বোঝা যায় যে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বিধানকে তুচ্ছ ত্যাগ করে আল্লাহ তাদের লাঞ্চিত করেন।
- লাঞ্ছনা ও অসম্মান: অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিতে নিচু ও মর্যাদাহীন হওয়া।
- মুসিবত ও অশান্তি: অর্থ সম্পত্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে সর্বদা অস্থির ও উদ্বিগ্ন থাকা।
- غَضَبُ এর প্রথম পর্যায় হল: سَخَطُ (অসন্তোষ)।

Hadith

নবী (সা.) আমাদেরকে আল্লাহর سَخَطُ (অসন্তোষ) থেকে বাঁচতে এই দুআ শিখিয়েছেন :

اللَّهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ،

وَاعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا اُخْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اَتْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ. (মুসলিম: 486)

“হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি আপনার ক্রোধের পরিবর্তে, আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি আপনার শাস্তির পরিবর্তে। আমি আপনার প্রশংসা ও তারিফ গুণে শেষ করতে পারবো না, যেমন আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন”। (মুসলিম : ৪৮৬)

- আরেকটি সর্বদা পঠিতব্য দুআঃ

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ

“হে আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত চাই এবং আমি আপনার অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

- আল্লাহ তাদের শাস্তি দিয়েছেন কারণ তারা ছিল:

- আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকারকারী।
- নবীদের হত্যাকারী। তারা এমনকি মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কোনো কথাও তারা শুনতে চায়নি।

- উপরের ঐ দুটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল কারণ তারা:

- আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য ছিল।
- আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করতো, অর্থাৎ তারা প্রকৃত বান্দা হওয়ার সকল সীমা অতিক্রম করেছিল।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- বনী ইসরাঈলের খারাপ ও অসৎ লোকদের অপমানজনক শাস্তি দেয়া হয়েছিল।
- এটি ছিল তাদের ক্রমাগত খারাপ আচরণের কারণে যেমন: আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যারোপ করা এবং নবীদের হত্যা করা।
- এ সবকিছু আল্লাহর অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘনের পরই শুরু হয়েছিল।

দু'আঃ হে আল্লাহ! যারা ইসলামের খেদমত করে আমাদেরকে তাঁদেরকে সম্মান করতে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনাঃ আমি কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে সে সব শাস্তিধর কথা স্মরণ করার চেষ্টা করব যেই শাস্তি আল্লাহ অবাধ্য লোকদের দিয়েছেন।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
মারা, প্রহার করা	ضَرَبَ	مَضْرُوبٌ	ضَارِبٌ	اِضْرِبْ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	ض ر ب	৫৮
রাগ করা	غَضَبَ	مَغْضُوبٌ	غَاضِبٌ	اِغْضَبْ	يَغْضَبُ	غَضَبَ	غ ض ب	২৩
অস্বীকার করা	كَفَرَ	مَكْفُورٌ	كَافِرٌ	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ	ك ف ر	৪৬
হত্যা করা	قَتَلَ	مَقْتُولٌ	قَاتِلٌ	اُقْتُلْ	يَقْتُلُ	قَتَلَ	ق ت ل	৯৩
লাঞ্ছিত করা	ذَلَّ	-	ذَلِيلٌ	اِذْلَلْ	يَذِلُّ	ذَلَّ	ذ ল	১১
ঘুরতে থাকা	بَوَّأَ	-	بَاءٌ	بُؤْ	يَبْوُؤُ	بَوَّأَ	ب و آ	৬
অবাধ্য হওয়া, নাফরমানি করা	عَصَى	عَصِيَانٌ	عَا	اِعْصِ	يَعْصِي	عَصَى	ع ص ي	৩২

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
নিদর্শন	آيَات	آيَةٌ
নবী	رُسُلٌ، نَبِيِّينَ، أَنْبِيَاءُ	رَسُولٌ، نَبِيٌّ، أَنْبِيَاءُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ

এবং খ্রিস্টান ও সাবী	কিংবা যারা ইহুদী হয়েছে	নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ	وَعَمِلَ صَالِحًا	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ফলে তাদের জন্য (থাকবে) তাদের পুরস্কার	এবং সৎ কাজ করবে	ও আখিরাতের দিনের (উপর)
		مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
		যে (কেউ) ঈমান আনবে আল্লাহর উপর

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (৬২)

আর না তারা দুঃখিত হবে	এবং না (থাকবে) ভয় তাদের জন্য	তাদের রবের কাছে
-----------------------	-------------------------------	-----------------

Brief Explanation

- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালার তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান। (মুসলিম ২৫৬৪)
- إِنَّ الَّذِينَ: আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে সমস্ত জাতি ও মানুষ বরাবর। তাঁর আইন সকলের জন্য সমান ও প্রযোজ্য।
- وَمَنْ ... آمَنَ: যে ব্যক্তি দুটি শর্ত পূরণ করবে, অর্থাৎ ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে সে কৃতকার্য হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈমান এবং সৎকর্ম সেগুলোই যা কুরআন ও হাদীস বর্ণনা করেছে।
- কিছু লোক অসৎ উদ্দেশ্যে 'সাবিঈন' (الصَّبِيَّانَ) শব্দের পরে (و) 'এবং' যুক্ত করে এই আয়াতটির অনুবাদ করে থাকে। এক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে: নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে, এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাব্বিঈন, 'এবং' (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি। অর্থাৎ, সমস্ত ধর্ম সমান। অথচ আয়াতটিতে 'এবং' নেই। সুতরাং, বার্তাটি হল তারা হোক মুসলমান, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, সাব্বিঈন, সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা সঠিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করবে।
- فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ: এই পৃথিবীতে চলার জন্য আল্লাহ আমাদের সবকিছু দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার জন্য আমাদের ইবাদাত ও আনুগত্য আমাদেরকে দেওয়া তাঁর ছোট একটি (চোখ বা কানের মতো) নিয়ামাতেরও বরাবর হতে পারবে না। তারপরও তিনি এমন দয়ালু ও করুণাময় যে তিনি আমাদের প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।
- একটু ভাবুন যখন আল্লাহ প্রতিদান দিবেন কত বড় ও দুর্দাস্ত প্রতিদান দিবেন; বিশেষ করে এই দুনিয়ার বিপরীতে, যার মূল্য আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি মশার পাখার সমানও নয়।
 - لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ: ভবিষ্যতে তাদের উপর যে কোনও ভয়-ভীতি আসতে পারে এমন আশঙ্কা নাকচ করে দিয়েছেন।
 - وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ: অতীতের কারণে কোনো দুঃখ ও কষ্ট আসতে পারে তা অগ্রাহ্য করে দিয়েছে।
- لَا يَخْأَفُونَ: এর মধ্যে পার্থক্য হতে পারে মুমিনরা নিজেদের শক্তিত অনুভব করবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার আশ্বস্ত করছেন যে তাদের উপর কোনো ভয় থাকবে না, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তারা নিরাপদ থাকবে এবং কোনো দিক থেকে তাদের কোনো প্রকার ভয়-ভীতি থাকবে না।
- وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ: এবং: لَا يَحْزَنُونَ এর মধ্যে পার্থক্য:
 - لَا يَحْزَنُونَ: এর উদ্দেশ্য হলো, হতে পারে বা তারা মনে করতে পারে যে (তাদের সাথে সাথে) অন্যরাও চিন্তিত হবে না।

- وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ: এর উদ্দেশ্য হলো, শুধু তারা (মুমিনরা) চিন্তিত হবে না; তবে অন্যরা (কাফেররা) চিন্তিত

থাকবে।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- সাফল্যের জন্য দুটি শর্ত আবশ্যিকীয়ঃ কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা সংজ্ঞায়িত সঠিক আকীদা গ্রহণ করা এবং সৎকর্ম করা।
- আল্লাহ সৎকর্মীশীলদের পরিপূর্ণ নিয়ামাত ও চিরস্থায়ী সুখ দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

দু'আ: হে আল্লাহ! সঠিক আকিদার উপর অটল থাকতে এবং সৎ কাজ করতে আমাকে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: আমি কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
করা, আমল করা	عَمَلَ	مَعْمُولٌ	عَامِلٌ	اعْمَلْ	يَعْمَلُ	عَمِلَ	ع م ل س	৩১৮
ন্যায়পরায়ণ হওয়া, নীতিনিষ্ঠ হওয়া	صَلَحَ	-	صَالِحٌ	اصْلَحْ	يَصْلَحُ	صَلَحَ	ص ل ح ف	১৩১
বিষাদ/দুশ্চিন্তা	حَزَنَ	مَحْزُونٌ	حَازِنٌ	احْزَنْ	يَحْزَنُ	حَزَنَ	ح ز ن س	৩৯
ইহুদী হওয়া	هَوَّدَ	-	هَائِدٌ	هْدُ	يَهْوُدُ	هَوَّدَ	ه و د ق	১০
পুরস্কার	أَجَرَ	مَأْجُورٌ	أَجِرْ	أَوْجِرْ	يَأْجُرُ	أَجَرَ	أ ج ر ن	৯৪
ভয় করা	خَافَ	مَخْوْفٌ	خَائِفٌ	خَفْ	يَخَافُ	خَافَ	خ و ف ح	১১২

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
পুরস্কার	أَجُورٌ	أَجْرٌ

وَإِذْ أَخَذْنَا

এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা
গ্রহণ করেছিলাম

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

(বলেছিলাম) তোমাদেরকে আমরা যা
দিয়েছি তা গ্রহণ করো

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ

আমরা উঠিয়েছিলাম তোমাদের উপর তুর
পাহাড়কে

مِيثَاقَكُمْ

তোমাদের প্রতিশ্রুতি

وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ

এর পর থেকে

আবার তোমরা ফিরে গিয়েছিলে

যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন
করতে পার

এবং তোমরা স্মরণ রাখো তা
যা তার মধ্যে (আছে)

فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64)

তোমরা অবশ্যই হতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের

ও তাঁর দয়া

তাই যদি না হতো আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের উপর

Brief Explanation

- وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ: কল্পনা করুন, একটি বিশাল বড় পাহাড় বনী ইসরাঈলের উপরে তুলে ধরা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, যদি তোমরা না মান তাহলে এই পাহাড়টি তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে পিষে মারা হবে। তখন অবশ্যই বনী ইসরাঈলরা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ চান যেন আমরা তাঁর আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি।
- যখন আমরা বলি, "আমরা মুসলমান", এর মানে হচ্ছে আমরা আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নিয়েছি। আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে।
- خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ: গ্রন্থটিকে শক্তভাবে ধারণ করো, অর্থাৎ এই বইটির বিষয়বস্তু ভালো করে বুঝো এবং এর উপর আমল করার যথাসাধ্য চেষ্টা কর।

Hadith

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তা আকড়ে ধরবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সুন্নাহ। (মুয়াত্তা মালিক: ১৬২৮)

- আরেকটি হাদিসে নবী করীম (সাঃ) বলেন তবে আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী (সম্মানিত) বস্তু রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি আল্লাহর কিতাব; যাতে হিদায়াত ও আলো নিহিত আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব (মান্য করার) ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন এবং তার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন।" (মুসলিম : ২৪০৮)
- وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ: এতে যা কিছু আছে তা ভালো ভাবে মনে রেখো। আমরা মানবজাতি কোনো নিজস্ব তাড়াতাড়ি ভুলে যাই, এই জন্য আমাদের মনে রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত।
- "وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ" এই আদেশটি যদিও তাওরাত সম্পর্কে ছিল, তবে কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ অবিকল একই রকম। মনে রাখবেন, কুরআন শুধু একবার পড়লেই মনে থাকবে না! এটিকে বারবার পড়তে হবে, যাতে করে এর আয়াত এবং বিষয়বস্তু আমাদের মনে সতেজ থাকে, বিশেষ করে শয়তান যখন আমাদের ধোঁকা দেয় এবং পার্থিব জগতের ভালোবাসা আমাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুতি করার চেষ্টা করে।

- **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**: আমরা যদি আল্লাহর এই কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকি এবং এর বিধি-বিধান মনে রাখি, তাহলে আমাদের অঙ্গুষ্ঠের তাকওয়া সৃষ্টি হবে। এবং এই তাকওয়াই আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের করস্ন পরিণতি থেকে রক্ষা করবে।
- আপনি যখনই কোনো কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সেটি ভালো করে মনে রাখবেন এবং উত্তম উপায় কাজটি সম্পাদন করার চেষ্টা করবেন।
- **ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ**: অতঃপর তারা তাদের স্বাভাবিক অবাধ্য জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল। এবং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল।
- **فُضِّلَ** অর্থ “অতিরিক্ত”। ফজল হয় আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে, কেননা সমস্ত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহর হাতে এবং এর মধ্যে কোনো প্রকার কম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু মানুষ পায় তা প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত দান ও ফজল, এবং এগুলো দান করা আল্লাহর জন্য অত্যাবশ্যক নয়। অর্থাৎ বান্দা তার প্রাপ্য নয় এবং আল্লাহ তাকে তা দিতে বাধ্য নয়।
- **فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ**: আল্লাহর ‘ফজল’ এটি তাঁর মেহেরবানী এবং অনুগ্রহ। আর ‘রহমত’ হলো তাঁর অতি দয়া এবং ভালবাসা। হে বনী ইসরাঈল! এটি তাঁর অতি দয়া ও আনুগ্রহ যে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অসদাচরণের পরেও তিনি তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন।
- **أَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ**: এই দুনিয়া এবং আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো কাফিররা। আল্লাহ যদি বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা না করতেন তবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতো।
- আল্লাহর আনুগ্রহ ও দয়া দেখুন যে, তিনি পাপীদেরকেও ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে বাঁচাতে তাদের সুযোগ দেন যাতে তারা গোনাহ থেকে ফিরে আসে, এবং তাওবা করে।
- আল্লাহর সাহায্য ও দয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ভালো ও নেকীর কোনো কাজ করতে পারে না। এমনকি কেউ যদি কোনো ভাল কাজ করেও তবে সে কেবল তার আমলের ভিত্তিতে জান্নাতে যেতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতই আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দান করস্ন, আমীন!

Lessons, Du'as, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু‘আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- আল্লাহ বনী ইসরাঈলের উপর পাহাড় তুলে ধরেছিলেন যাতে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রজ্ঞাবদ্ধ হয়।
- বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা শক্তভাবে তাওরাতকে ধারণ করে এবং এর বিষয়বস্তু মনে রাখে।
- তাকওয়া অর্জনের রাস্তা হলো ছিল আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার উপর আমল করা ও অবিচল থাকা।
- কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ফজলই আমাদেরকে আমাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

দু‘আ: হে আল্লাহ! কুরআনকে শক্তভাবে ধারণ করতে, এর উপর অবিচল থাকতে এবং এর সমস্ত অধিকার পূরণ করতে আমাকে সাহায্য করস্ন।

পরিকল্পনা: আমি প্রতিদিন কুরআন, হাদীস এবং সীরাত অধ্যয়ন করবো এবং একটি নোট তৈরি করবো।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	Rep.
উঠান, উত্তোলন করা	رَفَعَ	رَفْعٌ	مَرْفُوعٌ	رَافِعٌ	يَرْفَعُ	ارْفَعُ	২৮
স্মরণ করা	ذَكَرَ	ذِكْرٌ	مَذْكُورٌ	ذَاكِرٌ	يَذْكُرُ	اَذْكُرْ	১৬৪
হারানো,	خَسِرَ	خُسْرٌ	مَخْسُورٌ	خَاسِرٌ	يَخْسِرُ	اِخْسِرْ	৫৭

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
দুর্ভাগ্য, ক্ষতিগ্রস্ত	خَاسِرُونَ, خَاسِرِينَ	خَاسِرٌ

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া	أَخَذَ	১৪২
গ্রহণ করা, ধরা	أَخَذَ يَأْخُذُ خُذْ آخِذْ مَأْخُذٌ أَخَذَ	১৩৫৮
থাকা, হওয়া	كَانَ يَكُونُ كُنْ كَانِ كُنْ - كَوْنٌ	

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ	الَّذِينَ	اعْتَدُوا مِنْكُمْ	فِي السَّبْتِ	فَقُلْنَا لَهُمْ
এবং নিশ্চয় তোমরা	তাদেরকে	সীমালঙ্ঘন করেছিল	শনিবারে (বিধান)	আমরা তখন বলেছিলাম
জেনেছো	যারা	তোমাদের মধ্য হতে	সম্পর্কে	তাদের
كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾	فَجَعَلْنَاهَا	نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا	وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾	وَمَا خَلَفَهَا
তোমরা হও ঘৃণিত বানর	এরপর আমরা এটাকে বানিয়েছি	শাস্তি তাদের জন্য যারা	এবং উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য	ও যারা (ছিল) তারপরে
		(ছিল) আগে (মাঝে) তার (হাতের)		

Brief Explanation

- وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ: বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল, তারা যেন শনিবার দিন কোনো দুনিয়াবী কাজ না করে এবং এ দিনটিকে শুধু ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করে। কিন্তু এই নির্দেশনার পর কিছু লোক এর লঙ্ঘন করে। তারা শুক্রবার দিনই পানিতে জাল পেতে রাখত এবং রবিবার দিন মাছ ধরত! আপাতদৃষ্টিতে তারা শনিবার দিন মাছ শিকার করেনি। তবে তারা মূলত এমন কাজ করেছিল যার থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।
- سِئِينَ: তারা আল্লাহর আইনকে বিকৃত করে তাদের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করেছিল, ফলে আল্লাহও তাদের শরীরকে বানরে রূপান্তর করে দিয়েছিলেন।

Hadith

হযরত আবু আমির কিংবা আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে বৈধ মনে করবে। (বুখারী - ৫৫৯০)

- এই হাদীসে নবী করীম (সা:) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে কিছু মুসলমানও আল্লাহর নির্দেশকে বিকৃত করবে। এজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এ জাতীয় লোকদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে।
- এর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে এবং এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ১০ সেকেন্ডের জন্য আপনার চোখ বন্ধ করুন, এবং সেই বানরে রূপান্তর হওয়ার কথা চিন্তা করুন এবং তাদের শাসিড অনুভব করুন। এর দ্বারা আপনার মনের মধ্যে এর শিক্ষা লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।
- نَكَالًا: শাসিড: এমন শাসিড যা মানুষকে গোনাহ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে।
- وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ: উপদেশ এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া কেবল তাদের জন্য উপকারী যারা তাকওয়া অবলম্বন করে মুত্তাকী।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- যারা আল্লাহর বিধান বিকৃত করে, আল্লাহ তাদেরকে শাসিড দেন।
- শাসিড দ্বারা অপরাধীদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয় এবং অন্য লোকেরাও এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে।
- উপদেশ কেবল তাদের জন্য উপকারী যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

দু'আঃ হে আল্লাহ! অপরাধীদের শাসিড দেখে আমাকে শিক্ষা নেয়ার তাওফীক দান করুন, যাতে আমিও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

পরিকল্পনাঃ ইতিহাসে বর্ণিত বিভিন্ন জাতিকে দেয়া কমপক্ষে পাঁচটি শাস্তি একাধিক তালিকা তৈরি করব এবং সেই শাস্তিকে স্মরণ রাখব। (ইতিহাসের সর্বোত্তম গ্রন্থ হলো আল-কুরআন)।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	Rep.
জানা	عَلِمَ	يَعْلَمُ	إِعْلَمُ	عَالِم	مَعْلُوم	عِلْم	৫১৮
করা	جَعَلَ	يَجْعَلُ	اجْعَلْ	جَاعِل	مَجْعُول	جَعْل	৩৪৬
বলা	قَالَ	يَقُولُ	قُلْ	قَائِل	مَقُول	قَوْل	১৭১৫
থাকা, হওয়া	كَانَ	يَكُونُ	كُنْ	كَائِن	-	كَوْن	১৩৫৮
অবজ্ঞা করা	خَسَا	يَخْسَأُ	إِخْسَأْ	خَاسِئ	-	خَسْأ	৪
উপদেশ দেওয়া	وَعَظَ	يَعِظُ	عِظْ	وَاعِظْ	مَوْعُوظ	وَعْظ	১৫

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
তুচ্ছ	خَاسِئُونَ، خَاسِئِينَ	خَاسِئ
শিক্ষা, উপদেশ	مَوَاعِظ	مَوْعِظَةٌ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

এবং (স্মরণ করো) যখন বলেছিল মুসা তার জাতির উদ্দেশ্যে

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا

তুমি আমাদের গ্রহণ করেছ কি বিদ্‌পের (বন্দু) হিসেবে?	তারা বলেছিল	যে, তোমরা জবাই করো একটি গাভীকে	নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন
-------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------------------------

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (৬৭) قَالُوا اذْعُ لَنَا

তারা বলেছিল দোয়া করো আমাদের জন্য	(আমি) মুখদের অন্তর্ভুক্ত হতে	সে বলল, আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ

তা নিশ্চয় একটি গাভী	সে বলল, তিনি নিশ্চয় বলেন	সেটা কেমন	তিনি বর্ণনা করেন আমাদের জন্য	তোমার রবের কাছে (যেন)
-------------------------	------------------------------	--------------	------------------------------	--------------------------

لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (৬৮)

অতএব তোমরা করো যা তোমাদের কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে	মধ্যে বয়স এর মাঝামাঝি	আর না বাচ্চা	না বুড়ো
------------------------------------------------------	------------------------	--------------	----------

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لُونُهَا قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ

সে বলল তিনি নিশ্চয় বলেন	কী হবে তার রং?	তিনি বর্ণনা করেন আমাদের জন্য	তারা বলেছিল আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে দোয়া করো (যেন)
--------------------------	----------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------

إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعُ لُونُهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ (৬৯)

দর্শকদের আনন্দ দেয়	তার রং উজ্জল গাড়া	তা নিশ্চয় হলুদ রঙের গাভী
---------------------	--------------------	---------------------------

Brief Explanation

- এই ঘটনা বর্ণনা করে যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহ এবং তাঁর মহান রসূল হযরত মুসা (আ.) এর সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করতো।
- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ: এই আদেশটি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। এটি মুসা (আঃ) এর পক্ষ থেকে ছিল না, কারণ তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কে নির্দেশ দিচ্ছেন!
- أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا: বনী ইসরাঈলের আচরণ ছিল নিতান্তই অনৈতিক ও অপরাধমূলক। তারা আল্লাহর রসূলের প্রতি সামান্যতম সম্মান প্রদর্শন করেনি! অথচ কেবলই তারা মুসা (আঃ) এর মাধ্যমে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল! তারা মুসা (আঃ) এর মাধ্যমে আশ্চর্য জনক অলৌকিক ঘটনাও দেখেছিল, কিন্তু তারা এসব ভুলে গেছে। তারা এমনকি যে মানুষটির মাধ্যমে তারা রক্ষা পেয়েছিল তাঁর প্রতি একটু সম্মান প্রদর্শন করার মতো সৌজন্যতাও দেখায়নি। আরো মারাত্মক বিষয় হলো, তারা আল্লাহরও পরোয়া করেনি, যিনি তাদের উপর এতো অনুগ্রহ করেছেন!
- মুসা (আ.) এর ধৈর্য দেখুন, তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কখনো বলেননি যে তোমাদের বিবেক বলতে কি কিছু নেই! বরং এর পরিবর্তে, তিনি প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো اَعُوذُ بِاللَّهِ। যখন আমার খারাপ লোকের মুখোমুখি হই তখন আমাদের হযরত মুসা (আঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।
- اذْعُ لَنَا رَبِّكَ: তারা তাদের বেহুদা আচরণ অব্যাহত রেখে আবার প্রশ্ন করলো যে, হে মুসা! 'তোমার রব কে জিজ্ঞাসা কর!' যেন আল্লাহ তাদের রব নয়!
- يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ: এটি ছিল একটি অপয়োজনীয় প্রশ্ন। আল্লাহ তাদেরকে একটি গাভী জবাই করতে বলেছিলেন এবং তারা যে কোনও গাভী জবাই করলেই পারত।

- إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا...: মুসা (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে জেনে তাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহই বলেছেন গাভীটি কেমন হতে হবে উচিত।
- عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ: এখানে দুটি আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যাতে কোনো অস্পষ্টতা এবং সন্দেহ বাকী না থাকে, গাভীটি যেন বেশি বৃদ্ধা বা অল্পবয়স্কা না হয়, বরং মাঝামাঝি বয়সের হয়।
- এখানে আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, কোথাও যদি কোনো সীমা অতিরিক্ত বা ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে সেখানে একধম স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা বলা উচিত।
- فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ: এখানে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, একটি গাভী জবাই করতে, যা ছিল একটি সহজ নির্দেশ।

Hadith

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, “হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।” একটি লোক বলে উঠল, ‘হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?’ তিনি নিশ্চুপ থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।” অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব-স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দিব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।” (মুসলিম : ৩০৯৫)

- ادْعُ لَنَا رَبَّكَ لَوْ هُنا: এবারও তাদের আচরণ পূর্বের মতই ছিল যে, তুমি তোমার রবকে জিজ্ঞাসা করো, যে গাভীর রঙ কেমন হওয়া উচিত।
- إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا...: এবারও মুসা (আঃ) নারাজ হওয়ার পরিবর্তে আবারও আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা একধম স্পষ্ট ও পরিষ্কার জবাব দিলেন।
- صَفْرَاءُ، فَاقْعُ، تَسْرُ: গাভীর রঙ সম্পর্কে তিনটি আলামত বলা হয়েছে।
- হে, আল্লাহ ! আপনি কতই না যত্নশীল, দয়াময় এবং অনুগ্রহকারী! যে, বনী ইসরাঈলের এতো বেহুদা কথার পরও আপনি বিরক্ত হন নি। আমাদের উপরও অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- বনী ইসরাঈল না শুধু হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে বরং আল্লাহর নির্দেশের সাথেও অসম্মানজনক আচরণ করেছে।
- বনী ইসরাঈলের অস্পষ্টতায় এমনকি তাদের মুক্তিদানকারীর জন্যও কোনো সম্মান ও আয়মত ছিল না।
- বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘনের পরও হযরত মুসা (আ.) অত্যন্ত ধৈর্যশীল আচরণ করেছেন।
- বনী ইসরাঈলের প্রশ্ন অজ্ঞতা বা মূর্খতার কারণে ছিল না বরং বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে ছিল। এরপরও আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

দু'আঃ হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দিন আমি যেন জীবনে এমন কোনো কাজ না করি যার দ্বারা আপনি নারাজ হন।

পরিকল্পনা: আমার অগণিত গুনাহ সত্ত্বেও দয়াময় প্রভু আমার উপর সবসময় দয়া ও অনুগ্রহ করেন, এজন্য আমি প্রতিদিন অস্পষ্টতায় অস্পষ্টতায় থেকে তাওবা করবো এবং আল্লাহর যিকর ও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন									বিশেষ্য		
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضى	মূলবর্ণ	Rep.	অর্থ	বহুবচন	একবচন
জবাই করা	ذَبَحَ	مَذْبُوح	ذَابِح	اَذْبَحْ	يَذْبَحُ	ذَبَحَ	ড ব চ	৫	মূর্খ	جَاهِلُونَ، جَاهِلِينَ	جَاهِل
							ফ				
অজ্ঞ হওয়া	جَهَلَّ	مَجْهُول	جَاهٍ	اَجْهَلْ	يَجْهَلُ	جَهَلَ	জ হ ল	৬	তরুণ	أَبْكَار	بَكَر

উজ্জ্বল রঙ হওয়া	فَقَعَ	-	فَاقَعَ	ل	س	৯	لُون	ألوان	রঙ
তাকান/দেখা	نَظَرَ	مَنْظُور	نَاطِر	ر	ن ظ ر	৯ ৫			
উপহাস করা	هَزَأَ	مَهْزُوء	هَازٍ	ه	ه ز أ	১ ১			
আশ্রয় চাওয়া	عَاذَ	مَعُوذ	عَاِذ	ع	ع و ذ	১ ২			
ডাকা	دَعَا	مَدْعُو	دَاعٍ	د	د ع و	১ ৯ ৯			
পরিতৃপ্ত করা	سَرَّرَ	مَسْرُور	سَارٍ	س	س ر ر	৪			
বর্ণনা করা	بَيَّنَّ	مُبَيَّن	بَيِّن	ب	ب ي ن	৪ ১			
					ع ل +				

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا

নিশ্চয় গাভীটি একই রকম আমাদের কাছে	তা কেমন	তিনি বর্ণনা করেন আমাদের জন্য	তারা বলেছিল তুমি দোয়া করো আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে (যেন)
---------------------------------------	---------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------

وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ

নিশ্চয় তা একটি গাভী	(মুসা) বলল, তিনি নিশ্চয় বলেন	অবশ্যই সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হব	এবং নিশ্চয় (আমরা) যদি আল্লাহ্ চান
----------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةَ فِيْهَا

কোনো খুঁত নেই তার মধ্যে	সুস্থ	আর না সেচ করেছে ক্ষেতে	জমি চাষে	না লাগান হয়েছে
-------------------------	-------	------------------------	----------	-----------------

قَالُوا اَللّٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

এবং তারা করতে আগ্রহী ছিল না	তখন তা তারা জবাই করল	এখন তুমি সঠিক তথ্য (বর্ণনা) এনেছ	তারা বলেছিল
-----------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------

Brief Explanation

- اذْعُ لَنَا رَبَّكَ: আবারও অসম্মান, এবং একই কথা যে, তোমার রবকে জিজ্ঞাসা কর! তারা বারবার একটি ধরণের প্রশ্ন করতে সামান্যতম লজ্জাবোধ করেনি, যেন মুসা (আঃ) রাসুল নন তাদের গোলাম।
- يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ: যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশনা এখন পর্যন্ত তাদের কাছে স্পষ্ট নয়!
- اِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا: আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শুধু একটি গাভী জবাই করতে বলেছিলেন, আর তারা এই অহেতুক অজুহাত পেশ করছিল। এমন খোঁড়া অজুহাত উপস্থাপন করতে তারা মোটেই লজ্জাবোধ করেনি, যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল মানুষকে দিকনির্দেশনা দিতে জানেনই না।
- وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ: অবশেষে তারা তাদের অনার্য আচরণ বুঝতে পেরেছিল এবং তাই তারা তৃতীয়বার ‘ইনশাআল্লাহ্’, ইন, এবং ۞ যোগ করেছে।
- لَّا ذَلُوْلٌ...: আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য দেখুন, এখানে তিনি চারটি কথা বর্ণনা করেছেন, গাভীটি (এমন হতে হবে যে) কৃষি ও জল সেচনের কাজে ব্যবহৃত নয়, এবং কাজে ব্যবহৃত হওয়াই ত্রুটিযুক্ত নয়, হতে হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত এবং তার হলদে রঙের মধ্যে কোন প্রকার দাগ থাকা যাবে না। একই সাথে, তিনি তাদের জন্য কাজটি আরও কঠিন করে দিয়েছেন।
- তারা যদি প্রথম আদেশটি শুনতো তাহলে যে কোনও গাভী জবাই করলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু তাদের অযাচিত প্রশ্নের কারণে কাজটি আরো কঠিন হয়ে গেছে। এখন তাদের এমন একটি গাভীর সন্ধান করতে হবে যার মধ্যে (এখানে বর্ণনা অনুযায়ী) রঙ সম্পর্কিত তিনটি শর্ত এবং উপরে উল্লিখিত চারটি গুণও পাওয়া যায়।
- সুতরাং ধ্বিনের বিষয়ে অপয়োজনীয় প্রশ্ন করা উচিত নয়।
- اَللّٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ এবারও তারা অসম্মানজনক আচরণ করেছে; যেন এখন পর্যন্ত হযরত মুসা (আ.) মিথ্যা বলছিলেন বা রসিকতা রসিকতা করছিলেন। তাদের প্রথম মন্ড্রব্য স্মরণ করুন, তারা বলেছিল: اَتَنْتَخِذْنَا هٰزُؤًا (তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ?)।
- وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ...: তারা এই কাজটি করার পক্ষে ছিল না। তাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো না যে তারা এটি করবে।
- এই সূরার নাম হলো আল-বাকারাহ। এই নামকরণের একটি সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, এই সূরাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যে একজন ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা কেমন হওয়া উচিত। অতএব এই সূরাটির নামের সাথেই আমাদের এই ঘটনাটি স্মরণে করতে হবে এবং আমাদেরকে এটিও মনে রাখতে হবে যে, বনী ইসরাঈলের মত খারাপ ও অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না, যেমন: আল্লাহর নির্দেশনার উপর আমল না করা, এর মধ্যে কম-বেশি করা, একে উপেক্ষা করা, অথবা আল্লাহর নির্দেশনা পাওয়ার পর সেখানে অহেতুক প্রশ্ন উত্থাপন

করা এবং ইচ্ছামত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আল্লাহর নির্দেশকে এড়িয়ে চলা।

Hadith

হযরত আবু ছা'লাবাহ আল-খুশু'নি (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা ধর্মীয় ফরজ বিধান রেখেছেন, অতএব সেগুলোকে অবহেলা করবে না। এবং তিনি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতএব সেগুলোকে অতিক্রম করবে না। এবং তিনি কিছু জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন, তাই তা লঙ্ঘন করবে না এবং কিছু বিষয় সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন, তোমার জন্য সমবেদনা, ক্ষমা নয়, তাই সেগুলোর পিছনে ছুটবে না (খোঁজাখুঁজি) করবে না।" (সুনান আল-বায়হাকী : ১৩/১০)।

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- বনী ইসরাঈলরা মুসা (আ.)-এর সাথে বারবার অন্যায় ও আপত্তিকর আচরণ করছিল।
- আল্লাহ তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তবে সাথে আরও আবশ্যিক শর্তও যুক্ত করছিলেন।
- বনী ইসরাঈল তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা গাভী জবাই করেছিল।

দু'আঃ হে আল্লাহ! আমাকে মানুষের সাথে ধৈর্যশীল আচরণ করার তাওফীক দান করুন।

পরিকল্পনাঃ যখন মানুষ আমার সাথে খারাপ আচরণ করে তখন আমি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত মুসা (আ.) এবং অন্যান্য ভালো মানুষের আদর্শ মনে রেখে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবো।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
জবাই করা, পশুবধ করা	ذَبَحَ	مَذْبُوح	ذَابِح	اَذْبَحْ	يَذْبَحُ	ذَبَحَ	ذ ب ح	৫
করা	فَعَلَ	مَفْعُول	فَاعِل	افْعَلْ	يَفْعَلُ	فَعَلَ	ف ع ل	১০৫
বলা	قَالَ	مَقُول	قَائِل	اقُلْ	يَقُولُ	قَالَ	ق و ل	১১১৫
ডাকা, আহ্বান করা	دَعَا	مَدْعُو	دَاعٍ	ادْعُ	يَدْعُو	دَعَا	د ع و	১৯৯
ইচ্ছা করা	شَاءَ	مَشِيء	شَاءٍ	اشَأْ	يَشَاءُ	شَاءَ	ش ي ا	২৩৬
শিখান, প্রশিক্ষণ দেয়া	ذَلَّ	-	ذُلُول	ذَلْ	يَذَلُّ	ذَلَّ	ذ ل ل	১০
জলসেচন করা	سَقَى	مَسْقِي	سَاقٍ	اسْقِ	يَسْقِي	سَقَى	س ق ي	১৭
আসা, আগমন করা	جَاءَ	جِيءَ	جَاءٍ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	ج ي ا	২৭৮
কাছে থাকা কাছে হওয়া	كَانَ	-	-	-	يَكُونُ	كَانَ	ك و ن	২৪
পরীক্ষা করা	بَيَّنَّ	مُبَيَّن	مُبَيِّن	بَيِّنْ	يُبَيِّنُ	بَيَّنَّ	ب ي ن	৪১
দেখতে একরকম হওয়া	تَشَابَهَ	مُتَشَابِه	تَشَابِه	تَشَابَهْ	يَتَشَابَهُ	تَشَابَهَ	ش ب ه	১০
পরিচালিত করা/ হওয়া	اهْتَدَى	مُهْتَدِي	مُهْتَدٍ	اهْتَدِ	يَهْتَدِي	اهْتَدَى	ه د ي	৬১
লাঙ্গল চষা	أَثَارَ	مُثَار	مُثِير	أَثِرْ	يُثِيرُ	أَثَارَ	ث و ر	৫
দোষ থেকে মুক্ত করা	سَلَّمَ	مُسَلَّم	مُسَلِّم	سَلِّمْ	يُسَلِّمُ	سَلَّمَ	س ل م	১২

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
গাভী	بَقَرَات	بَقْرَة
পরিচালিত	مُهْتَدِينَ	مُهْتَدٍ

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأَتْكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

যা তোমার ছিল	এবং আল্লাহ প্রকাশকারী	অতঃপর তোমরা একে অন্যের উপর দোষ ছাপাচ্ছিলে সে ব্যপারে	এবং (স্মরণ করো) যখন তোমরা হত্যা করেছিলে এক ব্যক্তিকে
--------------	-----------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

এভাবে জীবিত করেন আল্লাহ মৃত্যুকে	তাকে তোমরা আঘাত করো তার কিছু অংশ দিয়ে (এবং সে বেঁচে উঠলো)	তখন আমরা বলেছিলাম	তোমরা গোপন করছিলে
----------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)

যাতে তোমরা বুঝতে পার	এবং তোমাদের দেখান তার নিদর্শনগুলো কে
----------------------	--------------------------------------

Brief Explanation

- ...وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا (ঘটনাটি ছিল) বনী ইসরাঈলের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হত্যা হয়েছিল, তারা হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে দাবি জানায় যে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া উচিত, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর তায়ালার নিকট দুআ করেন এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে গাভী জবাই করতে বলা হয়েছিল।
- ...وَاللَّهُ مُخْرِجٌ আল্লাহ খুনিকে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।
- ...اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا এ লক্ষ্যে আল্লাহ তাদেরকে একটি গাভী জবাই করতে বলেন, এবং এর একটি টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির গায়ে আঘাত করতে বলেন। এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য জেগে উঠবে এবং হত্যাকারীকে শনাক্ত করে আবার মৃত্যুবরণ করবে।
- এই ঘটনার মধ্যে যে শিক্ষা রয়েছে তা হলো;
- ...يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে মৃত মানুষকে জীবিত করবেন। এর গভীরতা অনুভব করতে, নিজেকে নিয়ে একটু কল্পনা করুন যে, আপনি সেখানে মৃতদেহের পাশে ৩-৪ ঘন্টা যাবৎ বসে আছেন এবং এরপর মৃতদেহ উঠে বসে এবং কথা বলছে!
- ...وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতা, এই বিশ্বের উপর তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
- আল্লাহ ক্রমাগত এরকম আরো অনেক নিদর্শন আমাদের দেখাচ্ছেন, বরং সারা পৃথিবীই এরকম অসংখ্য নিদর্শনে পরিপূর্ণ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন যেন আমরা এই নিদর্শনগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি।
- ...وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ এই ঘটনার একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল তাদের অলঙ্কার থেকে গাভীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা মুছে ফেলা। তারা দেখেছিল যে আল্লাহর আদেশ মেনে গাভী কুরবানী করার কারণে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং এর দ্বারা তাদের লাভই হয়েছে, যে তারা খুনিকে শনাক্ত করতে পেরেছে।
- কাউকে হত্যা করা মারাত্মক এবং অত্যাশ্চর্য বড় একটি অপরাধ। আর এটি অনুমান করা যায় নবী (সা.)-এর একটি হাদিস দ্বারা, তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্মান ও সম্ভ্রম অন্য মুসলমানের জন্য হারাম এবং সম্মানের যোগ্য (মুসলিম: ১৯৫৯)।

Hadith

নবী করীম (সা.) বলেনঃ 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকি [আল্লাহর অবাধ্যাচরণ] এবং তার সঙ্গে লড়াই বাগড়া করা কুফরি।' (বুখারি : ৬০৪৫)

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি ওপর ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল এবং এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে এর প্রকৃত হত্যাকারী কে?
- যখন মৃত ব্যক্তির গায়ে গাভীর মাংস দিয়ে মারা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা এই মৃত ব্যক্তির মাধ্যমেই প্রকৃত হত্যাকারীকে বের করেছিলেন।
- এভাবে তাদেরকে ৩টি নিদর্শন দেখিয়ে ছিলেন:
 - আল্লাহ কীভাবে মৃতকে জীবিত করবেন;
 - আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি;
 - এবং (এটি বুঝিয়ে ছিলেন যে) সেই গাভীর মধ্যে কোনো ঐশ্বরিক শক্তি নেই।

দু'আ: হে আল্লাহ! বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আপনার অসংখ্য নিদর্শন সমূহ উপলব্ধি করতে আমাকে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: আমার সময়ের কিছু অংশ আমি আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে করে ব্যয় করব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যগুলোর বহুবচন এবং ক্রিয়াগুলোর ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন							
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ
হত্যা করা	قَتَلَ	مَقْتُولٌ	قَاتِلٌ	أَقْتُلْ	يَقْتُلُ	قَتَلَ	ق ت ل ن
গোপন করা	كَتَمَ	مَكْتُومٌ	كَاتِمٌ	اُكْتَمِ	يَكْتُمُ	كَتَمَ	ك ت م ن
প্রহার করা, মারা	ضَرَبَ	مَضْرُوبٌ	ضَارِبٌ	اِضْرِبْ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	ض ر ب ض
বুদ্ধি, উপলব্ধি করা	عَقَلَ	مَعْقُولٌ	عَاقِلٌ	اِعْقَلْ	يَعْقِلُ	عَقَلَ	ع ق ل ض
হওয়া, থাকা	كَانَ	-	كَائِنٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	ك و ن ق ا
বের করা, প্রবাহিত করা	أَخْرَجَ	مُخْرَجٌ	مُخْرِجٌ	اُخْرِجْ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	خ ر ج ا س
জীবন দেয়া	أَحْيَا	مُحْيٍ	مُحْيٍ	أَحْيِ	يُحْيِي	أَحْيَا	ح ي ا س
দেখানো	أَرَى	مُرَى	مُرٍ	أَر	يُرِي	أَرَى	ر أ ي ا س

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
আত্মা, ব্যক্তি	نَفْسٌ	نَفْسٌ
মৃত	مَوْتٌ	مَوْتٌ
চিহ্ন	آيَةٌ	آيَةٌ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

পরে কঠিন হয়ে গেল
তোমাদের অন্তরগুলো

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنِّ مِنَ الْحِجَارَةِ

এবং নিশ্চয় কিছু পাথর (এমনও আছে)	অথবা (তার চেয়েও) অধিকতর কঠিন	অতঃপর তা হয়ে গেল পাথরের মতো	এর পর থেকে
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنِّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ

অতঃপর বের হয় তা হতে	যা অবশ্যই ফেটে যায়	এবং নিশ্চয় তার কিছু (এমনও আছে)	যা অবশ্যই ফেটে বের হয় তা হতে ঝর্ণাধারা
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------------

الْمَاءِ وَإِنِّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

এবং না আল্লাহ্ অনবহিত	যা অবশ্যই ধসে পড়ে আল্লাহর ভয়ের কারণে	এবং নিশ্চয় তার কিছু (এমনও আছে)	পানি
-----------------------	----------------------------------------	------------------------------------	------

عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)

তা হতে যা তোমরা করছো

Brief Explanation

- মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়া এবং খুনী চিহ্নিত হওয়ার মতো আল্লাহর স্পষ্ট নিদর্শন দেখেও বনী ইসরাঈলরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। অথচ এই সমস্ত নিদর্শন দেখে তাদের উচিত ছিল অন্ড্রের আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা, অশুভ আচরণ সংশোধন করা এবং অন্ড্রকে নরম করা।
- তবে যেহেতু তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসেনি, তাই তাদের অন্ড্র শক্ত ও কঠোর হয়ে গেছে। এই বিষয়ে আলোচনা সামনে আসতেছে।
- হৃদয় কঠোর হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা নির্ভীক ছিল। বরং এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে ভয় করতো না, তাঁকে ভালবাসতো না, আর না তাদের মধ্যে কোনো প্রকার নম্রতা ছিল। তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি ছিল।
- এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে, নবী-রসূলদের অসম্মান করে এবং আল্লাহর বিধি-বিধান নিয়ে উপহাস করে, তখন কোনো প্রমাণ ও নিদর্শন তার উপকারে আসে না।
- যখন হৃদয় শক্ত হয়ে যায়, তখন কোনো কিছুই তার কাজে আসে না।

Hadith

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহর কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা, আল্লাহ তা'য়ালার দ্বারা বর্ণনা করেছেন, “কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে” (সূরা মুতাফফিফীন ১৪)। (তিরমিজি: ৩৩৪৩)

- পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া: এই সব অলৌকিক ঘটনা তাদের চোখের সামনে হয়েছে যখন হযরত মুসা (আ.) তার লাঠি দ্বারা পাথরটিকে আঘাত করেছিলেন। আপনার জ্ঞাতার্থে, তেল এবং পানির সকল মজুদ বস্তুত পাথরের মধ্যেই থাকে, যখন খোদাই করা হয় তখন এর ভিতর থেকে পানি বা তেল বের হয়।

- ...يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ: আল্লাহ তায়ালায় সকল সৃষ্টিকূল তাঁকে চেনে ও জানে, তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁকে ভয় করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) এর সামনে বিদ্যমান তুর পাহাড়টিতে তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন তখন পুরা পাহাড়টি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।
- ...وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ: আল্লাহ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের অসুস্থকে নরম করার জন্য আল্লাহকে স্মরণ রাখা উচিত এবং তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে থাকা উচিত।

Hadith

হযরত যাইয়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বর্ণনা বলেন যে, আমি তোমাদেরকে কেবল তাই বলব যা আল্লাহর রসূল (সা.) বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّبِعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান (আত্মার) কোন উপকারে আসে না, ঐ অন্তর হতে মুক্তি চাই যে অন্তর তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ মন হতে আশ্রয় চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দু'আ হতে, যে দু'আ কবুল করা হয় না। (মুসলিম: ২৭২২)

Lessons, Du'as, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ

করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- আল্লাহর একাধিক নিদর্শন দেখার পরেও বনী ইসরাঈলের অসুস্থ শক্ত হয়ে গিয়েছিল।
- আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিকূল তাঁকে জানে ও চেনে, তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, এবং তাঁকে ভয় করে।
- আল্লাহ গাফিল বা অসতর্ক নন। তিনি প্রত্যেককেই দেখছেন এবং সবকিছু সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন।

দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّبِعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান (আত্মার) কোন উপকারে আসে না, ঐ অন্তর হতে মুক্তি চাই যে অন্তর তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ মন হতে আশ্রয় চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দু'আ হতে, যে দু'আ কবুল করা হয় না। (মুসলিম: ২৭২২)

পরিকল্পনা: আমি আমার হৃদয়কে নরম ও নমনীয় করতে মানুষের জানাযায় উপস্থিত হবো, কবরস্থান ও হাসপাতালে যাবো, এবং এতিম ও গরিব মানুষকে সাহায্য করবো।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন					
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل ماضٍ
বের হওয়া	خُرُوج	-	خَارَج	أَخْرَجْ	خَرَجَ
নিচে পড়া	هُبُوط	مَهْبُوط	هَابِط	إِهْبِطْ	هَبِطَ
অনবগত হওয়া	غَفْلَة	مَعْفُول	غَافِل	أَغْفِلْ	غَفِلَ
কাজ করা	عَمَل	مَعْمُول	عَامِل	إِعْمَلْ	عَمِلَ
শক্ত হওয়া	قَسَاوَة	-	قَاسٍ	أُقْسِ	قَسَا
ভয় করা	خَشْيَة	مَخْشِي	خَاشٍ	إِخْشِ	يَخْشِي
বিস্ফোরিত হওয়া	تَفْجُر	-	مُتَفَجِّر	تَفَجَّرْ	تَفَجَّرَ

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
হৃদয়	قُلُوب	قَلْب
পাথর	حَجَرَة، أَحْجَار	حَجَر
কঠিন → কঠিনতর ↑	شَدِيد أَشَدَّ	

وَقَدْ كَانَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ أَفْتَطْمَعُونَ

অথচ নিশ্চয় আছে	যে তারা ঈমান আনবে তোমাদের (দাওয়াতে)	তবে কি তোমরা আশা করো
-----------------	--------------------------------------	----------------------

فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ

এরপর থেকে	পরে তা তারা বিকৃত করে	যারা আল্লাহর বাণী (কালাম) শুনে	একদল তাদের মধ্যে
-----------	-----------------------	--------------------------------	------------------

مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا

তারা বলে	এবং যখন তারা মিলিত হয় (তাদের সাথে) যারা ঈমান এনেছে	অথচ তারা (ভালভাবে) জানেও	যা তা তারা বুঝেছিল
----------	-----------------------------------------------------	--------------------------	--------------------

أَمَّا وَإِذَا خَلَا بِغُضُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا

এসব বিষয় যা	তোমরা কি তাদের কে বলে দাও?	তারা বলে	এবং যখন মিলে গোপনে তাদের কেউ কার সাথে	আমরা ঈমান এনেছি
--------------	----------------------------	----------	---------------------------------------	-----------------

فَتَحَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76)

তবে কি তোমরা বুঝ না ?	তোমাদের রবের কাছে	তোমাদের বিরুদ্ধে যেন প্রমাণ পেশ করতে পারে তা দিয়ে	প্রকাশ করেছেন আল্লাহ তোমাদের কাছে
-----------------------	-------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------

Brief Explanation

- أَفْتَطْمَعُونَ: মুসলমানরা প্রত্যাশা করছিল যে মদীনার বনী ইসরাঈলরা (ইহুদী) হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ তা'য়ালার এখানে বনী ইসরাঈলদের প্রকৃত অবস্থা বলে দিয়েছেন।
- فَرِيقٌ مِنْهُمْ: এখানে ইহুদী ঐ আলেমদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা আল্লাহর কালাম শুনে অতঃপর সেখানে তাদের ইচ্ছা মত পরিবর্তন করতো। এজন্য ইলমের অপব্যবহারকারীর পরিবর্তে একজন সাধারণ মানুষের জন্য সত্যকে মেনে নেওয়া সহজ হয়।

Hadith

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে এমন কিছু লোক ইলম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে ক্রিয়ামাতের দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিজি : ২৬৪৯)

- এমন অভ্যাস থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন, আমীন।
- وَإِذَا لَقُوا: আল্লাহ মদীনার বনী ইসরাঈলদের চালবাজি সম্পর্কে বর্ণনা করছেন, যে তারা যখন মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করতো, তারা বলত 'আমরা ঈমান এনেছি। অথচ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হতো যে, তারাও তো (অন্য ধর্মে) বিশ্বাসী। আর এভাবে তারা মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করতো।
- وَإِذَا خَلَا بِغُضُوبِهِمْ: তাওরাত নবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে অনেক আলামত ও নিদর্শন ছিল। বনী ইসরাঈলের কেউ যদি আলোচনার সময় মুসলমানদের কাছে এই নিদর্শন সম্পর্কে কিছু বলে দিতো, তখন তারা তাকে এই বলে ভর্তসনা করতো যে, তোমরা কেন মুসলমানদের এই নিদর্শনাবলী বলে দিচ্ছ? তোমরা যদি এগুলি বলে বেড়াও তাহলে তারা ক্রিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে, এবং তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।
- এ দ্বারা বুঝা যায় যে দ্বীন বুঝার ক্ষেত্রে তারা কতটা নিম্নমানের ছিল। তারা মনে করেছিল যে, মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মগুলো গোপন করলে হয়তো আল্লাহ জানতে পারবেন না এবং তাদের পাকড়াও করতে পারবেন না!

Lessons, Du'aas, and Plans

এই আয়াতসমূহ হতে অনেক শিক্ষা, দু'আ, এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

- যারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে না, তাদের থেকে ইসলাম কবুল করার আশা রাখা ঠিক নয়।
- তারা ছিল দ্বিমুখী এবং সত্যকে আড়াল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

দু'আঃ হে আল্লাহ! আমাকে কুরআনের প্রতিটি অংশের উপর ঈমান আনতে এবং ইহা অন্যের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করুন।

পরিকল্পনা: কোনো কথার উপর আমল করা এবং তা প্রচার করার আগে আমি তাহা কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করে দেখব।

Nouns and Verbs

বিশেষ্যের বহুবচন, এবং ক্রিয়াগুলির ছয়টি মূল নীচে উল্লেখ করা হল।

ক্রিয়া : নীচে প্রদত্ত ক্রিয়ার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ রূপ TPI দিয়ে অনুশীলন করুন								
অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূলবর্ণ	Rep.
আশা করা	طَمَع	مَطْمُوع	طَامِع	اِطْمَع	يَطْمَعُ	طَمِعَ	ط م ع س	৮
শ্রবণ করা	سَمِعَ	مَسْمُوع	سَامِع	اِسْمَع	يَسْمَعُ	سَمِعَ	س م ع س	১০০
জানা, জ্ঞাত হয়	عَلِمَ	مَعْلُوم	عَالِم	اَعْلَم	يَعْلَمُ	عَلِمَ	ع ل م س	৫১৮
প্রকাশ করা, খোলা	فَتَحَ	مَفْتُوح	فَاتِح	اِفْتَحْ	يَفْتَحُ	فَتَحَ	ف ت ح ف	২৯
সাক্ষাৎ করা	لَقِيَ	مَلْقَى	لَاقٍ	اَلِقْ	يَلْقَى	لَقِيَ	ل ق ي ر ض	১৪
একাকী	خَلُو	-	خَالٍ	اُخْلُ	يَخْلُو	خَلَا	خ ل و د ع	২৬
বিশ্বাস করা	اِيْمَان	مُؤْمِن	مُؤْمِن	اِمْ	يُؤْمِنُ	اَمَنَ	ا م ن ا س د	৮১২
বিকৃত করা	تَحْرِيف	مُحَرَّف	مُحَرَّف	حَرِّفْ	يُحَرِّفُ	حَرَّفَ	ح ر ف ع ل	৪
বলা	تَحْدِيث	مُحَدَّث	مُحَدَّث	حَدِّثْ	يُحَدِّثُ	حَدَّثَ	ح د ث ع ل	৩
তর্ক করা	مُحَاجَّة	مُحَاج	مُحَاج	حَاجِجْ	يُحَاجُّ	حَاجَّ	ح ج ح ح	১২

বিশেষ্য		
অর্থ	বহুবচন	একবচন
পার্টি /পক্ষ	فُرَقَاء	فَرِيق

আরবী ব্যাকরণ এবং আরবী কথোপকথন

আমরা এ পর্যন্ত যে ক্রিয়াগুলি শিখেছি, এগুলোকে ৩-বর্ণের ক্রিয়া বলা হয়। এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেগুলি ব্যক্তি, লিঙ্গ বা বচনের সাথে সম্পর্কিত, যা নিম্নলিখিত উদাহরণে স্পষ্ট হবে:

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ك্রিয়া-বিশেষ্য	فعل مضارع	فعل ماضٍ
افْعَلْ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
افْعَلُوا	يَفْعَلُونَ	فَعَلُوا
لَا تَفْعَلْ لَا تَفْعَلُوا	تَفْعَلُ أَفْعَلْ	فَعَلْتَ فَعَلْتُ
فَاعِلْ مَفْعُولْ فِعْلْ	تَفْعَلُونَ نَفْعَلُ	فَعَلْتُمْ فَعَلْنَا
	تَفْعَلْ	فَعَلْتَ

মাযিদ ফিহ-এর পরিচিতি:

যার ৩-বর্ণের ক্রিয়ার মধ্যে (ماضٍ এর মূল বর্ণে) অতিরিক্ত বর্ণ আসে তাকে مَزِيدُ فِيهِ (মাযিদ ফিহ ক্রিয়া) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ

- عَلَّمَ থেকে عَلَّمَ (এখানে ل কে তাশদীদ যুক্ত করা হয়েছে), এবং
- سَلَّمَ থেকে أَسَلَّمَ (এখানে শুরতে হামযাহ যোগ করা হয়েছে)।

ইংরেজী ভাষাতেও ‘মাযিদ ফিহ’, ক্রিয়া রয়েছে। আসুন আমরা ইংরেজি থেকে একটি উদাহরণ নিই। Write ক্রিয়াটি নিন, আমরা নীচে প্রদর্শিত চিত্র থেকে এই স্টাইলে পুরো টেবিলটি তৈরি করতে পারি।

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم فاعل، اسم مفعول	فعل مضارع	فعل ماضٍ
Write!	He writes	He wrote
Write! (you all)	They write	They wrote
Don't write!	You write	You wrote
Don't write! (you all)	I write	I wrote
Writer	You all write	You all wrote
That which is written	We write	We wrote
To write	She writes	She wrote

এবার আসুন ‘Write’ ক্রিয়াতে Re- যুক্ত করি, Rewrite এরপর আসুন আবার সবগুলি ফর্ম তৈরি করা যাক!

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم فاعل، اسم مفعول	فعل مضارع	فعل ماضٍ
Rewrite!	He rewrites	He rewrote
Rewrite! (you all)	They rewrite	They rewrote
Don't rewrite!	You rewrite	You rewrote
Don't rewrite! (you all)	I rewrite	I rewrote
Rewriter	You all rewrite	You all rewrote
That which is rewritten	We rewrite	We rewrote
To rewrite	She rewrites	She rewrote

ইংরেজিতে ‘মাযিদ ফিহ’ ক্রিয়া তৈরির বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এগুলি একটি পূর্বে-সংযোজন (Prefix)যুক্ত করে তৈরি করা হয়।

- পূর্বে-সংযোজন re: redo; rewrite; reestablish
- পূর্বে-সংযোজন un: undo; unpack; unfold
- পূর্বে-সংযোজন de: declassify; demotivate; degenerate
- পূর্বে-সংযোজন mis: mislead; misalign; miscalculate
- পূর্বে-সংযোজন over: overcook; overtake; overrate
- পূর্বে-সংযোজন under: undercook; undertake; underestimate

আরবিতে অতিরিক্ত বর্ণগুলো কখনও প্রথম মূল অক্ষরের আগে, আবার কখনও প্রথম এবং দ্বিতীয় মূল অক্ষরের মাঝখানে যুক্ত হয়। একবার এগুলি মূল অক্ষরে যুক্ত হয়ে গেলে, এর পর ماضٍ এবং مضارع এর প্রায় সমস্ত রূপেই থেকে যায়, যেমনটি উপরে দেখানো হয়েছে উদাহরণ স্বরূপঃ rewrites, rewrote, rewritten, ইত্যাদি।

- আরবী ভাষায় ১৪টি উদ্ভাবিত ফর্ম (মাযিদ ফিহ) রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি অতি ব্যাপক যা কুরআনে ঘনঘন এসেছে। এ গুলোকে সহজে স্মরণ রাখার জন্য আমরা ২টি বাক্য বানিয়েছি, এগুলোকে ভালোভাবে কণ্ঠস্থ করে নিন:
- تَعْلِيمٌ (শিক্ষা) এবং مُحَاسَبَةٌ (হিসাব) এর, ইসলামে (إِسْلَام) অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে।

تَعْلِيمٌ	↔	عَلَّمَ	অতিরিক্ত তাশদীদ	১৬৬০
مُحَاسَبَةٌ	↔	حَاسَبَ	অতিরিক্ত আলিফ	৫০০
إِسْلَامٌ	↔	أَسْلَمَ	অতিরিক্ত হামযাহ	৪৫০০

- اِخْتِلَافٌ (বিতর্ক) করবেন না اِسْتِغْفَارٌ (তাওবা) করুন।

اِخْتِلَافٌ	↔	اِخْتَلَفَ	ا - ত অতিরিক্ত	১২০০
اِسْتِغْفَارٌ	↔	اِسْتَغْفَرَ	اِس - ত অতিরিক্ত	৪০০

নিম্নলিখিত নোটটি অনুসরণ করুন:

- উপরের সংখ্যাগুলো দেখাচ্ছে যে কুরআনে কারীমে এই প্যাটার্নের শব্দগুলো কতবার এসেছে।
- মনে রাখবেন ماضٍ এর মূল (key) বর্ণগুলিই হলো আসল বর্ণ। আর এখানে যেই বর্ণগুলো অতিরিক্ত আসবে সেগুলোই হলো মাযিদ ফীহ'র বর্ণ।
- উপরের ৩টি ক্রিয়ার মূল (key) এবং ৩টি বিশেষ্যের মূল (key) এর মধ্যে থেকে ইতিমধ্যে আপনি একটি শিখেছেন। যেমনটি উপরের টেবিলে দেয়া হয়েছে। বাকি দুটি করে চাবি পরবর্তী পাঠে শিখবেন।
- উপরে বর্ণিত ৫টি প্যাটার্নের উদ্ভাবিত (مَزِيدٌ فِيهِ) ক্রিয়াগুলি পবিত্র কুরআনে প্রায় ৮২০০ বার এসেছে। অর্থাৎ কুরআনের (১৫ লাইনের মুসহাফে) প্রতিটি লাইনে প্রায় একবার করে এসেছে।

এখন আমরা প্রথমে 'মাযিদ ফিহ' عَلَّمَ ক্রিয়ার বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করব (عَلَّمَ → عَلَّمَ). عَلَّمَ এবং عَلَّمَ এর ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে তেমন বেশি পার্থক্য নেই। প্রতিটি ক্রিয়ার দ্বিতীয় বর্ণের উপর শুধু তাশদীদ যুক্ত করতে হবে। এই প্যাটার্নের ক্রিয়া কুরআনে এসেছে প্রায় ১৭০০ বার।

- عَلَّمَ: فعل ماضٍ এর মূল: ماضٍ
- مضارع এর মূল: يُعَلِّمُ (শব্দের শুরুতে يُ- এবং শেষ অক্ষরের আগে 'কাসরাহ' দিতে হবে)।
- أمر এর মূল: عَلِّمْ (ماضٍ এর তৃতীয় মূল অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে)।
- اسم فاعل অথবা اسم مفعول (اسم فاعل এর মূলে مُ যুক্ত করুন, এবং শেষ বর্ণের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' যুক্ত করুন: مُعَلِّمٌ - مُعَلَّمٌ).

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

8১ عَلَّمَ: সে শিখিয়েছে

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول, اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
শেখাও !	عَلِّمْ	সে শেখায়	يُعَلِّمُ	সে শিখিয়েছে	عَلَّمَ
তোমরা শেখাও!	عَلِّمُوا	তারা শেখায়	يُعَلِّمُونَ	তারা শিখিয়েছে	عَلَّمُوا
শেখাবে না!	لَا تُعَلِّمُ	তুমি শেখাও	تُعَلِّمُ	তুমি শিখিয়েছ	عَلَّمْتَ
তোমরা শেখাবে না!	لَا تُعَلِّمُوا	আমি শেখাই	أُعَلِّمُ	আমি শিখিয়েছি	عَلَّمْتُ
যে শিক্ষা দেয় (শিক্ষক)	مُعَلِّمٌ	তোমরা সবাই শেখাও	تُعَلِّمُونَ	তোমরা শিখিয়েছ	عَلَّمْتُمْ
যাকে শিক্ষা দেয়া হয় (ছাত্র)	مُعَلَّمٌ	আমরা শেখাই	نُعَلِّمُ	আমরা শিখিয়েছি	عَلَّمْنَا
শিক্ষা দেয়া	تُعَلِّمُ	সে (স্ত্রী) শেখায়	تُعَلِّمُ	সে (স্ত্রী) শিখিয়েছে	عَلَّمَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ. هَلْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ?
نَعَمْ، عَلَّمُوا الْقُرْآنَ. هَلْ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ?
نَعَمْ، عَلَّمْتُ الْقُرْآنَ. هَلْ عَلَّمْتُ الْقُرْآنَ?
نَعَمْ، عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ. هَلْ عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ?

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ تُعَلِّمُ الْقُرْآنَ? نَعَمْ، أُعَلِّمُ الْقُرْآنَ.
- فعل أمر: عَلِّمِ الْقُرْآنَ! نَعَمْ، أُنَا مُعَلِّمٌ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُعَلِّمٌ? نَعَمْ، أَنْتَ مُعَلِّمٌ.

আমরা عَلَّمَ এর মতই سَبَّحَ (সে তাসবীহ পাঠ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এবার আমরা নিব দ্বিতীয় মাযীদ ফীহ ক্রিয়া: حَاسِبٌ (حَسَبَ → حَاسِبٌ)। এই ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে তেমন বেশি পার্থক্য নেই। শুধু প্রথম মূল অক্ষরের পরে একটি আলিফ যুক্ত করতে হবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ৫০০টি শব্দ আছে।

- حَاسِبٌ এর মূল: فعل ماضٍ
- حَاسِبٌ এর মূল: يُحَاسِبُ (শব্দের শুরুতে يُ এবং শেষ অক্ষরের আগে 'কাসরাহ দিন।)
- حَاسِبٌ এর মূল: حَاسِبٌ (ماضٍ এর তৃতীয় মূল অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে।)
- حَاسِبٌ অথবা اسم مفعول (اسم مفعول এর মূলে مُ যুক্ত করুন, এবং শেষ বর্ণের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' যুক্ত করুন: مُحَاسِبٌ, مُحَاسَبٌ)

حَاسِبٌ: ৩ হিসাব নিয়েছে (ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া-বিশেষ্য		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
হিসাব নাও!	حَاسِبٌ	সে হিসাব নেয়/নিবে	يُحَاسِبُ	সে হিসাব নিয়েছে	حَاسَبٌ
তোমরা হিসাব নাও!	حَاسِبُوا	তারা হিসাব নেয়/নিবে	يُحَاسِبُونَ	তারা হিসাব নিয়েছে	حَاسَبُوا
হিসাব নিও না!	لَا تُحَاسِبُ	তুমি হিসাব নাও/নিবে	تُحَاسِبُ	তুমি হিসাব নিয়েছ	حَاسَبْتَ
তোমরা হিসাব নিওনা!	لَا تُحَاسِبُوا	আমি হিসাব নিই/নিব	أَحَاسِبُ	আমি হিসাব নিয়েছি	حَاسَبْتُ
যে হিসাব নেয় (হিসাবরক্ষক)	مُحَاسِبٌ	তোমরা সবাই হিসাব নাও/নিবে	تُحَاسِبُونَ	তোমরা সবাই হিসাব নিয়েছ	حَاسَبْتُمْ
যার হিসাব নেওয়া হয়	مُحَاسَبٌ	আমরা হিসাব নিই/নিব	نُحَاسِبُ	আমরা হিসাব নিয়েছি	حَاسَبْنَا
হিসাব নেওয়া	مُحَاسَبَةٌ	সে (স্ত্রী) হিসাব নেয়/নিবে	تُحَاسِبُ	সে (স্ত্রী) নিয়েছে	حَاسَبَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ؟ نَعَمْ، يُحَاسِبُ نَفْسَهُ.
هَلْ يُحَاسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ؟ نَعَمْ، يُحَاسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ.
هَلْ تُحَاسِبُ نَفْسَكَ؟ نَعَمْ، أُحَاسِبُ نَفْسِي.
هَلْ تُحَاسِبُونَ أَنْفُسَكُمْ؟ نَعَمْ، نُحَاسِبُ أَنْفُسَنَا.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل ماضٍ: هَلْ حَاسَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ؟
- فعل أمر: حَاسِبُ!
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتُمْ مُحَاسِبُونَ؟
- نَعَمْ، حَاسَبْنَا أَنْفُسَنَا.
- نَعَمْ، أُحَاسِبُ.
- نَعَمْ، نَحْنُ مُحَاسِبُونَ.

আমরা حَاسِبٌ এর মতই هَاجَرَ (সে হিজরত করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এবার আমরা নিব তৃতীয় মাযীদ ফীহ ক্রিয়া: أَسْلَمَ (سَلَّمَ → أَسْلَمَ) এবং فَعَلَ এর ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে তেমন বেশি পার্থক্য নেই। শুধু প্রথম মূল অক্ষরের আগে একটি হামযাহ যুক্ত করতে হবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ৪৫০০টি শব্দ আছে।

- مضارع এর মূল: يُسَلِّمُ. প্রারম্ভের হামযাহ দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে। অর্থাৎ يُسَلِّمُ এর পরিবর্তে يُسَلِّمُ হয়ে গেছে
- أمر এর মূল: أَسْلِمَ. ماضি এর মূল অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে।)
- اسم فاعل অথবা اسم مفعول: اسم فاعل এর মূলে ُ যুক্ত করণ, এবং শেষ বর্ণের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' যুক্ত করণ: مُسَلِّمٌ, مُسَلِّمٌ (প্রারম্ভের হামযাহ দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে) সুতরাং مُسَلِّمٌ, مُسَلِّمٌ এর পরিবর্তে مُسَلِّمٌ হবে।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

আত্মসমর্পণ করেছে: أَسْلَمَ ৯২

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য، اسم مفعول، اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
আত্মসমর্পণ কর!	أَسْلَمَ	সে আত্মসমর্পণ করে	يُسَلِّمُ	সে আত্মসমর্পণ করেছে	أَسْلَمَ
তোমরা আত্মসমর্পণ কর!	أَسْلِمُوا	তারা আত্মসমর্পণ করে	يُسَلِّمُونَ	তারা আত্মসমর্পণ করেছে	أَسْلَمُوا
আত্মসমর্পণ করো না!	لَا تُسَلِّمَ	তুমি আত্মসমর্পণ কর	تُسَلِّمُ	তুমি আত্মসমর্পণ করেছ	أَسْلَمْتَ
তোমার আত্মসমর্পণ করো না	لَا تُسَلِّمُوا	আমি আত্মসমর্পণ করি	أُسَلِّمُ	আমি আত্মসমর্পণ করেছি	أَسْلَمْتُ
আত্মসমর্পণ করী	مُسَلِّمٌ	তোমরা আত্মসমর্পণ কর	تُسَلِّمُونَ	তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ	أَسْلَمْتُمْ
যার কাছে আত্মসমর্পণ করে/ করা	مُسَلِّمٌ	আমরা আত্মসমর্পণ করি	نُسَلِّمُ	আমরা আত্মসমর্পণ করেছি	أَسْلَمْنَا
আত্মসমর্পণ করা হয়	إِسْلَامٌ	সে (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করে	تُسَلِّمُ	সে (স্ত্রী) আত্মসমর্পণ করেছে	أَسْلَمَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ يُسَلِّمُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، يُسَلِّمُ لِلَّهِ.
هَلْ يُسَلِّمُونَ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، يُسَلِّمُونَ لِلَّهِ.
هَلْ تُسَلِّمُ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، أَسْلَمُ لِلَّهِ.
هَلْ تُسَلِّمُونَ لِلَّهِ؟ نَعَمْ، نُسَلِّمُ لِلَّهِ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করণ:

- فعل ماضٍ: هَلْ أَسْلَمُوا لِلَّهِ؟ نَعَمْ، أَسْلَمُوا لِلَّهِ.
- فعل أمر: أَسْلِمُوا لِلَّهِ!
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتُمْ مُسَلِّمُونَ؟ نَعَمْ، نَحْنُ مُسَلِّمُونَ.

আমরা أَسْلَمَ এর মতই أُرْسِلَ (সে প্রেরণ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এখন আমরা 'মায়িদ-ফিহ' اِخْتَلَفَ ক্রিয়ার বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করব (اِخْتَلَفَ → خَلَفَ)। এখানে "আলিফ" এবং "ত" অতিরিক্ত। এগুলো ক্রিয়ার প্রতিটি ফর্মেই থাকবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ১২০০টি ক্রিয়া আছে।

- فعل ماضٍ এর মূল: اِخْتَلَفَ। শুরু হামযাহটি অস্থায়ী, এজন্য এর পূর্বে কোনো অক্ষর বা শব্দ আসলে এটি পড়ে যায়, যেমন: وَ اِخْتَلَفَ, فَ اِخْتَلَفَ
- مضارع এর মূল: يَخْتَلِفُ। مضارع ফর্ম বানানোর ক্ষেত্রে শুরু থেকে হামযাহ পড়ে যাবে (একটি দুর্বল অক্ষরের মত)। اِخْتَلَفَ বানাতে গিয়ে اِخْتَلَفَ এর হামযাহ দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে!
- أمر এর মূল: اِخْتَلِفْ। (ماضٍ এর মূল শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে)।
- اسم فاعل অথবা اسم مفعول: (فعل ماضٍ এর মূলে যুক্ত করণ, এবং শেষ বর্ণের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' যুক্ত করণ: مُخْتَلَفٌ, مُخْتَلَفٌ। (প্রারম্ভের হামযাহ দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।) সে মতভেদ করেছে: اِخْتَلَفَ ৫২

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول, اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
মতভেদ কর!	اِخْتَلَفْ	সে মতভেদ করে	يَخْتَلِفُ	সে মতভেদ করেছে	اِخْتَلَفَ
তোমরা মতভেদ কর!	اِخْتَلِفُوا	তারা মতভেদ করে	يَخْتَلِفُونَ	তারা মতভেদ করেছে	اِخْتَلَفُوا
মতভেদ করো না!	لَا تَخْتَلِفْ	তুমি মতভেদ কর	تَخْتَلِفُ	তুমি মতভেদ করেছো	اِخْتَلَفْتَ
তোমরা মতভেদ করো না!	لَا تَخْتَلِفُوا	আমি মতভেদ করি	أَخْتَلِفُ	আমি মতভেদ করেছি	اِخْتَلَفْتُ
মতভেদ করী	مُخْتَلِفٌ	তোমরা সবাই মতভেদ কর	تَخْتَلِفُونَ	তোমরা সবাই মতভেদ করেছো	اِخْتَلَفْتُمْ
অমীমাংসিত	مُخْتَلَفٌ	আমরা মতভেদ করি	نَخْتَلِفُ	আমরা মতভেদ করেছি	اِخْتَلَفْنَا
মতভেদ, মতভেদ করা	اِخْتِلَافٌ	সে (স্ত্রী) মতভেদ করে	تَخْتَلِفُ	সে (স্ত্রী) মতভেদ করেছে	اِخْتَلَفَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ اِخْتَلَفَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا اِخْتَلَفَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
هَلْ اِخْتَلَفُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا اِخْتَلَفُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ.
هَلْ اِخْتَلَفْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا اِخْتَلَفْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
هَلْ اِخْتَلَفْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا اِخْتَلَفْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ تَخْتَلِفُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ لَا اِخْتَلِفُ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
- فعل أمر: لَا تَخْتَلِفْ فِي كِتَابِ اللَّهِ! لَا اِخْتَلَفْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُخْتَلَفٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا أَنَا بِمُخْتَلَفٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

আমরা اِخْتَلَفَ এর মতই اِخْتَلَفَ (সে নিয়েছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এখন আমরা 'মাযিদ-ফিহ' اسْتَغْفَرَ ক্রিয়ার বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করব। (عَفَرَ → اسْتَغْفَرَ) শুরুর "اسْت" কে বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ৪০০টি শব্দ আছে।

- اسْتَغْفَرَ এর মূল: اسْتَغْفَرَ। শুরুর হামযাহটি অস্থায়ী, এজন্য এর পূর্বে কোনো অক্ষর বা শব্দ আসলে এটি পড়ে যায়, যেমন: فَاسْتَغْفَرَ, وَاسْتَغْفَرَ
- اسْتَغْفَرَ এর মূল: يَسْتَغْفِرُ مضارع। বানানোর সময় শুরুর 'আলিফ' পড়ে গেছে।
- اسْتَغْفَرَ এর মূল: اسْتَغْفَرَ। (اسْتَغْفَرَ এর মূল শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে।)
- اسْتَغْفَرَ অথবা اسم مفعول (اسْتَغْفَرَ এর মূলে যুক্ত করণ, এবং শেষ বর্ণের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' যুক্ত করণ: مُسْتَغْفَرٌ, مُسْتَغْفَرٌ। (পারভের হামযাহ দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে)।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।) সে ক্ষমা চেয়েছে

82 اسْتَغْفَرَ:

اسم فاعل، اسم مفعول، ك্রিয়া-বিশেষ্য		اسم فاعل، اسم مفعول، ك্রিয়া-বিশেষ্য		اسم فاعل، اسم مفعول، ك্রিয়া-বিশেষ্য	
ক্ষমা চাও !	اسْتَغْفِرْ	সে ক্ষমা চায়	يَسْتَغْفِرُ	সে ক্ষমা চেয়েছে	اسْتَغْفَرَ
তোমরা ক্ষমা চাও!	اسْتَغْفِرُوا	তারা সবাই ক্ষমা চায়	يَسْتَغْفِرُونَ	তারা সবাই ক্ষমা চেয়েছে	اسْتَغْفَرُوا
ক্ষমা চেয়ো না !	لَا تَسْتَغْفِرْ	তুমি ক্ষমা চাও	تَسْتَغْفِرُ	তুমি ক্ষমা চেয়েছ	اسْتَغْفَرْتَ
তোমরা ক্ষমা চেয়ো না !	لَا تَسْتَغْفِرُوا	আমি ক্ষমা চাই	أَسْتَغْفِرُ	আমি ক্ষমা চেয়েছি	اسْتَغْفَرْتُ
যে ক্ষমা চায় (ক্ষমা প্রার্থী)	مُسْتَغْفِرٌ	তোমরা সবাই ক্ষমা চাও	تَسْتَغْفِرُونَ	তোমরা সবাই ক্ষমা চেয়েছ	اسْتَغْفَرْتُمْ
যার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় (ক্ষমা করী)	مُسْتَغْفَرٌ	আমরা ক্ষমা চাই	نَسْتَغْفِرُ	আমরা ক্ষমা চেয়েছি	اسْتَغْفَرْنَا
ক্ষমা চাওয়া !	اسْتِغْفَارٌ	সে (স্ত্রী) ক্ষমা চায়।	تَسْتَغْفِرُ	সে (স্ত্রী) ক্ষমা চেয়েছে	اسْتَغْفَرَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، يَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. هَلْ يَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ?
 نَعَمْ، يَسْتَغْفِرُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. هَلْيَسْتَغْفِرُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ?
 نَعَمْ، أَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. هَلْ تَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ?
 نَعَمْ، نَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. هَلْ تَسْتَغْفِرُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ?

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل ماضٍ: هَلْ اسْتَغْفَرُوا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ?
- فعل أمر: نَعَمْ، اسْتَغْفِرُوا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُسْتَغْفِرٌ?
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، أَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، نَسْتَغْفِرُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ اسْتَغْفِرُونَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ?

আমরা اسْتَغْفَرَ এর মতই اسْتَغْفِرُ (সে অহংকারী ছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

পূর্বের পাঠে আমরা مزید ফیه ক্রিয়ার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন শিখেছি। সামনের পাঠে আমরা আরো তিনটি প্যাটার্ন শিখবো, যেগুলো খুব বেশি ব্যবহার হয় না। এখন আমরা تَدَبَّرَ এর বিভিন্ন ক্রিয়া তৈরি করবো। تَدَبَّرَ (تَدَبَّرَ → دَبَّرَ) শব্দের "ت" এবং তাশদীদকে এর সকল ক্রিয়ার মধ্যে রাখতে হবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ৪০০টি শব্দ আছে।

- يَتَدَبَّرُ এর মূল: مضارع
- تَدَبَّرَ এর মূল: تَدَبَّرَ। শেষ অক্ষরে সাকিন দিতে হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে কাসরাহ হবে না।
- اسم فاعل অথবা اسم مفعول: করতে হলে فعل ماضি এর মূলে যুক্ত করুন, এবং শেষ অক্ষরের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' দিন: مُتَدَبِّرٌ, مُتَدَبِّرَةٌ।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে বিবেচনা করেছে: 8 تَدَبَّرَ

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول، اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
বিবেচনা কর!	تَدَبَّرْ	সে বিবেচনা করে	يَتَدَبَّرُ	সে বিবেচনা করেছে	تَدَبَّرَ
তোমরা বিবেচনা কর!	تَدَبَّرُوا	তারা বিবেচনা করে	يَتَدَبَّرُونَ	তারা বিবেচনা করেছে	تَدَبَّرُوا
বিবেচনা করো না!	لَا تَدَبَّرْ	তুমি বিবেচনা কর	تَتَدَبَّرُ	তুমি বিবেচনা করেছ	تَدَبَّرْتَ
তোমরা বিবেচনা করো না!	لَا تَتَدَبَّرُوا	আমি বিবেচনা করি	أَتَدَبَّرُ	আমি বিবেচনা করেছি	تَدَبَّرْتُ
বিবেচক/বিবেচনা করি	مُتَدَبِّرٌ	তোমরা বিবেচনা কর	تَتَدَبَّرُونَ	তোমরা বিবেচনা করেছে	تَدَبَّرْتُمْ
যার উপর বিবেচনা করা হয়	مُتَدَبَّرٌ	আমরা বিবেচনা করি	نَتَدَبَّرُ	আমরা বিবেচনা করেছি	تَدَبَّرْنَا
বিবেচনা করা	تَدَبَّرٌ	সে (স্ত্রী) বিবেচনা করে	تَتَدَبَّرُ	সে (স্ত্রী) বিবেচনা করেছে	تَدَبَّرَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ يَتَدَبَّرُ فِي الْقُرْآنِ؟ نَعَمْ، يَتَدَبَّرُ فِي الْقُرْآنِ.
هَلْ يَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ؟ نَعَمْ، يَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ.
هَلْ تَتَدَبَّرُ فِي الْقُرْآنِ؟ نَعَمْ، أَتَدَبَّرُ فِي الْقُرْآنِ.
هَلْ تَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ؟ نَعَمْ، نَتَدَبَّرُ فِي الْقُرْآنِ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل ماضٍ: هَلْ تَدَبَّرْتَ فِي الْقُرْآنِ؟ نَعَمْ، تَدَبَّرْتُ فِي الْقُرْآنِ.
- فعل أمر: تَدَبَّرْ فِي الْقُرْآنِ! أَتَدَبَّرُ فِي الْقُرْآنِ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُتَدَبِّرٌ فِي الْقُرْآنِ؟ نَعَمْ، أَنَا مُتَدَبِّرٌ فِي الْقُرْآنِ.

আমরা تَدَبَّرَ এর মতই تَوَكَّلَ (সে ভরসা রেখেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

আসুন এবার আরেকটি মাযিদ-ফিহ ক্রিয়াটি নিই: تَدَارَسَ (تَدَارَسَ → دَرَسَ) শুরু "ت" এবং "আলিফ" এর সকল ফর্মেরই থাকবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ১০০টি শব্দ আছে।

- يَتَدَارَسُ এর মূল: مضارع
- أمر এর মূল: تَدَارَسُ শেষ অক্ষরে সাকিন দিতে হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে কাসরাহ হবে না।
- اسم فاعل অথবা اسم مفعول: করতে হলে فعل ماضি এর মূলে ُ যুক্ত করুন, এবং শেষ অক্ষরের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' দিন: مُتَدَارَسٌ, مُتَدَارِسٌ, مُتَدَارِسٌ (এখানেও শুরুতে হামযাহ একটি দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে।)

○ تَدَارَسَ: সে একসাথে স্টাডি করেছে (ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول، اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
একসাথে স্টাডি কর!	تَدَارَسْ	সে একসাথে স্টাডি করে	يَتَدَارَسُ	সে একসাথে স্টাডি করেছে	تَدَارَسَ
তোমরা একসাথে স্টাডি কর!	تَدَارَسُوا	তারা একসাথে স্টাডি করে	يَتَدَارَسُونَ	তারা একসাথে স্টাডি করেছে	تَدَارَسُوا
একসাথে স্টাডি করো না!	لَا تَتَدَارَسْ	তুমি একসাথে স্টাডি কর	تَتَدَارَسُ	তুমি একসাথে স্টাডি করেছো	تَدَارَسْتَ
তোমরা একসাথে স্টাডি করো না!	لَا تَتَدَارَسُوا	আমি একসাথে স্টাডি করি	أَتَدَارَسُ	আমি একসাথে স্টাডি করেছি	تَدَارَسْتُ
একত্রে অধ্যয়ন করী	مُتَدَارِسٌ	তোমরা সবাই একসাথে স্টাডি কর	تَتَدَارَسُونَ	তোমরা সবাই একসাথে স্টাডি করেছো	تَدَارَسْتُمْ
-	-	আমরা একসাথে স্টাডি করি	نَتَدَارَسُ	আমরা একসাথে স্টাডি করেছি	تَدَارَسْنَا
একসাথে স্টাডি করা	تَدَارَسٌ	সে (স্ত্রী) একসাথে স্টাডি করে	تَتَدَارَسُ	সে (স্ত্রী) একসাথে স্টাডি করেছে	تَدَارَسَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ تَدَارَسَ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَدَارَسَ الْقُرْآنَ.
هَلْ تَدَارَسُوا الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَدَارَسْتُ الْقُرْآنَ.
هَلْ تَدَارَسَتْ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَدَارَسْنَا الْقُرْآنَ.
هَلْ يَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ.
هَلْ تَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ.
هَلْ أَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، أَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ.
هَلْ نَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، نَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ.
هَلْ تَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ.
هَلْ تَتَدَارَسْتُمْ الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَتَدَارَسْتُمْ الْقُرْآنَ.
هَلْ تَتَدَارَسْنَا الْقُرْآنَ؟
نَعَمْ، تَتَدَارَسْنَا الْقُرْآنَ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ يَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
- فعل أمر: نَعَمْ، يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ تَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، تَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، أَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ نَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ؟
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، نَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ تَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ؟
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، تَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ تَتَدَارَسْتُمْ الْقُرْآنَ؟
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، تَتَدَارَسْتُمْ الْقُرْآنَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ تَتَدَارَسْنَا الْقُرْآنَ؟
- اسم فاعل/اسم مفعول: نَعَمْ، تَتَدَارَسْنَا الْقُرْآنَ.

আমরা تَدَارَسَ এর মতই تشابه (সে দেখতে একরকম/তাকে একরকম মনে হয়েছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি।

আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

مَزِيدٌ فِيهِ: اِنْقَلَبَ

আসুন আরেকটি মাযিদ-ফিহ ক্রিয়া নিই: اِنْقَلَبَ (اِنْقَلَبَ → قَلَبَ). শুরু "اِنْ" এর সকল ফর্মই থাকবে। কুরআনের মধ্যে এই প্যাটার্নের প্রায় ১০০টি শব্দ আছে।

- مَضارع এর মূল: يَنْقَلِبُ مضارع বানানোর সময় শুরুর 'হামযাহ' পড়ে যায়।
- اَمْر এর মূল: اِنْقَلِبْ (ماضٍ এর মূল শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে।)
- اسم فاعل অথবা اسم مفعول: করতে হলে فعل ماضٍ এর মূলে ُ যুক্ত করুন, এবং শেষ অক্ষরের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' দিন: مُنْقَلِبٌ مُنْقَلِبٌ (এখানেও শুরুতে হামযাহ একটি দুর্বল অক্ষরের ন্যায় পড়ে গেছে।)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে

۲۲ اِنْقَلَبَ:

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য، اسم مفعول، اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
ঘুরে দাঁড়াও!	اِنْقَلِبْ	সে ঘুরে দাঁড়ায়	يَنْقَلِبُ	সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে	اِنْقَلَبَ
তোমরা ঘুরে দাঁড়াও!	اِنْقَلِبُوا	তারা ঘুরে দাঁড়ায়	يَنْقَلِبُونَ	তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে	اِنْقَلَبُوا
ঘুরে দাঁড়াবে না!	لَا تَنْقَلِبْ	তুমি ঘুরে দাঁড়াও	تَنْقَلِبُ	তুমি ঘুরে দাঁড়িয়েছো	اِنْقَلَبْتَ
তোমরা ঘুরে দাঁড়াবে না!	لَا تَنْقَلِبُوا	আমি ঘুরে দাঁড়াই	اَنْقَلِبُ	আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি	اِنْقَلَبْتُ
যে ঘুরে দাঁড়ায়	مُنْقَلِبٌ	তোমরা সবাই ঘুরে দাঁড়াও	تَنْقَلِبُونَ	তোমরা সবাই ঘুরে দাঁড়িয়েছো	اِنْقَلَبْتُمْ
-	-	আমরা ঘুরে দাঁড়াই	نَنْقَلِبُ	আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি	اِنْقَلَبْنَا
ঘুরে দাঁড়ানো	اِنْقِلَابٌ	সে (স্ত্রী) ঘুরে দাঁড়ায়	تَنْقَلِبُ	সে (স্ত্রী) ঘুরে দাঁড়িয়েছে	اِنْقَلَبَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، اِنْقَلَبْ اِلَى اللّٰهِ.

هَلْ اِنْقَلَبْ اِلَى اللّٰهِ؟

نَعَمْ، اِنْقَلِبُوا اِلَى اللّٰهِ.

هَلْ اِنْقَلِبُوا اِلَى اللّٰهِ؟

نَعَمْ، اِنْقَلَبْتُ اِلَى اللّٰهِ.

هَلْ اِنْقَلَبْتُ اِلَى اللّٰهِ؟

نَعَمْ، اِنْقَلَبْنَا اِلَى اللّٰهِ.

هَلْ اِنْقَلَبْنَا اِلَى اللّٰهِ؟

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

نَعَمْ، نَنْقَلِبُ اِلَى اللّٰهِ.

هَلْ تَنْقَلِبُونَ اِلَى اللّٰهِ؟

● عل مضارع:

نَنْقَلِبُ اِلَى اللّٰهِ.

اِنْقَلِبُوا اِلَى اللّٰهِ!

● فعل أمر:

هَلْ اَنْتَ مُنْقَلِبٌ اِلَى اللّٰهِ؟ نَعَمْ، اَنَا مُنْقَلِبٌ اِلَى اللّٰهِ.

● اسم فاعل/اسم مفعول:

আমরা اِنْقَلَبَ এর মতই اِنْطَلَقَ (সে চলে গেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

আরবি শব্দ/ পদ ৩ প্রকার: বিশেষ্য (اسم), ক্রিয়া (فعل) এবং অব্যয় (حرف)

- কোর্স -১-তে, আমরা ৩-অক্ষরের অটুট ক্রিয়া শিখেছি: سَمِعَ، ضَرَبَ، نَصَرَ، فَتَحَ
- কোর্স -২-তে আমরা শিখেছি:
 - দুর্বল ক্রিয়াসমূহ যেমন: وَهَبَ، وَعَدَ، قَالَ، زَادَ، دَعَا، هَدَى
 - দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল অক্ষর একই, যেমন: ظَنَّ، ضَلَّ এবং
 - হামযাহ যুক্ত ক্রিয়াসমূহ, যেমন: أَمَرَ، سَأَلَ، قَرَأَ
- নিচের টেবিলটি হলো সেই সব ক্রিয়া সমূহের, যা আমরা কোর্স-১ এবং কোর্স-২তে শিখেছি। এগুলো হলো ৩-বর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়া।

এবং ভাল ধারণা রাখো, অন্যথায় তুমি হারিয়ে যাবে	সুতরাং তাঁর কাছে হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা কর	বরং তিনি বলেছেন; আরও বাড়িয়ে দিব।	আল্লাহ দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন		
سَأَلَ	سَعَى		وَهَبَ	فَتَحَ	
أَمَرَ	ظَنَّ	دَعَا	قَالَ	-	نَصَرَ
أَتَى	ضَلَّ	هَدَى	زَادَ	وَعَدَ	ضَرَبَ
	مَسَّ	رَضِيَ	شَاءَ	وَسِعَ	سَمِعَ

এরপর আমরা মাযীদ ফিহ'র অটুট ক্রিয়াগুলি শিখেছি, যেমন: عَلَّمَ، حَاسَبَ، أَسْلَمَ، اِخْتَلَفَ، اِسْتَعْفَرَ، تَذَبَّرَ، تَذَارَسَ، اِنْقَلَبَ

- যেভাবে আমরা ৩ বর্ণের অটুট ক্রিয়া, দুর্বল ক্রিয়া, দ্বিত্ব ক্রিয়া, এবং হামযাহ যুক্ত ক্রিয়াসমূহ পড়েছি, মাযিদ-ফিহ ক্রিয়াগুলিও ঠিক একইভাবে আসে।
- সামনে আমরা ঐসমস্‌ড় مَزِيد ফিহ ক্রিয়া শিখবো যার মধ্যে দুর্বল অক্ষর, 'হামযাহ' বা দ্বিত্ব অক্ষরসমূহ আসে। মাযীদ ফিহ'র অটুট ক্রিয়া এবং অন্যান্য ক্রিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে কারীমের মধ্যে অটুট ক্রিয়াসমূহ প্রায় ৪৫০০ বার এবং বাকী ক্রিয়াগুলিও প্রায় ৪৫০০ বার এসেছে। এভাবে কুরআনের মধ্যে প্রায় ৯০০০ বার এসেছে, অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি লাইনে প্রায় একবার করে এসেছে।
- এখন নিচে টেবিলের মধ্যে 'মাযিদ-ফিহ'র বিভিন্ন প্যাটার্নগুলো দেয়া হলো। এই টেবিলটি এখনই মুখস্‌ড় করার দরকার নেই। আমরা এগুলো সামনে ১১নং পাঠে শিখবো।

ظَلَّلَ	وَلَّى	بَيَّنَّ صَوْرَ	وَفَّقَ	عَلَّمَ
شَاقَّ	نَادَى	بَايَعَ جَاوَزَ	وَاَعَدَّ	حَاسَبَ
أَضَلَّ	أَلْقَى	أَقَامَ	أَوْحَى	أَسْلَمَ
اِخْتَصَّ	اِهْتَدَى	اِخْتَارَ	اِتَّقُواوَتَّقَى	اِخْتَلَفَ

إِسْتَقَرَّ	إِسْتَسْقَى	إِسْتَقَامَ	إِسْتَوْقَدَ	إِسْتَغْفَرَ
				تَدَبَّرَ، تَذَارَسَ، انْقَلَبَ

- ক্রিয়া টেবিল তৈরি করার সময় ৩-অক্ষরের দুর্বল ক্রিয়াগুলিতে যেভাবে পরিবর্তন ঘটতো ঠিক একইভাবে দুর্বল অক্ষর বিশিষ্ট 'মাযিদ-ফিহ'র ক্রিয়া সমূহেও পরিবর্তন ঘটবে। আপনার যদি ৩-বর্ণের দুর্বল ক্রিয়া, হামযাহ যুক্ত ক্রিয়া এবং দ্বিত্ব অক্ষরের ক্রিয়া টেবিল তৈরী নিয়মগুলি জানা থাকে তাহলে আপনি মাযীদ ফিহ'র বিভিন্ন ক্রিয়া টেবিল অতি সহজেই তৈরি করতে পারবেন। উদাহরণ স্বরূপঃ আমরা এখানে هَدَى এর টেবিল নিয়ে পুনরালোচনা করবো যা আপনি কোর্স-২ তে শিখেছেন।
- এর বহুবচন রূপগুলি মনে রাখবেন; (هَدَا، هَادُوا، هَادُونَ)
- এবং এর স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়া هَدَتْ হবে।

হَدَى: তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন (ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য، اسم مفعول		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
দিকনির্দেশনা দাও!	إِهْدِ	সে দিকনির্দেশনা দেয়/দিবে	يَهْدِي	সে দিকনির্দেশনা দিয়েছে	هَدَى
তোমরা দিকনির্দেশনা দাও!	إِهْدُوا	তারা দিকনির্দেশনা দেয়/দিবে	يَهْدُونَ	তারা দিকনির্দেশনা দিয়েছে	هَدَوْا
দিকনির্দেশনা দিয়ো না!	لَا تَهْدِ	তুমি দিকনির্দেশনা দাও/দিবে	تَهْدِي	তুমি দিকনির্দেশনা দিয়েছো	هَدَيْتَ
তোমরা দিকনির্দেশনা দিয়ো না!	لَا تَهْدُوا	আমি দিকনির্দেশনা দেই/দিবো	أَهْدِي	আমি দিকনির্দেশনা দিয়েছি	هَدَيْتُ
হিদায়াত/দিকনির্দেশনা দান কারী	هَادٍ	তোমরা সবাই দিকনির্দেশনা দাও/দিবে	تَهْدُونَ	তোমরা সবাই দিকনির্দেশনা দিয়েছো	هَدَيْتُمْ
হেদায়াত প্রাপ্ত	مَهْدِيّ	আমরা দিকনির্দেশনা দেই/দিবো	نَهْدِي	আমরা দিকনির্দেশনা দিয়েছি	هَدَيْنَا
হিদায়াত করা, দিকনির্দেশনা দেওয়া	هَدَى/هَدَايَة	সে (স্ত্রী) দিকনির্দেশনা দেয়/দিবে	تَهْدِي	সে (স্ত্রী) দিকনির্দেশনা দিয়েছে	هَدَتْ

এটি وَلَّى → وَلَّى) একটি দুর্বল অক্ষর আছে (এর মধ্যে একটি দুর্বল অক্ষর আছে, তবুও এটি একটি দুর্বল অক্ষর আছে)।

এটি هَدَى এর অনুরূপ, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, هَدَى টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَدَوْا، يَهْدِي، يَهْدُونَ، إِهْدِ، إِهْدُوا، هَادٍ، هَادُونَ)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে সরে গেছে

وَلَّى:

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول, اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
সরে যাও!	وَلِّ	সে সরে যায়	يُؤَلِّي	সে সরে গেছে	وَلَّى
তোমরা সরে যাও!	وَلُّوا	তারা সরে যায়	يُؤَلُّونَ	তারা সরে গেছে	وَلُّوا
সরে যেয়ো না!	لَا تَوَلِّ	তুমি সরে যাও	تَوَلِّ	তুমি সরে গেছো	وَلَّيْتَ
তোমরা সরে যেয়ো না!	لَا تَوَلُّوا	আমি সরে যাই	أَوَلِّ	আমি সরে গেছি	وَلَّيْتُ
যে সরে যায়	مُوَلِّ	তোমরা সবাই সরে যাও	تَوَلُّونَ	তোমরা সবাই সরে গেছো	وَلَّيْتُمْ
যা থেকে সরে যায়	مُوَلِّ عَنْهُ	আমরা সরে যাই	نُوَلِّ	আমরা সরে গেছি	وَلَّيْنَا
সরে যাওয়া	تَوَلِّيَّة	সে (স্ত্রী) সরে যায়	تَوَلِّي	সে (স্ত্রী) সরে গেছে	وَلَّتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، وَلَّى وَجْهَهُ.

هَلْ وَلَّى وَجْهَهُ؟

نَعَمْ، وَلُّوا وَجُوهَهُمْ.

هَلْ وَلُّوا وَجُوهَهُمْ؟

نَعَمْ، وَلَّيْتَ وَجْهِي.

هَلْ وَلَّيْتَ وَجْهَكَ؟

نَعَمْ، وَلَّيْنَا وَجُوهَنَا.

هَلْ وَلَّيْتُمْ وَجُوهَكُمْ؟

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

نَعَمْ، يُؤَلِّي وَجْهَهُ.

هَلْ يُؤَلِّي وَجْهَهُ؟

• فعل مضارع:

لَا نُوَلِّي وَجُوهَنَا.

لَا تَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ!

• فعل أمر:

نَعَمْ، أَنَا مُوَلِّ.

هَلْ أَأَنْتَ مُوَلِّ؟

• اسم فاعل/اسم مفعول:

আমরা وَلَّى এর মতই نَجَّى (সে বাঁচিয়েছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি (নাদী → نَدَى) একটি দুর্বল অক্ষর আছে।

এটি هَدَى এর অনুরূপ, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, هَدَى টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَدَوْا، يَهْدِي، يَهْدُونَ، اِهْدِ، اِهْدُوا، هَادٍ، هَادُونَ)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে ডেকেছে

8c নাদী:

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول, اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
ডাক!	نَادِ	সে ডাকে	يُنَادِي	সে ডেকেছে	نَادَى
তোমরা ডাক!	نَادُوا	তারা ডাকে	يُنَادُونَ	তারা ডেকেছে	نَادَوْا
ডেকো না!	لَا تُنَادِ	তুমি ডাক	تُنَادِي	তুমি ডেকেছো	نَادَيْتَ
তোমরা ডেকো না!	لَا تُنَادُوا	আমি ডাকি	أُنَادِي	আমি ডেকেছি	نَادَيْتُ
যে ডাকে/আহবান করী	مُنَادٍ	তোমরা সবাই ডাক	تُنَادُونَ	তোমরা সবাই ডেকেছো	نَادَيْتُمْ
যাকে ডাকা হয়!	مُنَادَى	আমরা ডাকি	نُنَادِي	আমরা ডেকেছি	نَادَيْنَا
ডাকা	مُنَادَاةٌ	সে (স্ত্রী) ডাকে	تُنَادِي	সে (স্ত্রী) ডেকেছে	نَادَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، نَادَى الله.

هَلْ نَادَى الله؟

نَعَمْ، نَادَوْا الله.

هَلْ نَادَوْا الله؟

نَعَمْ، نَادَيْتَ الله.

هَلْ نَادَيْتَ الله؟

نَعَمْ، نَادَيْنَا الله.

هَلْ نَادَيْتُمْ الله؟

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

نَعَمْ، نُنَادِي الله. هَلْ نُنَادُونَ الله؟

• g فعل مضارع:

نُنَادِي الله.

نَادُوا الله!

• فعل أمر:

نَعَمْ، نَحْنُ مُنَادُونَ.

• اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتُمْ مُنَادُونَ؟

আমরা নাদী এর মতই لَا فِی (সে সাক্ষাত করল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি (أَقَامَ → قَامَ) এর মধ্যে দুর্বল অক্ষর আছে।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে প্রতিষ্ঠা করেছে: ৭১ أَقَامَ:

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
প্রতিষ্ঠা কর!	أَقِمْ	সে প্রতিষ্ঠা করে	يُقِيمُ	সে প্রতিষ্ঠা করেছে	أَقَامَ
তোমরা প্রতিষ্ঠা কর!	أَقِيمُوا	তারা প্রতিষ্ঠা করে	يُقِيمُونَ	তারা প্রতিষ্ঠা করেছে	أَقَامُوا
প্রতিষ্ঠা করো না!	لَا تُقِمْ	তুমি প্রতিষ্ঠা কর	تُقِيمُ	তুমি প্রতিষ্ঠা করেছো	أَقَمْتَ
তোমরা প্রতিষ্ঠা করো না!	لَا تُقِيمُوا	আমি প্রতিষ্ঠা করি	أُقِيمُ	আমি প্রতিষ্ঠা করেছি	أَقَمْتُ
যে প্রতিষ্ঠা করে/ প্রতিষ্ঠাকারী	مُقِيم	তোমরা সবাই প্রতিষ্ঠা কর	تُقِيمُونَ	তোমরা সবাই প্রতিষ্ঠা করেছো	أَقَمْتُمْ
প্রতিষ্ঠিত (কোনো কিছু)	مَقَام	আমরা প্রতিষ্ঠা করি	نُقِيمُ	আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি	أَقَمْنَا
প্রতিষ্ঠা করা	إِقَامَةٌ	সে (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠা করে	تُقِيمُ	সে (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠা করেছে	أَقَامَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، أَقَامَ الصَّلَاةَ.

هَلْ أَقَامَ الصَّلَاةَ؟

نَعَمْ، أَقَامُوا الصَّلَاةَ.

هَلْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ؟

نَعَمْ، أَقَمْتُ الصَّلَاةَ.

هَلْ أَقَمْتُ الصَّلَاةَ؟

نَعَمْ، أَقَمْنَا الصَّلَاةَ.

هَلْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ؟

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

نَعَمْ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.

هَلْ تُقِيمُ الصَّلَاةَ؟

• فعل مضارع:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.

أَقِمِ الصَّلَاةَ!

• فعل أمر:

نَعَمْ، نَحْنُ مُقِيمُونَ.

هَلْ أَنْتُمْ مُقِيمُونَ؟

• اسم فاعل/اسم مفعول:

আমরা أَقَامَ এর মতই (أَرَادَ) (সে ইচ্ছা করেছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি অল্ফী → অল্ফী) প্যাটার্নের ক্রিয়া তবে এর মধ্যে একটি দুর্বল অক্ষর আছে (অল্ফী → অল্ফী)।

এটি অল্ফী এর অনুরূপ, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, অল্ফী টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَدَوْا، يَهْدِي، يَهْدُونَ، اِهْدِ، اِهْدُوا، هَادُونَ)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে নিষ্কপ করেছিল

৭৫: অল্ফী:

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول, اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
নিষ্কপ কর!	أَلَقَى	সে নিষ্কপ করে/ছুড়ে মারে	يُلْقِي	সে নিষ্কপ করেছে/ছুড়ে † মরেছে	أَلَقَى
তোমরা নিষ্কপ কর!	أَلَقُوا	তারা নিষ্কপ করে	يُلْقُونَ	তারা নিষ্কপ করেছে	أَلَقُوا
নিষ্কপ করো না!	لَا تُلْقِ	তুমি নিষ্কপ কর	تُلْقِي	তুমি নিষ্কপ করেছো	أَلَقَيْتَ
তোমরা নিষ্কপ করো না!	لَا تُلْقُوا	আমি নিষ্কপ করি	أَلْقِي	আমি নিষ্কপ করেছি	أَلَقَيْتُ
নিষ্কপ করী	مُلْقٍ	তোমরা সবাই নিষ্কপ কর	تُلْقُونَ	তোমরা সবাই নিষ্কপ করেছো	أَلَقَيْتُمْ
নিষ্কপ্ত বস্তু	مُلْقَى	আমরা নিষ্কপ করি	نُلْقِي	আমরা নিষ্কপ করেছি	أَلَقَيْنَا
নিষ্কপ করা	إِلْقَاءٌ	সে (স্ত্রী) নিষ্কপ করে	تُلْقِي	সে (স্ত্রী) নিষ্কপ করেছে	أَلَقَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ أَلْقَى الْعَصَا؟
نَعَمْ، أَلْقَى الْعَصَا.
هَلْ أَلَقُوا الْعَصَا؟
نَعَمْ، أَلَقُوا الْعَصَا.
هَلْ أَلَقَيْتَ الْعَصَا؟
نَعَمْ، أَلَقَيْتَ الْعَصَا.
هَلْ أَلَقَيْتُمْ الْعَصَا؟
نَعَمْ، أَلَقَيْتُمْ الْعَصَا.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- عل مضارع: هَلْ تُلْقُونَ الْعَصَا؟
• فعل أمر: أَلْقِ الْعَصَا!
• اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُلْقٍ الْعَصَا؟
• نَعَمْ، تُلْقِي الْعَصَا.
• أَلْقِ الْعَصَا.
• نَعَمْ، أَنَا مُلْقٍ الْعَصَا.

আমরা অল্ফী এর মতই অَوْحَى (তিনি নাযিল করেছেন) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এখন আমরা 'মাযিদ-ফিহ' اٰمَنَ ক্রিয়ার বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করব। (اٰمَنَ → اٰمِنٌ)। এটি اٰسَلَمَ প্যাটার্নের ক্রিয়া, তবে এতে একটি দুর্বল অক্ষর হামযাহ আছে।

- অম্ন এর মূল: اٰمَنَ, যখন দুই হামযাহ একত্রে আসে তখন সহজের জন্য দ্বিতীয় হামযাহকে মাদ্দ পড়া হয়, যেমন: اٰمَنَ → اٰمِنٌ অবশিষ্ট ফরমগুলি একই পদ্ধতিতে পড়া হবে।
- অম্ন এর মূল: يُوْمِنُ। আরেকটি পরিবর্তন নোট করুন: اٰمِنٌ → اُوْمِنُ; এখানে দ্বিতীয় হামযাহটি মাদ্দ (و) হয়ে গেছে।
- অম্ন এর মূল: اٰمِنٌ। (অম্ন এর মূল শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষ অক্ষরে 'সাকিন' দিতে হবে।)
- অম্ন অথবা اسم مفعول: করতে অম্ন এর মূল অক্ষরে যুক্ত করুন, এবং শেষ বর্ণের আগে 'ফাতহাহ' বা 'কাসরাহ' যুক্ত করুন: مُؤْمِنٌ, مُؤْمِنَةٌ।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে ঈমান এনেছে: اٰمَنَ

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول، اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
ঈমান আনো! বিশ্বাস স্থাপন কর!	اٰمِنُ	সে ঈমান আনে/বিশ্বাস স্থাপন করে	يُوْمِنُ	সে ঈমান এনেছে/বিশ্বাস স্থাপন করেছে	اٰمَنَ
তোমরা ঈমান আনো!	اٰمِنُوْا	তারা ঈমান আনে	يُوْمِنُوْنَ	তারা ঈমান এনেছে	اٰمَنُوْا
ঈমান আনবে না!	لَا تُؤْمِنُ	তুমি ঈমান আনো	تُوْمِنُ	তুমি ঈমান এনেছো	اٰمَنْتَ
তোমরা ঈমান আনবে না!	لَا تُؤْمِنُوْا	আমি ঈমান আনি	اُوْمِنُ	আমি ঈমান এনেছি	اٰمَنْتُ
ঈমান আনয়ন করী (মুমিন) বিশ্বাসী যার উপর ঈমান আনে বিশ্বাস করা!	مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ اِيْمَانٌ	তোমরা সবাই ঈমান আনো	تُوْمِنُوْنَ	তোমরা সবাই ঈমান এনেছো	اٰمَنْتُمْ
		আমরা ঈমান আনি	نُوْمِنُ	আমরা ঈমান এনেছি	اٰمَنْا
		সে (স্ত্রী) ঈমান আনে	تُوْمِنُ	সে (স্ত্রী) ঈমান এনেছে	اٰمَنْتُ

আরবি কথোপকথন

هَلْ اٰمَنَ بِالْاٰخِرَةِ؟
نَعَمْ، اٰمَنَ بِالْاٰخِرَةِ.
هَلْ اٰمَنْتُ بِالْاٰخِرَةِ؟
نَعَمْ، اٰمَنْتُ بِالْاٰخِرَةِ.
هَلْ يُوْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ؟
نَعَمْ، اٰمِنُوْا بِالْاٰخِرَةِ.
هَلْ اُنْتُ مُؤْمِنٌ بِالْاٰخِرَةِ؟
نَعَمْ، اَنَا مُؤْمِنٌ بِالْاٰخِرَةِ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ يُوْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ؟
نَعَمْ، يُوْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ.
- فعل أمر: اٰمِنُوْا بِالْاٰخِرَةِ!
نُوْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ اُنْتُ مُؤْمِنٌ بِالْاٰخِرَةِ؟
نَعَمْ، اَنَا مُؤْمِنٌ بِالْاٰخِرَةِ.

আমরা اٰمَنَ এর মতই اٰنَفَقَ (সে খরচ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি أَضَلَّ প্যাটার্নের ক্রিয়া, তবে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল অক্ষর একই (أَضَلَّ → ضَلَّ)।

এটি ও-অক্ষরের ক্রিয়া ضَلَّ এর অনুরূপ, এই জন্যে বলা বা উচ্চারণে সুবিধার জন্য কিছু ক্ষেত্রে তাশদীদকে খুলে দেয়া হয়, যেমন: أَضَلَّلْتُ، أَضَلَّلْتُمْ ইত্যাদি।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে বিভ্রান্ত করেছে: ضَلَّ

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، -ক্রিয়া- বিশেষ্য		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
বিভ্রান্ত কর!	أَضِلَّ	সে বিভ্রান্ত করে	يُضِلُّ	সে বিভ্রান্ত করেছে	أَضَلَّ
তোমরা বিভ্রান্ত কর!	أَضِلُّوا	তারা বিভ্রান্ত করে	يُضِلُّونَ	তারা বিভ্রান্ত করেছে	أَضَلُّوا
বিভ্রান্ত কর না!	لَا تُضِلَّ	তুমি বিভ্রান্ত কর	تُضِلُّ	তুমি বিভ্রান্ত করেছো	أَضَلَّلْتُ
তোমরা বিভ্রান্ত কর না!	لَا تُضِلُّوا	আমি বিভ্রান্ত করি	أُضِلُّ	আমি বিভ্রান্ত করেছি	أَضَلَّلْتُ
বিভ্রান্ত কারী	مُضِلٌّ	তোমরা বিভ্রান্ত কর	تُضِلُّونَ	তোমরা সবাই বিভ্রান্ত করেছো	أَضَلَّلْتُمْ
পথভ্রষ্ট	مُضِلٌّ	আমরা বিভ্রান্ত করি সে একজন মহিলা বিভ্রান্ত করে	تُضِلُّ	আমরা বিভ্রান্ত করেছি	أَضَلَّلْنَا
বিভ্রান্ত করা	إِضْلَالٌ	সে (স্ত্রী) বিভ্রান্ত করে	تُضِلُّ	সে (স্ত্রী) বিভ্রান্ত করেছে	أَضَلَّتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ أَضَلَّ الْقَوْمَ؟ مَا أَضَلَّ الْقَوْمَ.
هَلْ أَضَلُّوا الْقَوْمَ؟ مَا أَضَلُّوا الْقَوْمَ.
هَلْ أَضَلَّلْتُ الْقَوْمَ؟ مَا أَضَلَّلْتُ الْقَوْمَ.
هَلْ أَضَلَّلْتُمْ الْقَوْمَ؟ مَا أَضَلَّلْنَا الْقَوْمَ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ يُضِلُّ الْقَوْمَ؟ نَعَمْ، يُضِلُّ الْقَوْمَ.
- فعل نهى: لَا تُضِلُّ الْقَوْمَ! لَا أَضِلُّ الْقَوْمَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُضِلُّ الْقَوْمَ؟ مَا أَنَا بِمُضِلِّ الْقَوْمَ.

আমরা أَضَلَّ এর মতই أَحَبَّ (সে পছন্দ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি প্যাটার্নের ক্রিয়া, তবে এর মধ্যে হামযাহ এবং একটি দুর্বল অক্ষর আছে। (اِثْنِيْـٔنَ→اَثْنِيْ).

এটি هُدًى এর অনুরূপ, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, هُدًى টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَدَوْا، يَهْدِي، يَهْدُون، اِهْدِ، اِهْدُوا، هَادٍ، هَادُونَ)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে এসেছে

۹۵۲ اُتی:

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া-বিশেষ্য		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
আসো!	اَتِ	সে আসে	يُوتِي	সে এসেছে	اَتَى
তোমরা আসো!	اَتُوا	তারা আসে	يُوتُونَ	তারা এসেছে	اَتَوْا
আসবে না!	لَا تُؤْتِ	তুমি আসো	تُؤْتِي	তুমি এসেছো	اَتَيْتَ
তোমরা আসবে না!	لَا تُؤْتُوا	আমি আসি	أُوتِي	আমি এসেছি	اَتَيْتُ
যে আসে (আগমন কারী)	مُؤْتٍ	তোমরা আসো	تُؤْتُونَ	তোমরা এসেছো	اَتَيْتُمْ
যেখানে এসেছে	مُؤْتًى	আমরা আসি	نُؤْتِي	আমরা এসেছি	اَتَيْنَا
আসা!	إِيْتَاء	সে (স্ত্রী) আসে	تُؤْتِي	সে (স্ত্রী) এসেছ	اَتَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، يُؤْتِي الزَّكَاةَ.

هَلْ يُؤْتِي الزَّكَاةَ؟

نَعَمْ، يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.

هَلْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ؟

نَعَمْ، أُوتِيَ الزَّكَاةَ.

هَلْ تُؤْتِي الزَّكَاةَ؟

نَعَمْ، نُؤْتِيكَ الزَّكَاةَ

هَلْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ؟

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل ماضٍ: هَلْ أَتَيْتَ الرَّكُوعَ؟ نَعَمْ، أَتَيْتُ الرَّكُوعَ.
- فعل أمر: أَتِ الرَّكُوعَ! أُوتِ الرَّكُوعَ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ أَنْتَ مُؤْتِ الرَّكُوعَ؟ أَنَا مُؤْتِ الرَّكُوعَ.

আমরা اٰلِیٰ এর মতই اٰدِیٰ (সে ক্ষতি করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরণের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি اهْتَدَى → هَدَى)। (اهْتَدَى) প্যাটার্নের ক্রিয়া, তবে এর মধ্যে একটি দুর্বল অক্ষর রয়েছে।

এটি هَدَى এর অনুরূপ, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, هَدَى টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ক্রিয়া বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَدَوْا، يَهْدِي، يَهْدُونَ، اهْدِ، اهْدُوا، هَادٍ، هَادُونَ)

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

سے ہدایات پہنچے: دُنْ اهْتَدَى

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول	فعل مضارع	فعل ماضٍ
হিদায়াত গ্রহণ কর!	يَهْدِي	اهْتَدَى
তোমরা হিদায়াত গ্রহণ কর!	يَهْدُونَ	اهْتَدَوْا
হিদায়াত গ্রহণ করো না!	تَهْدِي	اهْتَدَيْتَ
তোমরা হিদায়াত গ্রহণ করো না!	أَهْدِي	اهْتَدَيْتُمْ
হিদায়াত গ্রহণকারী	تَهْدُونَ	اهْتَدَيْتُمْ
হিদায়াত প্রাপ্ত	نَهْدِي	اهْتَدَيْنَا
হিদায়াত পাওয়া	تَهْدِي	اهْتَدَيْتُمْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، اهْتَدَى لِنَفْسِهِ.
نَعَمْ، اهْتَدَوْا لِأَنْفُسِهِمْ.
نَعَمْ، اهْتَدَيْتَ لِنَفْسِي.
نَعَمْ، اهْتَدَيْنَا لِأَنْفُسِنَا.

هَلْ اهْتَدَى لِنَفْسِهِ؟
هَلْ اهْتَدَوْا لِأَنْفُسِهِمْ؟
هَلْ اهْتَدَيْتَ لِنَفْسِكَ؟
هَلْ اهْتَدَيْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ؟

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ يَهْدِي لِنَفْسِهِ؟
- فعل أمر: نَعَمْ، يَهْدِي لِنَفْسِهِ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: اهْتَدَوْا لِأَنْفُسِكُمْ! نَهْدِي لِأَنْفُسِنَا.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ هُوَ مُهْتَدٍ؟ نَعَمْ، هُوَ مُهْتَدٍ.

আমরা اهْتَدَى এর মতই (إِنْعَى) (সে চেয়েছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এখন আমরা মাযীদ ফিহ ক্রিয়া اتَّقَى এর বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করবো (اتَّقَى → وَفَى)। এটি اخْتَلَفَ প্যাটার্নের ক্রিয়া। মূলত وَفَى হওয়া উচিত ছিল, তবে পড়ার সুবিধার্থে এটিকে اتَّقَى করা হয়েছে।

এটি هَدَى এর মতই, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, هَدَى টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ফর্ম বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَتَوْا، يَهْدِي، يَهْتُونُ، اِهْدِ، اِهْتُوا، هَادٍ، هَادُونَ)

- يَتَّقِي এর মূল: مضارع
- اتَّقِ এর মূল: امر শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে 'কাসরাহ' এবং শেষে থেকে দুর্বল অক্ষর (ي) পরে গিয়ে তাক্বী হয়েছে।
- اسم فاعل এবং اسم مفعول: বানাতে হলে فعل ماضি এর মূল অক্ষরে যুক্ত করান এবং শেষ বর্ণে দুই যবর বা দুই যের দিন: مُتَّقٍ، مُتَّقِي

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে ভয় পেয়েছে: اتَّقَى ১১৫

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য، اسم مفعول، اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
ভয় কর! তাক্বওয়া অর্জন কর	اتَّقِ	সে ভয় পায়/তাক্বওয়া অর্জন করে	يَتَّقِي	সে ভয় পেয়েছে/তাক্বওয়া অর্জন করেছে	اتَّقَى
তোমরা ভয় কর!	اتَّقُوا	তারা ভয় পায়	يَتَّقُونَ	তারা ভয় পেয়েছে	اتَّقَوْا
ভয় করো না!	لَا تَتَّقِ	তুমি ভয় পাও	تَتَّقِي	তুমি ভয় পেয়েছো	اتَّقَيْتَ
তোমরা ভয় করো না!	لَا تَتَّقُوا	আমি ভয় পাই	أَتَّقِي	আমি ভয় পেয়েছি	اتَّقَيْتُ
ভীতি প্রদর্শনকারী	مُتَّقٍ	তোমরা সবাই ভয় পাও	تَتَّقُونَ	তোমরা সবাই ভয় পেয়েছো	اتَّقَيْتُمْ
যার থেকে ভয় পেয়েছে	مُتَّقِي	আমরা ভয় পাই	نَتَّقِي	আমরা ভয় পেয়েছি	اتَّقَيْنَا
ভয় করা	اتِّقَاءٌ	সে (স্ত্রী) ভয় পায়	تَتَّقِي	সে (স্ত্রী) ভয় পেয়েছে	اتَّقَتْ

আরবি কথোপকথন

هَلِ اتَّقَى اللَّهُ؟
هَلِ اتَّقَوْا اللَّهَ؟
هَلِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ؟
هَلِ اتَّقَيْتُمْ اللَّهَ؟
نَعَمْ، اتَّقَى اللَّهُ.
نَعَمْ، اتَّقَوْا اللَّهَ.
نَعَمْ، اتَّقَيْتَ اللَّهَ.
نَعَمْ، اتَّقَيْتُمْ اللَّهَ.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلِ يَتَّقِي اللَّهُ؟
- فعل أمر: اتَّقِ اللَّهَ!
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلِ أَنْتُمْ مُتَّقُونَ؟
- نَعَمْ، يَتَّقِي اللَّهُ.
- اتَّقِ اللَّهَ!
- نَعَمْ، أَنْتُمْ مُتَّقُونَ.

আমরা اتَّقَى এর মতই (فَتَرَى) (সে অপবাদ দিয়েছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি اسْتَقَامَ প্যাটার্নের ক্রিয়া, তবে এর মধ্যে একটি দুর্বল অক্ষর আছে। (اسْتَقَامَ → قَامَ)।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ২টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে অটল ও অবিচল ছিল ৪৭ اسْتَقَامَ:

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ك্রিয়া-বিশেষ্য		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
অবিচল থাকো!	اسْتَقِمْ	সে অবিচল থাকে	يَسْتَقِيمُ	সে অবিচল ছিল	اسْتَقَامَ
তোমরা অবিচল থাকো!	اسْتَقِيمُوا	তারা অবিচল থাকে	يَسْتَقِيمُونَ	তারা অবিচল ছিল	اسْتَقَامُوا
অবিচল থাকবে না!	لَا تَسْتَقِمْ	তুমি অবিচল থাকো	تَسْتَقِيمُ	তুমি অবিচল ছিলে	اسْتَقَمْتَ
তোমরা অবিচল থাকবে না!	لَا تَسْتَقِيمُوا	আমি অবিচল থাকবো	أَسْتَقِيمُ	আমি অবিচল ছিলাম	اسْتَقَمْتُ
যে অবিচল	مُسْتَقِيمٌ	তোমরা সবাই অবিচল থাকবে	تَسْتَقِيمُونَ	তোমরা সবাই অবিচল ছিলে	اسْتَقَمْتُمْ
-	-	আমরা অবিচল থাকবো	نَسْتَقِيمُ	আমরা অবিচল ছিলাম	اسْتَقَمْنَا
অবিচল থাকা	اسْتِقَامَةٌ	সে (স্ত্রী) অবিচল থাকবে	تَسْتَقِيمُ	সে (স্ত্রী) অবিচল ছিল	اسْتَقَامَتْ

আরবি কথোপকথন

نَعَمْ، اسْتَقَامَ عَلَى الدِّينِ. هَلْ اسْتَقَامَ عَلَى الدِّينِ?
نَعَمْ، اسْتَقَامُوا عَلَى الدِّينِ. هَلْ اسْتَقَامُوا عَلَى الدِّينِ?
نَعَمْ، اسْتَقَمْتُ عَلَى الدِّينِ. هَلْ اسْتَقَمْتُ عَلَى الدِّينِ?
نَعَمْ، اسْتَقَمْنَا عَلَى الدِّينِ. هَلْ اسْتَقَمْنَا عَلَى الدِّينِ?

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل مضارع: هَلْ يَسْتَقِيمُونَ عَلَى الدِّينِ? نَعَمْ، يَسْتَقِيمُونَ عَلَى الدِّينِ.
- فعل أمر: اسْتَقِيمُوا عَلَى الدِّينِ? نَسْتَقِيمُ عَلَى الدِّينِ.
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ هُمْ مُسْتَقِيمُونَ عَلَى الدِّينِ? نَعَمْ، هُمْ مُسْتَقِيمُونَ عَلَى الدِّينِ.

আমরা اسْتَقَامَ এর মতই اسْتَطَاعَ (সে সক্ষম ছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

এটি **تَوَلَّى** প্যাটার্নের ক্রিয়া, তবে এর মধ্যে একটি দুর্বল অক্ষর আছে। (تَوَلَّى → تَوَلَّى).

এটি **هَدَى** এর মতই, কারণ এর শেষে খাড়া যবর (ي এর আকৃতিতে আছে)। অতএব, **هَدَى** টেবিলটিতে যেই পরিবর্তন আপনি শিখেছেন, সেটি এখানেও বহুবচন ফর্ম বানানোর ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

(هَدَى، هَدَوْا، يَهْدِي، يَهْدُونَ، إِهْدِ، إِهْدُوا، هَادٍ، هَادُونَ)

তবে এখানে **يَتَوَلَّى**, **تَوَلَّى** এবং **تَوَلَّى** এর বহুবচন বানানোর ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিন।

(ডাবল-লাইনের বক্সের ভিতরে ৩টি মূল ক্রিয়া এবং ৩টি বিশেষ্য রয়েছে।)

সে সরে গিয়েছে
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে
:تَوَلَّى ৭৯

فعل أمر، فعل نهى، ক্রিয়া-বিশেষ্য, اسم مفعول, اسم فاعل		فعل مضارع		فعل ماضٍ	
সরে যাও!/মুখ ফিরিয়ে নাও	تَوَلَّ	সে সরে যায়/মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে	يَتَوَلَّى	সে সরে গিয়েছে/মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে	تَوَلَّى
তোমরা সরে যাও!	تَوَلُّوا	তারা সরে যায়	يَتَوَلَّوْنَ	তারা সরে গিয়েছে	تَوَلَّوْا
সরে যেয়ো না!	لَا تَتَوَلَّ	তুমি সরে যাও	تَتَوَلَّى	তুমি সরে গিয়েছো	تَوَلَّيْتَ
তোমরা সরে যেয়ো না!	لَا تَتَوَلُّوا	আমি সরে যাই	أَتَوَلَّى	আমি সরে গিয়েছি	تَوَلَّيْتُ
যে সরে যায়/বিমুখ প্রদর্শনকারী	مُتَوَلٍّ	তোমরা সবাই সরে যাও	تَتَوَلُّونَ	তোমরা সবাই সরে গিয়েছো	تَوَلَّيْتُمْ
-	مُتَوَلٍّ	আমরা সরে যাই	نَتَوَلَّى	আমরা সরে গিয়েছি	تَوَلَّيْنَا
সরে যাওয়া/বিমুখ হওয়া	تَوَلٍّ	সে (স্ত্রী) সরে যায়	تَتَوَلَّى	সে (স্ত্রী) সরে গিয়েছে	تَوَلَّتْ

আরবি কথোপকথন

هَلْ يَتَوَلَّى؟ لَا يَتَوَلَّى.
هَلْ يَتَوَلَّوْنَ؟ لَا يَتَوَلَّوْنَ.
هَلْ تَتَوَلَّى؟ لَا أَتَوَلَّى.
هَلْ تَتَوَلَّوْنَ؟ لَا نَتَوَلَّى.

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে ক্লাসের পরে পরস্পরে কথোপকথন করুন:

- فعل ماضٍ: هَلْ تَوَلَّيْتُمْ؟ نَعَمْ، تَوَلَّيْنَا.
- فعل أمر: تَوَلُّوا!
- اسم فاعل/اسم مفعول: هَلْ هُوَ مُتَوَلٍّ؟ نَعَمْ، هُوَ مُتَوَلٍّ.

আমরা تَوَلَّى এর মতই تَوَفَّى (সে মৃত্যুবরণ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরি করতে পারি। আপনি এই ধরনের আরো অনেক ক্রিয়া পাবেন।

ওয়ার্ক বুক

(কুরআন পার্ট)

কুরআন ওয়ার্কবুক: ৬ক- ভূমিকা; নির্দেশিকা ফলাফল (আল-বাকারাহ: ৩৮-৩৯)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: জান্নাত কেমন হবে?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ فَاِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي.....

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.....

وَكَذَّبُوا بِالَّذِي

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						هَبَطَ		
						تَبِعَ		
						حَزَنَ		
						كَفَرَ		
						خَلَدَ		
						أَنَى		
						هَدَى		
						خَافَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	آيَات	آيَةٍ

কুরআন ওয়ার্কবুক: ৬খ - বনী ইসরাঈলের প্রতি দাওয়াত (আল বাকারা: ৪০-৪২)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: বনী ইসরাঈলের আলেমরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে কোন দুটি কৌশল অবলম্বন করেছিল ?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃوَأَوْفُوا بِعَهْدِي

.....وَأَيَّاءَ فَازَ هَبُونَ

.....ثُمَّ قَلِيلًا

.....وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	মূল	বর্ণ
					نَكَرَ		
					رَهَبَ		
					لَبَسَ		
					كَتَمَ		
					عَلِمَ		
					كَانَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		نِعْمَةً
	-	كَثِيرٌ
	-	قَلِيلٌ

কুরআন ওয়ার্কবুক: ৬গ- নেক আমল কর! (আল বাকারা: ৪৩-৪৬)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: বিপদের সময় আমাদের কী করা উচিত?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنِ
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
 أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পূর্ণ করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						رَكَعَ		
						أَمَرَ		
						عَقَلَ		
						خَشَعَ		
						رَجَعَ		
						نَسِيَ		
						تَلَا		
						ظَنَّ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		كِتَابٌ
		أَنْفُسٌ
Big x	كَبِيرَةٌ x	

কুরআন ওয়ার্কবুক: ৬ঘ - সেই দিনকে ভয় কর! (আল-বাকারাহ: ৪৭-৪৮)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: আমরা আখিরাতকে কেন ভয় করব?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ وَأَيُّ فَضْلٍ كُمْ

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
					ذَكَرَ			
					قِيلَ			
					أُخَذَ			
					نَصَرَ			
					جَزَى			
					أُنْعِمَ			
					فَضِّلَ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		يَوْمَ

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৭ক - ফেরাউন থেকে উদ্ধার (আল-বাকারাহ: ৪৯-৫০)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: আল্লাহ তা'য়ালা কীভাবে মুসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ফিরাউন এবং তাঁর সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছিলেন?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ يَسُوءُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ.....

يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ.....

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ.....

فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল	বর্ণ
					فَرَقَ			
					نَظَرَ			
					سَامَ			
					ذَبَحَ			
					أَغْرَقَ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	أَبْنَاءَ	
	نِسَاءَ	
	بَحْرَ	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৭খ- ৪০ রাত্রি (আল-বাকারাহঃ ৫১-৫৩)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: গ্রন্থটি প্রেরণের উদ্দেশ্য কী ছিল ?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

وَعَدْنَا مُوسَىٰٓ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۖ

.....
اَتَّخَذْتُمُ الْعَجَلَ

.....
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	মূল	বর্ণ
					ظَلَمَ		
					شَكَرَ		
					عَفَا		
					وَاَعَدَّ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		لَيْلَةً
		كِتَاب

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৭গ- গো-বৎসের উপাসনা থেকে তওবা কর (আল-বাকারাহঃ ৫৪)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: বানী ইসরাঈলের সাথে হযরত মুসা (আঃ) এর আচরণ থেকে প্রত্যেক দায়ীর জন্য কী শিক্ষা রয়েছে?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ بِاتَّخَذِكُمُ الْعِجْلُ

فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ

فَأَقْضُوا أَنْفُسَكُمْ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						ظَلَمَ		
						قَتَلَ		
						قَالَ		
						تَابَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	قَوْمَ	
	أَنْفُسَ	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৭ঘ- আল্লাহকে দেখাও (আল-বাকারাহ: ৫৫-৫৭)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: বনী ইসরাঈলকে কোন অনুগ্রহ সরবরাহ করা হয়েছিল?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً.....

ثُمَّ بَعَثْنَاكَمُ.....

وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعِمَامَ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল	বর্ণ
					أَخَذَ			
					نَظَرَ			
					بَعَثَ			
					ظَلَّمَ			
					رَأَى			
					ظَلَّلَ			
					أَنْزَلَ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		صَاعِقَةً
		مَنْ
		سَلَوَى
		طَيِّبَاتٍ

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৮ক - শহরে প্রবেশ কর (আল-বাকারাহ: ৫৮-৫৯)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: আদম সন্দ্বিহন সবাই গোনাহ করে, তবে তাদের মধ্যে ভালো পাপী কে ?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ.....

وَقُولُوا حِطَّةً.....

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুন :

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
					دَخَلَ			
					عَفَرَ			
					فَسَقَ			
					زَادَ			
					بَدَّلَ			
					أَحْسَنَ			
					أَنْزَلَ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		قَرْيَةٍ
		بَابٍ
		سُجَّدٍ
		خَطَايَا

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৮খ - পানির জন্য দু'আ (আল-বাকারাহ: ৬০)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: ইসলাম কি জীবন উপভোগ করতে নিষেধ করে? এর জন্য শর্ত কী?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ اسْتَسْقَى مُوسَى.....

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ.....

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পূর্ণ করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল	বর্ণ
					ضَرَبَ			
					عَلِمَ			
					شَرَبَ			
					رَزَقَ			
					عَثِيَ			
					أَفْسَدَ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		عَيْن
		مَشْرَب

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৮গ - খাবারের জন্য দাবি (আল-বাকারাহ: ৬১)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: জীবনের লক্ষ্য অর্জন করতে বা সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে চাইলে আমাদের কী করা দরকার?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ ثُنِيَ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
 وَفُتِنَتْهَا وَقَوْمُهَا
 وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِيهَا
 اتَّسَبَدُوا الَّذِي هُوَ أَدْنَى

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						صَبَرَ		
						طَعِمَ		
						هَبَطَ		
						سَأَلَ		
						دَعَا		
						أَخْرَجَ		
						أَنْبَتَ		
						اسْتَبَدَلَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		طَعَامٌ

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৮ম- শান্তি (আল-বাকারাহ: ৬১)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: অবমাননা (الذِّلَّةُ) এবং পরমুখাপেক্ষিতা (الْمَسْكَنَةُ) বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

وَبَاءُ وَغَضَبٍ

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						ضَرَبَ		
						غَضِبَ		
						كَفَرَ		
						قَتَلَ		
						بَاءَ		
						ذَلَّ		
						عَصَى		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	آيَات	
	نَبِيُّونَ، نَبِيِّينَ، أَنْبِيَاءَ	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৯ক - বিশ্বাস ও আমলের বিধি! (আল-বাকারাহ: ৬২)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: সফল মানুষ কারা?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						عَمِلَ		
						صَلَّحَ		
						أَجَرَ		
						حَزَنَ		
						هَادَ		
						خَافَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		أَجْرٌ

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৯খ- তুর পাহাড়ের নীচে প্রতিশ্রুতি (আল-বাকারাহঃ ৬৩-৬৪)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: সেই দুটি জিনিস কী, যতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো কেউ আঁকড়ে ধরে থাকবে কখনও সে বিপথগামী হবে না?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ.....

اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ.....

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল	বর্ণ
						أَخَذَ		
						رَفَعَ		
						ذَكَرَ		
						فَضَلَ		
						خَسِرَ		
						كَانَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	خَاسِرُونَ، خَاسِرِينَ	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৯গ - শনিবার দিনের আইন লঙ্ঘন (আল-বাকারাহ: ৬৫-৬৬)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের উপর কি শাস্তি দিয়েছিলেন ?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
					عَلِمَ			
					خَسَأَ			
					جَعَلَ			
					قَالَ			
					كَانَ			
					وَعَظَّ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	خَاسِئُونَ، خَاسِئِينَ	
	مَوْعِظَةٌ	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ৯ঘ - গরুর গল্প! (আল-বাকারাহ: ৬৭-৬৯)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: যখন আমরা খারাপ লোকের মুখোমুখি হই তখন আমাদের কী বলা উচিত?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ أَنْ تَذُبُّوا بَقَرَةً.....

يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ.....

لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ.....

تَسْرُ النَّظْرَيْنِ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল	বর্ণ
					أَمَرَ			
					ذَبَحَ			
					جَهَلَ			
					نَظَرَ			
					عَاذَ			
					سَرَّ			
					بَيَّنَّ			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	جَاهِلُونَ، جَاهِلِينَ	
	فَارِضٌ	
	بَكْرٌ	
	لَوْنٌ	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ১০ক- তৃতীয় প্রশ্ন (আল-বাকারাহঃ ৭০-৭১)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: এই সূরাকে আল-বাকারাহ করে কেন নামকরণ করা হলো?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا

لَا تَذُلُّ تُنِيرُ الْأَرْضَ

مُسْلَمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						ذَبَحَ		
						ذَلَّ		
						سَقَى		
						بَيَّنَّ		
						تَشَابَهَ		
						اهْتَدَى		
						أَثَارَ		
						سَلَّمَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		بَقَرَةٌ

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ১০খ - হত্যাকারী (আল-বাকারাহঃ ৭২-৭৩)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: মুমিনের মাল, সম্ভ্রম ও সম্মান সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ فَأَذْرَأْتُمْ فِيهَا.....

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পন্ন করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
					قَتَلَ			
					كَتَمَ			
					ضَرَبَ			
					عَقَلَ			
					كَانَ			
					أَخْرَجَ			
					أَحْيَا			
					أَرَى			

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		نَفْسٌ
		مَوْتِي
		آيَةٍ

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ১০গ- পাথরের হৃদয় (আল-বাকারাহ: ৭৪)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টর সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: কঠিন হৃদয় বলতে কী বোঝায় ?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ.....

لَمَّا يَنْفَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ.....

لَمَّا يَشَقُّ.....

يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পূর্ণ করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماض	মূল	বর্ণ
						خَرَجَ		
						هَبَطَ		
						عَقَلَ		
						عَمِلَ		
						قَسَا		
						خَشِيَ		
						تَفَجَّرَ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
	قُلُوبٌ	
	حِجَارَةٌ، أَحْجَارٌ	
→harder↑	أَشَدَّ↑	

কুরআন ওয়ার্কবুকঃ ১০ঘ- তারা পরিবর্তন করে এবং গোপন করে। (আল-বাকারাহঃ ৭৫-৭৬)

প্রশ্নঃ-১: সংক্ষেপে পয়েন্টার সম্পর্কে কোনো বার্তা, দুআ এবং পরিকল্পনা লিখুন।

প্রশ্নঃ-২: বানী ইসরাঈলের আলেমরা আল্লাহর বাণীর সাথে কী করত?

প্রশ্নঃ-৩: নিচের বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুনঃ

উঃ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا.....

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ.....

قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ.....

فَتَحَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ.....

প্রশ্নঃ-৪: নিচে দেয়া বিশেষ্য এবং ক্রিয়াসমূহের টেবিল সম্পূর্ণ করুনঃ

অর্থ	ক্রিয়া-বিশেষ্য	اسم مفعول	اسم فاعل	فعل امر	فعل مضارع	فعل ماضٍ	মূল	বর্ণ
						طَمِعَ		
						عَلِمَ		
						لَقِيَ		
						خَلَا		
						أَمَنَ		
						حَرَّفَ		
						حَدَّثَ		
						حَاجَّ		

অর্থ	বহুবচন	একবচন
		فَرِيقٌ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক

মزيد فيه- ٦ (ক) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন ১:- ক্রিয়ার বিভিন্ন ফর্মের শেষে অক্ষর কেন যুক্ত করা হয়?

প্রশ্ন ২:- কোন ধরনের ক্রিয়াকে مزيد فيه বলা হয়?

প্রশ্ন ৩:- مزيد فيه এর ৫টি ফর্ম মনে রাখার জন্য কতটি বাক্য তৈরি করা হয়েছে?

প্রশ্ন ৪:- কুরআনের প্রতি লাইনে مزيد فيه ক্রিয়া কতবার আসে?

مزيد فيه: عَلمَ- ٦ (খ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন ১:- عَلمَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ সে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ؟

প্রশ্ন ২:- عَلمَ এর মতই سَبَّحَ (সে প্রশংসা করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
تَسْبِيح

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	سَبَّحَ

মزيد فيه: حَاسَبَ - (গ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ৬

প্রশ্ন -১: حَاسَبَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুন: নিজেকে জবাবদিহি করুন
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ حَاسَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ!

প্রশ্ন -২: حَاسَبَ এর মতই هَاجَرَ (তিনি হিজরত করেছেন) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
مُهَاجِرَةٌ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	هَاجَرَ

মزيد فيه: أَسْلَمَ - (ঘ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ৬

প্রশ্ন -১: أَسْلَمَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুন: তোমরা সবাই নিজেকে সারা বিশ্বজগতের প্রভুর সমীপে সোপর্দ কর।
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ أَسْلَمْتُمْ لِلَّهِ؟

প্রশ্ন -২: أَسْلَمَ এর মতই أَرْسَلَ (সে প্রেরণ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
إِرْسَال

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	أَرْسَلَ

মزيد فيه: اِخْتَلَفَ - (ক) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক: ৭

প্রশ্ন -১: اِخْتَلَفَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুন: তোমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের।

- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ

فَلَا تَخْتَلِفُوا فِي الدِّينِ!
هَلْ تَخْتَلِفُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟

প্রশ্ন -২: اِخْتَلَفَ এর মতই اِتَّخَذَ (সে গ্রহণ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
اِتَّخَذَ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	اِتَّخَذَ

মزيد فيه: اِسْتَغْفَرَ - (খ) ৭ ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক

প্রশ্ন ১: اِسْتَغْفَرَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ তোমরা (সবাই) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও!
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ أَنْتُمْ مُسْتَغْفِرُونَ مِنَ الْإِثْمِ؟

প্রশ্ন ২: اِسْتَغْفَرَ এর মতই اِسْتَكْبَرَ (সে অহংকার করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
اِسْتَكْبَرَ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	اِسْتَكْبَرَ

মزيد فيه: تَدَبَّرَ - (গ) ৭ ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক

প্রশ্ন ১: تَدَبَّرَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ তারা কুরআন নিয়ে ভাবে
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ تَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟

প্রশ্ন ২: تَوَكَّلْ এর মতই تَوَكَّلْ (সে ভরসা করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
تَوَكَّلْ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	تَوَكَّلَ

মزيد فيه: تَدَارَسَ، انْقَلَبَ- ৭ (ঘ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুক:

প্রশ্ন ১- تَدَارَسَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ (তোমরা সবাই) একসাথে কুরআন অধ্যয়ন কর!
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ يَتَدَارَسُونَ كِتَابَ اللَّهِ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ تَدَارَسْتُمْ الْكِتَابَ؟

প্রশ্ন ২: تَدَارَسَ এর মতই تَشَابَهَ (সে সাদৃশ্য ছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
تَشَابَهَ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	تَشَابَهَ

مزید فیہ: انْقَاب

প্রশ্ন -১: انْقَاب এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবিতে অনুবাদ করুনঃ
- আপনারা সবাই ধর্মের দিকে ফিরে এসেছেন।
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ
- انْقَلَبُوا إِلَى الْبَيْتِ
- আরবিতে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে উত্তর দিনঃ
- هَلْ تَنْقَلِبُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟

প্রশ্ন -২: انْقَاب এর মতই انْطَلَق (সে চলে গিয়েছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
انْطَلَق

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	انْطَلَقَ

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ ৮ (ক) - দুর্বল বর্ণের সাথে مزيد فيہ এর পরিচিতি

প্রশ্ন -১: আরবীতে শব্দ কত প্রকারের এবং সেগুলি কী কী ?

প্রশ্ন -২: কোর্স -১ এবং কোর্স -২ তে আমরা কোন ক্রিয়াগুলি শিখেছি?

প্রশ্ন -৩: দুর্বল অক্ষরের একটি ক্রিয়া এবং দ্বি-বর্ণ অক্ষরের একটি ক্রিয়া উদাহরণ দিন?

প্রশ্ন -৪: আমরা পরবর্তী পাঠগুলিতে কোন ধরনের ক্রিয়া শিখতে যাচ্ছি ?

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ ৮(খ) - مزيد فيہ: وَلَّى

প্রশ্ন -১: وَلَّى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ
- আরবীতে 'না' দিয়ে উত্তর দিনঃ
- সে ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
- مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ
- هَلْ تَوَلَّى وَجْهَكَ عَنِ الدِّينِ؟

প্রশ্ন -২: وَلَّى এর মতই نَجَّى সে রক্ষা পেয়েছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
تَنْجِيَة

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	نَجَّى

ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ ৮(গ) - مزيد فيہ: نَادَى

প্রশ্ন -১: نَادَى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুন: তোমরা (সবাই) তোমার পালনকর্তা কে ডাক!
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: يُنَادِي لِلْإِيمَانِ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ أَنْتُمْ مُنَادُونَ اللَّهَ؟

প্রশ্ন -২: نَادَى এর মতই لَأَفَى (সে সাক্ষাত করেছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
مُلَاقَاةٌ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	لَأَفَى

মزيد فيه: أَقَامَ - (ঘ) ৮ য়ার্কবুক ব্যাকরণ

প্রশ্ন -১: أَقَامَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুন: আমরা আল্লাহর জন্য সালাহ আদায় করি
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ!
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিন: هَلْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ؟

প্রশ্ন -২: أَقَامَ এর মতই ارَادَ (সে ইচ্ছা করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
إِرَادَةٌ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	أَرَادَ

মزيد فيه: أَلْفَى - (ক) ৯ য়ার্কবুক ব্যাকরণ

প্রশ্ন -১: أَلْفَى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুন: নিচে নিক্ষেপ কর !
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুন: وَأَلْفَى فِي الْأَرْضِ

- আরবিতে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে উত্তর দিনঃ

هَلْ أَلْقَيْتَ شَيْئًا؟

প্রশ্ন -২: اَوْحَى এর মতই (তিনি নাযিল করেছেন) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
إِيحَاء

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	أَوْحَى

مزید فیہ: اَمَنَ - (খ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ ৯

প্রশ্ন -১: اَمَنَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ
 - ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ
 - আরবিতে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে উত্তর দিনঃ
- আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর প্রতি
ঈমান এনেছি
كُلُّ اَمَنَ بِاللّٰهِ
هَلْ تُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ؟

প্রশ্ন -২: اَنْفَقَ এবং اَمَنَ এর মতই اَنْفَقَ (সে খরচ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
اِنْفَاق

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	اَنْفَقَ

মزيد فيه: أَضَلَّ- ৯(গ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন -১: أَضَلَّ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ আল্লাহ কাফেরদের পথভ্রষ্ট করেন
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ أَضَلَّ الْقَوْمَ؟

প্রশ্ন -২: أَضَلَّ এর মতই أَحَبَّ (সে পছন্দ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
إِحْبَابٌ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	أَحَبَّ

মزيد فيه: أَتَى- ৯(ঘ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন -১: أَتَى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ তারা সবাই যাকাত দেয়
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ أَتَيْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ أَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ؟

প্রশ্ন -২: أَتَى এর মতই أَذَى (সে চলে গেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
إِذَاءٌ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	أَذَى

মزيد فيه: اِهْتَدَى- ১০(ক) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন -১: اِهْتَدَى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ তারা সবাই হেদায়েতপ্রাপ্ত
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ اهْتَدَوْا سَبِيلًا؟

প্রশ্ন -২: اِهْتَدَى এর মতই اِبْتَغَى (সে আকাঙ্ক্ষা করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	فعل مضارع	فعل ماضٍ
		اِبْتَغَى
اِبْتِغَاء		

মزيد فيه: اِنْتَقَى- ১০(খ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন -১: اِنْتَقَى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ (তোমরা সবাই) আল্লাহকে ভয় কর।
- ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ فَمَنْ اِنْتَقَى وَاصْلَحَ
- আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ هَلْ أَنْتُمْ مُتَّقُونَ اللَّهَ؟

প্রশ্ন -২: اِنْتَقَى এর মতই اِفْتَرَى (সে অপবাদ দিয়েছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	فعل مضارع	فعل ماضٍ
		اِفْتَرَى
اِفْتِرَاء		

মزيد فيه: اسْتَقَامَ- ১০(গ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন -১: اسْتَقَامَ এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ
 - ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ
 - আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ
- তারা সরাসরি সত্যের উপর ।
فَاسْتَقِيمُوا!
هَلْ اسْتَقَمْتُمْ عَلَى الدِّينِ؟

প্রশ্ন -২: اسْتَقَامَ এর মতই اسْتَطَاعَ (সে সক্ষম ছিল) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন ।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
اسْتَطَاعَ

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	اسْتَطَاعَ

মزيد فيه: تَوَلَّى- ১০(ঘ) ব্যাকরণ ওয়ার্কবুকঃ

প্রশ্ন -১: تَوَلَّى এর টেবিলটি ভালোভাবে মুখস্থ করুন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আরবীতে অনুবাদ করুনঃ
 - ইংরেজিতে অনুবাদ করুনঃ
 - আরবিতে 'হ্যাঁ' দিয়ে উত্তর দিনঃ
- তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো ।
يَتَوَلَّى عَنِ الدِّينِ
هَلْ يَتَوَلَّى عَنِ الْإِسْلَامِ؟

প্রশ্ন -২: تَوَلَّى এর মতই تَوَفَّى (সে মৃত্যুবরণ করেছে) ক্রিয়ার পুরা টেবিল তৈরী করুন, এবং এর ৬টি মূল ক্রিয়া বৃত্তাকার দিয়ে চিহ্নিত করুন ।

فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
تَوَفَّى

فعل مضارع	فعل ماضٍ
	تَوَفَّى